শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

(শ্রৌতপন্থি-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মূলধন-সম্পুট)

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্‌বিলাস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর-

অনুকম্পিত

শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারি-

সঙ্কলিত।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারি-বিদ্যাভূষণ বি,এ, কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—মুদ্রাদ্বয়।

রত্ন-সূচী

শ্লোকসূচি

আ

ন

প

ভ

ম

য

ষ

স

হ

বাঙ্গলা-পদ্য-সূচী

অ

বিষয়-সূচী

দোলক

মধ্যমণি

মুদ্রাকর-প্রমাদ

(গ্রন্থস্থ শ্লোকাবলী কণ্ঠস্থ ও ভাষাভাষ্য পাঠ করিবার পূর্ব্বে কৃপা-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত নির্দ্দেশানুসারে তত্তৎস্থানগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	শ্লোক-সংখ্যা
গুরুবে	গুরবে	১০	৩৭
বিশ্বকর্ত্তৃঃ	বিশ্বকর্ত্তুঃ	১৮	৬২
হৃদগ্রেশ্চ	তদ্বদগ্রেশ্চ	৩৫	৪১
তীর্থান্	তীর্থানি	৬৪	৭৩
দেহিরূপ	দেহরূপ	১৫৭	৪
মায়াধীন	মায়াধীশ	১৫৭	৭
আত্মবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া নিজযোগ্যতাকে	দেহবৃক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক	১৫৭	৮-৯ (পংক্তি)
৬।৯।৫০১	৬।৯।৫০	১৭১	১৩
১।৮।১০	১।৭।১০	১৯৭	৩৪
অয়ং	অহং	২৪০	৪
এতদব্রাহ্মণো	ন এতদব্রাহ্মণো		
বিবুক্তু মর্হতি	বিবক্তু মর্হতি	২৫৪	৪৫
সিতোৎপলা	সিতোপলা	৩৪৭	১২
সিতোৎপলা	সিতোপলা	৩৪৭	১৩
বিনাশনায়াতি	বিনাশমায়াতি	৩৫৯	৪

প্রমাণগ্রন্থ-তালিকা

"গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজির প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

১। অগ্নিপুরাণ, ২। অত্রিসংহিতা, ৩। অনন্ত-সংহিতা, ৪। আগম-প্রামাণ্যম্ (শ্রীযামুনাচার্য্য) ৫। আদিপুরাণ, ৬। আলবন্দারুস্তোত্র, ৭। ঈশোপনিষৎ, ৮। উজ্জ্বল-নীলমণি, ৯। উপদেশামৃত ১০। উপ-পুরাণ, ১১। ঋগ্বেদ, ১২। একাদশী-তত্ত্ব, ১৩। কঠোপনিষৎ, ১৪। কলিসন্তরণোপনিষৎ, ১৫। কাত্যায়নসংহিতা, ১৬। কুল্লুকভট্ট-টীকা (মনুসংহিতা), ১৭। কূর্ম্মপুরাণ, ১৮। কৃষ্ণকর্ণামৃত, ১৯। কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব (মধ্বমুনি), ২০। ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ২১। গরুড়-পুরাণ, ২২। গীতগোবিন্দ, ২৩। গীতা, ২৪। গীতাবলী (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর), ২৫। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ২৬। চতুর্ব্বেদ-শিখা, ২৭। চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ২৮। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, ২৯। চৈতন্যচরিতামৃত, ৩০। চৈতন্যভাগবত, ৩১। চৈতন্যমঙ্গল, ৩২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩৩। জাবালোপনিষৎ, ৩৪। তত্ত্বমুক্তাবলী, ৩৫। তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩৬। তত্ত্বসাগর, ৩৭। তৈত্তরীয় উপনিষৎ, ৩৮। দশমূলশিক্ষা, ৩৯। দশ-শ্লোকী (নিম্বার্ক) ৪০। দিগ্‌দর্শিনী-টীকা (শ্রীসনাতন গোস্বামী) ৪১। দুর্গমসঙ্গমনী, ৪২। নারদ-পঞ্চরাত্র, ৪৩। নারদসূত্র ৪৪। নারদীয় পুরাণ, ৪৫। নীলকণ্ঠ-টীকা (মহাভারত), ৪৬। পদ্মপুরাণ, ৪৭। পদ্যাবলী, ৪৮। পরম-সংহিতা, ৪৯। পরমহংসোপনিষৎ, ৫০। পরমাত্মসন্দর্ভ, ৫১। প্রমেয়-রত্নাবলী, ৫২। প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র ৫৩। প্রার্থনা (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর), ৫৪। প্রেমবিবর্ত্ত, ৫৫। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫৬। বজ্রসূচিকোপনিষৎ, ৫৭। বরাহ-পুরাণ, ৫৮। বায়ুপুরাণ,

৫৯। বাসনাভাষ্য, ৬০। বিদগ্ধমাধব, ৬১। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী (শ্রীদাস গোস্বামী), ৬২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৬৩। বিষ্ণুপুরাণ, ৬৪। বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয়, ৬৫। বিষ্ণুযামল, ৬৬। বিষ্ণুরহস্য, ৬৭। বিষ্ণুস্মৃতি, ৬৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত, ৭০। বেদান্তসার (সদানন্দ যোগীন্দ্র), ৭১। বৈষ্ণব-চিন্তামণি, ৭২। বৈষ্ণব-তন্ত্র, ৭৩। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ, ৭৪। ব্রহ্মসংহিতা, ৭৫। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা (শ্রীজীব), ৭৬। ব্রহ্মসূত্র, ৭৭। ব্রহ্মোপনিষৎ, ৭৮। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ৭৯। ভক্তি-সন্দর্ভ, ৮০। ভগবৎ-সন্দর্ভ, ৮১। ভরদ্বাজ-সংহিতা, ৮২। ভাবার্থ-দীপিকা, ৮৩। মৎস্যপুরাণ, ৮৪। মধ্বভাষ্য, ৮৫। মনঃশিক্ষা (দাস গোস্বামী), ৮৬। মনুসংহিতা, ৮৭। মহাজন-কারিকা, ৮৮। মহাজন-গীতি, ৮৯। মহাভারত, ৯০। মাঠর-শ্রুতি, ৯১। মুকুন্দমালাস্তোত্র (কুলশেখর), ৯২। মুক্তিকোপনিষৎ, ৯৩। মুণ্ডকোপনিষৎ, ৯৪। লঘু-ভাগবতামৃত, ৯৫। শরণাগতি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ৯৬। শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ৯৭। শিক্ষাষ্টক, ৯৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৯৯। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা, ১০১। সর্ব্বসম্বাদিনী, ১০২। সাত্বত-তন্ত্র ১০৩। সাত্বত-পুরাণ, ১০৪। সাত্বত-সংহিতা, ১০৫। সামসংহিতা, ১০৬। সারার্থদর্শিনী-টীকা, ১০৭। সূতসংহিতা, ১০৮। স্কন্দপুরাণ, ১০৯। স্তবমালা, ১১০। 'স্তবমালা বিভূষণ'-ভাষ্য, ১১১। স্তবামৃত-লহরী, ১১২। স্তোত্ররত্ন (যামুনাচার্য্য) ১১৩। স্বরূপ গোস্বামি-কড়চা, ১১৪। হংসগীতা (মহাভারত), ১১৫। হরিনামচিন্তামণি, ১১৬। হরিবংশ, ১১৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা, ১১৮। হরিভক্তিবিলাস, ১১৯। হরিভক্তি-সুধোদয়, ১২০। হারীত-সংহিতা।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ কর্ত্তৃক
২৪৩।২, অপার সার্কুলার রোডস্থ
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত
ও
১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্ত্যর্ঘ্য

পরমারাধ্য-পরমাভীষ্টদেব

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠাকুর

শ্রীশ্রীকরকমলেষু—

পরমার্চ্চনীয় প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্ত্তনাখ্যভক্তি,—ইহা আপনার কৃপায় আমার ন্যায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ আপনি। ভবদাবদগ্ধ জীবকুলকে অনুক্ষণ হরিকথা শান্তি-সলিল-সেচনে সুস্নিগ্ধ করিবার জন্যই এই প্রপঞ্চে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব। আপনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রয়; আপনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বাস্তবসত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ বীর্য্যবতী—দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহিতা। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অবগাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাব-সুলভ বদান্যতাক্রমে যে সকল রত্ন বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী মাত্র আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখ-

বিগলিত হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-শ্রৌতবাণী **শ্রীগৌড়ীয়**-পত্রে প্রবাহিতা। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটী রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বর্দ্ধিত শ্রীমৎসুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ-প্রমুখ সতীর্থগণের সাহায্যে এই 'কণ্ঠহার' রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর, হে গৌড়ীয়বর্য্য, এই 'কণ্ঠহার' আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিব যে, ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই 'কণ্ঠহার' আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি—আপনার বস্তুই আপনার করে 'ভক্ত্যর্ঘ্য'-রূপে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বহুজীবের অবিদ্যা-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটী আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকর-কমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদপঙ্কজান্ত নীরাজন করিয়া গৌড়ীয়গণের কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন করিবে। গৌড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

প্রভো, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক। আপনি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসর
শ্রীগৌরাব্দ, ৪৪০
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী
অযোগ্য-দাসাভাস
শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

শুদ্ধভাগবতবর—

শ্রীমদ্‌অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

ভক্তিগুণাকরেষু—

স্নেহবিগ্রহ,

আপনার গুম্ফিত "কণ্ঠহার" পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিষ্কপট-গৌড়ীয়-শুদ্ধভক্তগুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিজনসেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গৌণী বিদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কে 'ভোগের বস্তু' মনে করেন, তাঁহারাও এই 'হার' কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃতলীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৪০

পতিতপাবন-নিত্যদাস নিরাশীর্নির্ণমক্রিয়

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

সূত্র

ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন—

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।

"গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্যকথা কীর্ত্তন করেন না, 'শাস্ত্র' শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অন্যত্র কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব 'সাধু' বা পূর্ব্ব মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধুগুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীই—শাস্ত্র; 'শাস্ত্রই'—'সাধু', 'শাস্ত্রই'—গুরু', 'সাধুই'—শাস্ত্র' বা 'ভাগবত,' 'গুরুই'—'শাস্ত্র' বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান্ ঐক্যতান। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহযোগে এই 'ঐক্য' আত্মার সেবোন্মুখবৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়। "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার" গ্রন্থে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে"র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচার-সম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্যানুমোদিত শ্রৌত-বিচার।

এই "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার" এইরূপ একটী ঐক্যতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন ও তন্মধ্যে একটী দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটী রচিত। রত্নসমূহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-পর্য্যায়ে গুম্ফিত এবং স্থান-নির্দ্দেশ ও ভাষানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আস্বাদন করুন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম রত্ন

গুরুতত্ত্ব

সদ্‌গুরুগ্রহণ বা শ্রৌতপন্থার আবশ্যকতা—
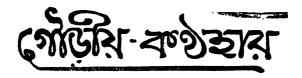
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১ ॥

(মুণ্ডক ১।২।১২)

সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিতজ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন ॥ ১ ॥

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ॥ ২ ॥

(ছাঃ ৬।১৪।২)

আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন ॥ ২ ॥

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ৩ ॥

(কঠ ২।৩।১৪)

স্বয়ংবেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ বলিতেছেন,—হে সাধুগণ! নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসৃতি (সংসার) অতীব তীক্ষ্ণা অর্থাৎ বহুদুঃখকারিণী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌-জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসার-নিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতিযত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর উপায় নাই ॥৩॥

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৫ ॥

(কঠ ১।২।২৩)

এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকটিত করেন ॥ ৫ ॥

জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরাজলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি ॥৬॥

(সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত-বেদান্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন)

মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে লোক যেমন জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্মমরণাদিসংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া শিষ্য উপহার অর্থাৎ সমিধ্ হস্তে বেদ-বেদান্তপারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার অনুগত হন ॥

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥ ৭ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২২।২৪)

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥ ৮ ॥

(চৈঃ চ ২।২০।১১৭)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নকর হইয়া চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥

কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥ ৯ ॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ১০ ॥
(চৈঃ চঃ ২।১৯।১৫১)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১১ ॥
(ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক)

যাঁহার কৃপা, মূককে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ-মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহে মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য ॥ ১২ ॥
(চৈঃ চঃ ২।২৫।২৭০)

সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্য দুর্লভ—

শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ১৩ ॥
(কঠ ১।২।৭)

সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণগোচর হন না, শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারেন না; কারণ, সেই আত্মার শিক্ষিত (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা দুর্ল্লভ. যদিও আবার উপদেষ্টা লভ্য হয়, কিন্তু শ্রোতা অতি দুর্ল্লভ ॥ ১৩ ॥

সদ্‌গুরু—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ ও শান্ত—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১)

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু ॥১৪

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥
সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ ১৫ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫ শ্লোকধৃত বিষ্ণুস্মৃতি-বচন)

অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই ; সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন ॥ ১৫ ॥

তিনিই জগদ্‌গুরু—গোস্বামী—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১৬ ॥
—(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উপদেশামৃত ১ম শ্লোক)

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী ॥ ১৬ ॥

শ্রীগুরু প্রাকৃত জাতিকুলের অন্তর্গত মর্ত্ত্যজীব নহেন—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচোগুরুঃ ॥ ১৭ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্ম-নিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণবই সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরু—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্ ।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥
(পদ্মপুরাণ)

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্র-কুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব ॥ ১৮ ॥

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ১৯ ॥

(চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥
আসল কথা ছাড়ি ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর ॥২০ ॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

সদ্গুরুই সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ২১ ॥

(শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৬ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

'আচার্য্য' কাহাকে বলে ?—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ২২ ॥

(মনু ২।১৪০)

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্রবেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে "আচার্য্য" নামে অভিহিত করেন ॥ ২২ ॥

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

(বায়ুপুরাণ)

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ "আচার্য্য" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

(গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনু-করণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয় ॥ ২৪ ॥

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার ।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য ।

তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥ ২৫ ॥

(চৈঃ চঃ ৩।৪।১০২-১০৩)

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ ২৬ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।২০)

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥ ২৭ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।২১)

শ্রীগুরু শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৮ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময় ॥২৮

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ২৯ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।১)

দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণ, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণ, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব-সকল, এবং শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণ এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ৩০ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৩২)

গুরুতত্ত্ব—দীক্ষাগুরু—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

শিক্ষাগুরু—(ক) চৈত্ত্যগুরু, (খ) মহান্তগুরু—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥ ৩৩ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৪৫ ও ৪৭)

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৩৪ ॥

(চৈঃ চঃ ১।১।৫৮)

নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৩৫ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৬)

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না। যেহেতু, তুমি অপার-কৃপা-বশতঃ দেহধারিজীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি (পার্ষদত্বপ্রাপ্তিলক্ষণা গতি) প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-কৃপা-লাভ—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥ ৩৬ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২২।৪৭)

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা—অভিন্নশ্রীরূপপাদ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ্যানুবাদ (৩৯ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥ ৩৮ ॥

যিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীলরূপগোস্বামী কবে আমাকে স্বীয় চরণসমীপে স্থান প্রদান করিবেন ? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান মনে ।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য,
আর না করিহ মনে আশা ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥ ৩৯ ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীগুরুদেব-কৃষ্ণশক্তি—মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু ।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নমু মনঃ ॥ ৪০ ॥

(শ্রীলদাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা-২য় শ্লোক)

হে মন, বেদে যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত

হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন-শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া ও গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৪০ ॥

শ্রীগুরুদেব—গৌরশক্তি—গৌরপ্রিয়তম—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভো র্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪১॥
(গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ "হরি" বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়সেবাধিকারী সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে ॥ ৪২ ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬)

শাস্ত্রে যে যে স্থলে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন ॥ ৪২ ॥

গুরুব্রুব-নিন্দা—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ ৪৩ ॥
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু "গুরু" নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসারমোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজাগ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে ॥ ৪৩ ॥

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়। ৪৪ ॥

(চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড)

কেবল প্রাকৃত পাণ্ডিত্য থাকিলেই গুরু হওয়া যায় না—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ৪৫ ॥

(ভাঃ ১১।১১।১৮)

শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদতাৎপর্য্যরূপ পর-ব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে ॥ ৪৫ ॥

কুলীন বা বেদাধ্যায়ী অবৈষ্ণব গুরু নহেন—

মহা-কুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৪৬ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না ॥ ৪৬ ॥

পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি ॥ ৪৭ ॥

(বিষ্ণুস্মৃতি)

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন ॥ ৪৭ ॥

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি. শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥ ৪৮ ॥

(পুরাণ-বাক্য)

হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্গুরু দুর্ল্লভ ॥ ৪৮ ॥

অসদ্গুরু পরিত্যাগ করাই বিধি—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥

(মহাভাঃ উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র-গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি ॥ ৪৯ ॥

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্লীয়াদ্ দীক্ষয়া ।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ ॥ ৫০ ॥

(হঃ বিঃ ২।৫)

স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন ॥ ৫০ ॥

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ৫১॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোরনরকে গমন করেন॥ ৫১॥

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু পরিত্যাজ্য—

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়ান্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।" ৫২
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

গুরু, বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্ত' শ্লোক স্মরণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুর বৈষ্ণবতাভাব ও অবৈষ্ণবতা দ্বারা গুরুত্ব থাকিতে পারে না জানিবে। ভক্ত তাদৃশ গুরুকে 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' বচনের বিষয় জানিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন। উক্তলক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্য সেবা করাই পরম শ্রেয়ঃ॥ ৫২॥

অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাজ্য—

পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥ ৫৩
(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে॥ ৫৩॥

পুনরায় সদ্গুরু গ্রহণ আবশ্যক—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥৫৪॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৫৪ ॥

শিষ্যের কর্ত্তব্য কি ?—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ৫৫ ॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী ॥ ৫৫ ॥

গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে সর্ব্বৈব বৃথা—

গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ ॥ ৫৬ ॥
(পদ্মপুরাণ)

যাহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি নারকী ॥ ৫৬ ॥

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৫৭ ॥
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুতে যাহার অসতী মর্ত্ত্য-সাধারণ-বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে ভগবন্মন্ত্রাদি-গ্রহণ মননাদি সকলই হস্তি-স্নানের ন্যায় বৃথা ॥ ৫৭ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৮ ॥

(গীতা ৪।৩৪)

(হে অর্জ্জুন,) তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিবেন ॥ ৫৮ ॥

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥ ৫৯ ॥

(ভাঃ ১১।১২।২৪)

সদ্‌গুরু-উপাসনারূপ ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারে ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মসম্পত্তি লাভ করিবেন এবং পরে সেই সম্পত্তিলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানকুঠারকেও পরিত্যাগ করিয়া পরা ভক্তি লাভ করিবেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-নিত্যানন্দস্বরূপ—

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ৬০ ॥

(চৈঃ ভাঃ ১।১৭।১৫২-৫৩)

নিতাই-পদ-কমল, কোটীচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই-পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, নিতাই-পদ পাশরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর তার চরণদুখানি ॥ ৬১ ॥

(প্রার্থনা—ঠাকুর মহাশয়)

আম্নায় কি ?

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ ॥ ৬২ ॥

(মহাজন-কারিকা)

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যানাম্নী শ্রুতিসকলকে "আম্নায়" বলা যায় ॥ ৬২ ॥

শ্রুতিতে আম্নায়ের উল্লেখ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥৬৩॥

(মুণ্ডক ১।১।১)

বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ব-বিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা—

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥ ৬৪ ॥

(প্রমেয়-রত্নাবলী)

সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসারসাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥

তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবসদাশ্রয়ঃ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেব স্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ॥
তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ॥
সর্ব্বেতে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ॥ ৬৫॥

গুরুপরম্পরা—

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।

নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি ॥
নৃহরি মাধব বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে
শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থনামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়
পরম্পরা জান ভাল মতে ॥
জয়ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম যতি
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী ॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌরমহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর
শ্রীগোস্বামী রূপসনাতন ॥

রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভকতিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদাসেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম ।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ জন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥ ৬৬ ॥

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'গুরুতত্ত্ব' বর্ণননামক প্রথম রত্ন সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় রত্ন

ভাগবত-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

(ভাঃ ১।১।২)

এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি-শ্রীনারায়ণ-কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকী-রূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য, পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তু তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব, ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?১॥

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ২ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৩)

বেদতরুর প্রপক্কফল ও মুক্তকুলের উপাস্য—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩॥

(ভাঃ ১।১।৩)

হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অষ্টি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ-রহিত তরল-পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন ॥৩॥

ভাগবত—কৃষ্ণের অপ্রকটে গ্রন্থরূপি-কৃষ্ণবিগ্রহ দিব্যজ্ঞানালোকবিস্তারী পুরাণসূর্য্য—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৪ ॥

(ভাঃ ১।৩।৪৫)

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চগত-লীলা অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষ-দিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥ ৫ ॥

(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগনিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদ-ব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক

পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয় নাশিনী ভক্তির উদয় হয়॥ ৫ ॥

অমলপুরাণ—পরমহংসগণের প্রিয়—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ৬ ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নির্ম্মল। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্যজ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগসহিত নৈষ্কর্ম্মজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়॥ ৬ ॥

(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য, (৩) গায়ত্রীভাষ্য ও (৪) বেদার্থবিস্তার—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ ৭ ॥
(হঃ ভঃ বি ১০।২৮৩ অঙ্কধৃত গরুড়পুরাণবচন)

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত॥ ৭ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন;
'সত্যং' 'পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥ ৮ ॥
(চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪০)

চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষৎ কহে একমত ॥ ৯ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।৯৬ ৯৮)

যেই সূত্র-কর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ১০ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।৯১)

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ ॥
নিজকৃত সূত্রের নিজভাষ্যস্বরূপ ॥ ১১ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।১৩৬)

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার ॥ ১২ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৬)

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩ ॥

(ভাঃ ১।৩।৪২)

এই গ্রন্থে সর্ব্ববেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৪ ॥

(চৈঃ চঃ ২।৬।১৬৯)

"ব্রহ্মসূত্রার্থ"—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১৫॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৫)

সর্ব্ববেদান্তের সারকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলা যায়। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার কখনও অন্য শাস্ত্রে আসক্তি থাকে না॥ ১৫॥

বেদসার ও অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—

সবে পুরুষার্থ "ভক্তি" ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥ ১৬॥
(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥ ১৭॥
(চৈঃ চঃ ২।২৪।৩১৩)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥ ১৮॥
(চৈঃ ভাঃ ২।২১শ)

ভাগবত—স্বপ্রকাশ নিত্যবস্তু—
মনুষ্য-রচিত প্রাকৃত গ্রন্থ নহে—

আদ্য মধ্য অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥

ভাগবতশাস্ত্রে সেই ভক্তিতত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সভার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥ ১৯॥

(চৈঃ ভাঃ ৩।৩)

ভাগবত—অধোক্ষজ মূর্ত্তবিগ্রহ—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতয়ৌ তৃতীয়তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥ ২০॥

(পদ্ম-পুরাণ)

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-

ময় শাব্দিক অবতার, অপার-সংসার-সাগর পার হইবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ দ্বাদশটী অঙ্গ-স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম ইঁহার নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ ইঁহার একটী ভুজ, সপ্তম ও অষ্টম এই দুইটী ইঁহার দুইটী বাহু। দশম স্কন্ধ ইঁহার প্রফুল্ল মুখপদ্ম-স্বরূপ, একাদশ ইঁহার ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইঁহার মস্তক ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধ ভাগবত—(১) গ্রন্থ-ভাগবত ও (২) ভক্ত-ভাগবত

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনিমাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র ॥ ২১ ॥
(চৈঃ ভাঃ ৩।৩)

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র ॥ ২২ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৯৯)

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ২৩ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।১০০)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥ ২৪ ॥
(চৈঃ চঃ ২।২০।১২২)

ভাগবত-শাস্ত্রের অচিন্ত্যত্ব—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥

'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৫ ॥

(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার ॥ ২৬ ॥

(চৈঃ ভাঃ ২।২১)

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ২৭ ॥

(চৈঃ চঃ ২।২৪।৩১৫ সংখ্যোদ্ধৃত প্রাচীনকৃতশ্লোক)

মহাদেব কহিলেন, আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা হন না ॥ ২৭ ॥

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ২৮ ॥

(চৈঃ চঃ ৩।৫।১৩১)

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ২৯ ॥

(চৈঃ চঃ ৩।১৩।১১৩)

বিপ্র কহে, মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও কৃষ্ণ-দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ৩০ ॥

(চৈঃ চঃ ২।৯।৯৮,১০১)

শ্রীধরস্বামিপ্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্॥ ৩১॥

(চৈঃ চঃ ৩।৭।১২৭ ও ১৩০)

মুঞি, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে॥
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥ ৩২॥

(চৈঃ ভাঃ ২।২১শ)

যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥ ৩৩॥

(চৈঃ ভাঃ ১।২।৬৭-৬৮)

ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥ ৩৪॥

(চৈঃ ভাঃ ১।১।৩৯)

ভাগবত পণ্যদ্রব্য বিশেষ নহেন—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥ ৩৫॥

(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্য কথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোদাসগণ ঐ সকলদ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্যস্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে ॥ ৩৫ ॥

মন্ত্র ও ভাগবত-ব্যবসায় শাস্ত্রবিগর্হিত—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩৬ ॥

(ভাঃ ৭।১৩।৮)

প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৬ ॥

কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ্পশুঘ্নাদ্বিনা ॥ ৩৭ ॥

(ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শনী টীকা)

ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিদ্ ধনাদি-কামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "বিনাপশুঘ্নাৎ" অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে? ৩৭ ॥

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৮ ॥

(ব্রঃ বৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অঃ)

বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচক হরিনাম এবং বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র, "বিপ্র" নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ বিপ্রগণও তাঁহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খ শিষ্যের ভীতি উৎপাদন-করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারেন না ॥ ৩৮ ॥

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

(পদ্মপুরাণ)

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব-ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা 'নামাপরাধ' মাত্র। এইরূপ 'নামাপরাধ' শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥ ৪০॥

(ভাঃ ১২।৭।২৩-২৪)

পুরাণ অষ্টাদশপ্রকার যথা,—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিব-পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ৪০॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণ-বিভাগ—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥ ৪১॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে)

হে শুভদর্শনে! অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, মঙ্গলময়-ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহ-

পুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে 'সাত্ত্বিকপুরাণ' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী 'রাজসিক' এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী 'তামসিক' বলিয়া কথিত হয়। ৪১ ॥

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে ॥ ৪২ ॥

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

'শাস্ত্র' কাহাকে বলে ?

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥ ৪৩ ॥

(মধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবচন)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও 'শাস্ত্র'মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কুবর্ত্ম' বলা যায়। ৪৩ ॥

'পঞ্চরাত্র' কাহাকে বলে ?

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

'রাত্র' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। জ্ঞান—পঞ্চপ্রকার। এই জন্য মনীষিগণ এই গ্রন্থকে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া থাকেন। ৪৪ ॥

এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে ॥ ৪৫ ॥

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মে—৩৪৯ অঃ)

সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবাপন্ন অর্থাৎ একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে একীভূত ঐ শাস্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হয়। ৪৫ ॥

পঞ্চরাত্রের বক্তা—সাক্ষাৎ ভগবান্—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ ॥ ৪৬ ॥

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৫)

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্মমৃত্যু ও জরানাশক পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ৪৬ ॥

নারদপঞ্চরাত্রই-সর্ব্বপঞ্চরাত্র ও শাস্ত্রসার—

দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ ।
জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ ॥ ৪৭ ॥

(ঐ ১।১।৫৯)

শ্রীল নারদমুনি সর্ব্বশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনা-পূর্ব্বক অবশেষে বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ৪৭ ॥

নারদ-পঞ্চরাত্র—সর্ব্ববেদের সার—

সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং পরমাদ্ভুতম্‌।
নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্ল্লভম্‌ ॥ ৪৮ ॥

(ঐ ১।১।৩১)

এই নারদীয় পঞ্চরাত্র সর্ব্ববেদের সার, অতিশয় চমৎকার-গুণ-বিশিষ্ট এবং পুরাণের মধ্যে সুদুর্ল্লভ। ৪৭ ॥

পঞ্চরাত্রের প্রামাণিকতা—

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।
সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥
ন চৈবমেনং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে।
তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
নিঃসংশয়েষু সর্ব্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ।
স সংশয়াদ্ধেতু বলান্নাধ্যবসতি মাধবঃ ॥

অত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্‌ স্বয়মিতি। দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎসর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণ এব পর্য্যবসন্তীত্যাহ সর্ব্বেষ্বিতি। অসুরাংস্তু নিন্দতি ন চৈনমিতি। নিঃসংশয়েষ্বিতি তস্মাৎ ঝটিতি বেদার্থ-প্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেবাধ্যেতব্যমিতি ॥ ৪৯ ॥

(পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ১৮ সংখ্যাধৃত মহাভারতবাক্য)

হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ! ভগবান্ স্বয়ং এই পঞ্চরাত্রের বক্তা। এই সমস্ত জ্ঞান-শাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু-নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা। হে বিশাম্পতে! তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইঁহাকে এই প্রকারে জানিতে পারে না। শাস্ত্রকর্ত্তা-মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে সেই নারায়ণকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্র সংশয়-রহিত, সেই সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন; আর যে সকল শাস্ত্র সংশয়-যুক্ত, হেতু-বল-প্রধান, অর্থাৎ তর্কপ্রধান, সেই সকল শাস্ত্রে মাধব অধিবাস করেন না। "পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্" এই বাক্যে পঞ্চরাত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। "সর্ব্বেষু" এই পদ্যে দৈব-প্রকৃতি-সকল সেই সেই শাস্ত্র অবলোকন দ্বারা পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্য নারায়ণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং "ন চৈনং" এই পদ্যে আসুর-প্রকৃতিকে নিন্দা করা হইয়াছে। "নিঃসংশয়েষু" এই পদে অতি অল্প সময়ে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে হইলে একমাত্র পঞ্চরাত্রই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই সূচিত হইয়াছে। ৪৯॥

ইতি 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে' ভাগবত-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক দ্বিতীয় রত্ন সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

বৈষ্ণব-তত্ত্ব

বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ১ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব' ॥ ১ ॥

পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে বৈষ্ণববিভাগ—

দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু-বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ ॥ ২ ॥

(ভাঃ ৩।১।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)

হরিজনের প্রকারভেদ দুইটি মূলরুচির উপর স্থাপিত। একটি সংক্ষেপে শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদাদি দ্বারা এবং অপরটি বিস্তারিতভাবে শেষ-সংজ্ঞক ভগবান্ হইতে সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারা জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় ত্রিবিধ-বৈষ্ণব—

(১) **অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠ—**

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ ৩ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ড

শঙ্খ, চক্র, প্রভৃতি বিষ্ণুর চিহ্ন-চতুষ্টয়-ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি দ্বারা স্বদেহকে চিহ্নিত করণ এবং তাদৃশ অন্য বৈষ্ণবকে নমস্করণ—এই সকল লক্ষণ দ্বারা 'কনিষ্ঠত্ব' সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

(২) **অর্চ্চনমার্গীয় মধ্যমত্ব—**

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

(ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ— এই পাঁচটীকে 'পঞ্চ-সংস্কার' বলে। এই 'পঞ্চ-সংস্কার' অর্চ্চন-মার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিশ্বাসে মহাভাগবতত্বের হেতু ॥ ৪ ॥

(৩) **অর্চ্চনমার্গীয়-মহাভাগবতত্ব—**

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ (ঐ)

তাপাদি-পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট নবেজ্যাকর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চক-বোধ-যুক্ত ব্রাহ্মণই 'মহাভাগবত' ॥ ৫ ॥

প্রেম-তারতম্যে ভক্তমহত্ত্বের ত্রিবিধ তারতম্য—

(১) **কনিষ্ঠ—**

অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'কনিষ্ঠ' ॥ ৬ ॥

(২) মধ্যম—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি 'মধ্যম'-ভক্ত ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী-আচরণ।
বালিশেতে কৃপা, আর দ্বেষী-উপেক্ষণ ॥
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন ॥ ৮ ॥
(হরিনাম-চিন্তামণি ৪র্থ পরিঃ)

(৩) উত্তম—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৯ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি নিখিল বস্তুকে সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা-শ্রীহরির "বিভূতি" বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম ভাগবত ॥ ৯ ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেবমূর্ত্তি ॥ ১০ ॥
(চৈঃ চঃ, ২।৮।২৭৪)

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১১ ॥

উত্তম ভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন। যিনি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়সমূহ যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না, যিনি এই জড়বিশ্বসমুদায় বিষ্ণুমায়া-রচিত বলিয়া জানেন তিনি 'ভাগবতোত্তম' ॥ ১১ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১২ ॥

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্ব্বদা হরিস্মৃতি দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি 'ভাগবতপ্রধান' ॥১২॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কাম-কর্ম্ম-বীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি 'ভাগবতোত্তম' ॥ ১৩ ॥

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা 'অহং' ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয়পাত্র ॥ ১৪ ॥

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

যাঁহার বিত্তে ও দেহে 'স্ব' ও 'পর' এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনিই 'ভাগবতোত্তম' ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ-

লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ১৬ ॥

হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব বা নিমিষার্দ্ধও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' ॥ ১৬ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-

নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।

হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স

প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচন্দ্রিকাদ্বারা যাহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাঁহার কি আর তাপক্লেশ থাকে? ১৭ ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১৮ ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৮-৫৫)

যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশন হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না। অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে তিনি স্বয়ংরূপে সদা বিরাজ করেন) এবং প্রণয়-রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান ভক্ত ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান-নিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৮)

জ্ঞানবান্, বিষয়-অনাসক্ত ও নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ, ত্রিদণ্ডাদি-

রহিত আশ্রমচিহ্নাদি ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন ॥ ১৯ ॥

চরিতামৃতোক্ত ত্রিবিধ-অধিকারী—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ-জন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥ ২০ ॥

(চৈঃ চঃ, ২।২২।৬৪-৬৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ত্রিবিধ বৈষ্ণব—

(১) বৈষ্ণব—

প্রভু কহে, যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ-নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ২১ ॥

(২) বৈষ্ণবতর— (চৈঃ চঃ, ২।১৫।১০৬)

'কৃষ্ণ-নাম' নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে—'বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ', ভজ তাঁহার চরণে ॥ ২২ ॥

(৩) বৈষ্ণবত্তম— (চৈঃ চঃ, ২।১৬।৭২)

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে 'কৃষ্ণ-নাম'।
তাঁহারে জানিহ তুমি—'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ ২৩ ॥

(চৈঃ চঃ, ২।১৬।৭৪)

বৈষ্ণব কে ?—

দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব'।
জড়ের-প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা 'মায়ার বৈভব'।
কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল 'যাদব'।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া 'রাঘব'।
বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব ॥
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব'।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় 'জড়ের-কৈতব'।

প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব'
—কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা,— 'শূকরের বিষ্ঠা'
তার সহ সম কভু না মানব।

মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে.
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন ভজন',
প্রচারিছে ছলে 'কুযোগী-বৈভব'।
প্রভু-সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেই সব॥

সেই দু'টী কথা, ভুল'না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব'।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত',
কভু না ভাবিহ একাকার সব॥

'কনক-কামিনী' 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী'
—ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই 'অনাসক্ত', সেই 'শুদ্ধ-ভক্ত',
সংসার তথায় পায় পরাভব।

"যথাযোগ্য-ভোগ" নাহি তথা রোগ,
'অনাসক্ত' সেই কি আর কহব।
'আসক্তি-রহিত' 'সম্বন্ধ-সহিত'
বিষয়-সমূহ সকলি 'মাধব'।
সে 'যুক্তবৈরাগ্য', তাহা ত' 'সৌভাগ্য',
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার'
তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'।
'বিষয়-মুমুক্ষু', 'ভোগের বুভুক্ষু'
দুয়ে ত্যজ মন, দুই—'অবৈষ্ণব'।
'কৃষ্ণের সম্বন্ধ', অপ্রাকৃত-স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা, জড়ের সম্ভব।
'মায়াবাদী জন', কৃষ্ণেতর মন,
'মুক্ত' অভিমানে, সে—নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন-আহব।
যে 'ফল্গু-বৈরাগী', কহে, নিজে, 'ত্যাগী'
সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব'।
হরিপদ ছাড়ি', 'নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল 'ফল্গু' সে বৈভব।
রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি' 'ভোগ-অহি'
'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্ত্তন-গৌরব'

'রাধা-নিত্য-জন', তাহা ছাড়ি' মন
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব।
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব।
শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন-নির্জ্জন সম্ভব ॥ ২৪ ॥

(মহাজন-রচিত-গীত

বৈষ্ণবের ২৬টী লক্ষণ—

সেই সব গুণ হয়, বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥

কৃষ্ণৈকশরণত্বই—'স্বরূপ', অবশিষ্ট সবই 'তটস্থ' লক্ষণ—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ২৫ ॥

(চৈঃ চঃ, ২।২২।৭৪-৭৬)

বৈষ্ণব—সমদর্শী—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২৬ ॥

(গীঃ ৫।১৮)

সমদর্শনযুক্ত পুরুষগণই—পণ্ডিত। অক্ষজ বাহ্যদর্শন না থাকায় তাঁহাদের বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালের প্রতি বিষমদর্শনাভাব ॥ ২৬ ॥

মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ২৭ ॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥২৮॥

(ভাঃ ৫।৫।২-৩)

পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত (ভগবন্নিষ্ঠ), অক্রোধী, আমি যে ঈশ্বর—আমার প্রীতিকেই যিনি পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, ভোজনপানাসক্ত ব্যক্তিগণের কথাতে যাঁহার রুচি নাই, পুত্র-কলত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহে যাহার প্রীতি নাই এবং ইহলোকে দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক ধনে যিনি স্পৃহা করেন না, তিনিই 'মহৎ' ॥ ২৭—২৮ ॥

স্বয়ং ভগবান্—ভক্তপরাধীন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥২৯॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০ ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না ॥ ৩০ ॥

বৈষ্ণব—পরমপাবন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩১ ॥
(ভাঃ ১।১৩।১০)

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ংতীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ ॥ ৩১ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥
(ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি-ই বা অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে ? ৩২ ॥

ভক্ত-মাহাত্ম্য—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।

অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধা কলাত্যয়ে ॥ ৩৩ ॥
(ভাঃ ৪।২৪।২৯)

শিব কহিলেন, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন ; আর অধিক পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তি-চক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। যাহা আমি, মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ আধিকারিক কাল অতীত হইলে আমরাও সেই বৈষ্ণব পদ পাইব॥ ৩৩ ॥

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ ॥
অল্প হেন না মানিহ "কৃষ্ণদাস" নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্ ॥
দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার ॥ ৩৪ ॥
(চৈঃ ভাঃ ২।২৩।৪৬৩ ; ৪৬৮-৪৭২)

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ ॥ ৩৫ ॥
(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত শরণাগতি)

বৈষ্ণবদাসের মহত্ত্ব—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎ প্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক ভৃত্য-ভৃত্য,
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ৩৬ ॥
(কুলশেখর—মুকুন্দমালাস্তোত্র। ২৫)

হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।৩৬

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৩৭ ॥

(ভাঃ ১০।১০।৪১)

যেমন সূর্যোদয়ে চক্ষুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেই-রূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩৮ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১১)

জলময় স্থান হইলেই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা বা পাষাণময়ী প্রতিমা হইলেই দেবতা হয় না। গঙ্গা প্রভৃতি জলময় স্থান তীর্থ হইলেও এবং শালগ্রামাদি শীলা দেবতা হইলেও বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন; কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ॥ ৩৮ ॥

বৈষ্ণবপদাশ্রয় ব্যতীত "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন. আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥ ৩৯ ॥

(ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

বৈষ্ণবই একমাত্র পতিতপাবন—

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা' পায় ॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, 'মম বৈষ্ণব—পরাণ' ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি' ॥ ৪০ ॥

(ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

একান্তি-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥ ৪১ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৭ ও ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গরুড়-বচন)

সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ॥ ৪১ ॥

ন ময্যেকান্ত-ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ॥ ৪২ ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত, সমচিত্ত সাধুব্যক্তিগণ প্রকৃতির অতীত পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বিধি ও নিষেধ-জনিত গুণদোষাদি সম্ভব হয় না ॥ ৪২ ॥

বৈষ্ণবের সুদুর্ল্লভত্ব—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ৪৩ ॥

(গীঃ ৭।১৯)

জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে "যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত", অতএব সমস্তই বাসুদেব-ময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪৩ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

(গীঃ ৭।৩)

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন করে। সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হয় ॥ ৪৪ ॥

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে ॥ ৪৫ ॥

(ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষুলোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্ল্লভ ॥ ৪৫ ॥

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব—

তা'র মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি-মুক্ত মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ৪৬ ॥

(চৈঃ চঃ ২।১৯।১৪৪-১৪৮)

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৪৭

(হঃ ভঃ সুধোদয় ১৩।২)

হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল; তোমার মত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেন না, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ ॥ ৪৭ ॥

বৈষ্ণব অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহেন—

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥৪৮

(ভাঃ ৩।৫।৪৫)

বহির্ম্মুখ (অক্ষজ) ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, হে বিপুলকীর্ত্তে ! তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলা-কথা-বিলাস-স্মরণ-কীর্ত্তনাদি-সম্পত্তিদ্বারা পরম কৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না ॥ ৪৮ ॥

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, কুল, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ৪৯ ॥

(চৈঃ ভাঃ ২।৯।২৪০-২৪১)

বৈষ্ণব—পরদুঃখদুঃখী—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ৫০ ॥

(ভাঃ ১০।৮।৪)

হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্য-মঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না ॥ ৫০ ॥

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তাঁ'র ঘর ॥ ৫১ ॥

(চৈঃ চঃ ২।৮।৩৯)

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥ ৫২ ॥

(ভাঃ ৩।৫।৩)

প্রাক্তন-কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্ম-নিরত ও অত্যন্ত ক্লেশ-

তপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্ত-পুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৫২ ॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্ম সচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৫৩ ॥
(ভাঃ ১১।২।৬)

যে ব্যক্তি যেরূপে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ কর্ম্মের অনুগত নহেন। তাঁহারা দীনবৎসল ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণুরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫৪ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৩ ধৃত পাদ্মোত্তর বাক্য)

বৈষ্ণগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। বিষ্ণুর দাস বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্তিভাজন বলেন ॥ ৫৪ ॥

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥ ৫৫ ॥
(চৈঃ ভাঃ ৩।৮।১৭৩-১৭৪)

বহ্নি সূর্য্য ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৫৬ ॥
(ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৯ অঃ)

অগ্নি, সূর্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্ব্বদা তেজোবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণের নিজ কর্ম্মসমূহের ভোগ নাই ও বিচার নাই ॥ ৫৬ ॥

বৈষ্ণবতা জাতি-কুলান্তর্গত নহে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যেতদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৭ ॥

(ভাঃ ৭।৯।১০)

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না ॥

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৫৮ ॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

হে ভগবন্, যাহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাই আর্য্য মধ্যে পরিগণিত ॥ ৫৮ ॥

ন মেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥৫৯॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিলাসে ৯১ শ্লোকধৃতবচন)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার ন্যায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য ॥ ৫৯ ॥

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥ ৬০ ॥

(চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৬-৬৭)

মাতাপিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৬১ ॥

(আলবন্দারুস্তোত্র ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলপ্রভু প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎ পাদযুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎ পাদযুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই শঠকোপের শ্রীচরণ ॥ ৬১ ॥

দ্বাদশ মহাজন—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ ৬২ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২০)

স্বয়ম্ভু নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, প্রহ্লাদ, যম এই দ্বাদশ মহাজন ॥ ৬২ ॥

বৈষ্ণবগণের নাম—

মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ ॥
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥৬৩॥

(লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ডে ২য় সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবৃন্দের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য ; অন্যথা ঘোরতর অপরাধ হয় ॥ ৬৩ ॥

অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠতা—

কাহং রজঃ প্রভব ঈশ ! তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতর কুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ৬৪ ॥

(ভাঃ ৭।৯।২৬)

হে ঈশ ! রজোগুণ-প্রভাবে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণই যাহাতে প্রচুর, সেই অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় আর আপনার অনুকম্পাই বা কোথায় ? ব্রহ্মা, ভব ও রমাদির মস্তকে পদ্মের ন্যায় সকল সন্তাপহারী আপনার যে করপ্রসাদ অর্পিত হয় নাই ; তাহা আজ আমার মস্তকে অর্পিত হইল ॥ ৬৪ ॥

প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—

ন তু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদগৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ

বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোঽপ্যস্মত্তোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ১৭ সংখ্যাধৃত ভাঃ ৭।১০।৫০ শ্লোকের স্বামিটীকা)

শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—প্রহ্লাদের গৃহে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন নাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন নাই। আর ভগবান্ প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান থাকেন নাই। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; এই হেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমরাই (পাণ্ডবেরাই) সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায় ॥ ৬৫ ॥

পাণ্ডবগণ হইতে যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা—

সদাতি সন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥ ৬৬

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ কারিকা ১৮ সংখ্যা)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে অবস্থান করাতে মমতাধিক্য বশতঃ কোন কোন যাদব পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৬ ॥

যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ৬৭ ॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত, আমার প্রিয় ॥ ৬৭ ॥

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮ ॥

(ভাঃ ৩।৪।৩১)

আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন ; যেহেতু ইনি গোস্বামী—বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না ॥ ৬৮ ॥

উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা—

উদ্ধবের প্রার্থনা—

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৬৯ ॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

অহো ! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

লক্ষ্মী হইতেও ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব !
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥ ৭০ ॥

(আদি-পুরাণোক্ত ভগবদ্বাক্য)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন ! ব্রজদেবীগণ মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রী বিগ্রহ—এসকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৭১ ॥

(লঘু ভাঃ উঃ খঃ ৪৫ সংখ্যাধৃত-পাদ্মবাক্য)

শ্রীমতী রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেইরূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই অত্যন্ত বল্লভা ॥৭১॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ ৭২ ॥

(উপদেশামৃত)

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠভক্ত হইতে ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব গোপীমধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন? ৭২ ॥

গৌরভক্ত-মাহাত্ম্য—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ সেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৭৩ ॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণ, বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা, তীর্থপর্য্যটন এবং বেদার্থবিচারে সুনিপুণ হইয়াও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা-ব্যতিরেকে বেদাদিদ্বারা দুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবনাদি স্থান কেহই লাভ করিতে পারে না ॥৭৩॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥৭৬॥

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত ৫)

যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষ লব্ধ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপদ কৈবল্য নরকতুল্য, কামী স্বধর্ম্মনিষ্ঠের ফলস্বরূপ স্বর্গকে মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর খ-পুষ্প, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত-দন্ত কালসর্পসদৃশ, জগৎ কৃষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চপদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবীও কীটপদবীর তুল্য দৃষ্ট হয়, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরের আমরা স্তব করি ॥৭৬॥

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মা-
দ্রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ ॥ ৭৭ ॥

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত ৮৮)

বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবে উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

গৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র ॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তাঁরে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীলা তা'র স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ'—বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ॥ ৭৮ ॥

(প্রার্থনা—শ্রীঠাকুর মহাশয়)

অভক্ত-নিন্দা—

ভক্তিহীনের জাতিবিদ্যা জপ তপঃ সকলই বৃথা—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি-বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥৭৯

(হরিভক্তি-সুধোদয় ৩।১১-১২)

সুচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাহার দুর্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র ॥ ৭৯ ॥

শুদ্ধগৌরভক্তই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

অভক্ত কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী সকলেই বঞ্চিত—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড় মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয় রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৮০ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩২ সংখ্যা)

নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত জড়মতি অর্থাৎ যথার্থ-পরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধিক্, উৎকট তপস্যাকারি-ব্যক্তিগণকে ধিক্, শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যাদি বা যমনিয়মাদি যোগচেষ্টায় প্রধাবিত আরোহবাদিকে ধিক্, "আমিই ব্রহ্ম"—এইরূপ শব্দোচ্চারণকারী মুক্তাভিমানী বৃথা প্রফুল্লানন ব্যক্তিদিগকে ধিক্; ইহারা সকলেই নরাকার পশু, যেহেতু ইহারা ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগের মদে গর্ব্বিত। এই সকল নরপশুগণের জন্য আর কি শোক করিব? হায়! ইহাদিগের কেহই গৌরপাদপদ্ম মকরন্দের লেশও পাইল না ॥ ৮০ ॥

গৌরভক্তি ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞান মূর্খতা—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥৮১॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩৭ সংখ্যা)

যাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে "সাক্ষাৎ ভগবান্" বলিয়া উপলব্ধি না করেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই চৈতন্যশূন্য সংসারে অর্থাৎ হরিবিমুখতার রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

গৌরপ্রিয় জনের কৃপা ব্যতীত বহির্ম্মুখতা বিদূরিত হওয়া অসম্ভব—

তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥ ৮২ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯ সংখ্যা)

যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনের দর্শন-লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-বাদীর ব্রহ্ম-বিচার ও মুক্তিমার্গ 'তিক্ত' বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোক-মর্য্যাদা বা বেদমর্য্যাদার বিশৃঙ্খলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, আর সেই পর্য্যন্তই বিচিত্র বহির্ম্মুখ-মার্গে পতিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানিদিগের পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী ॥ ৮২ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'বৈষ্ণব-তত্ত্ব' বর্ণননামক তৃতীয় রত্ন সমাপ্ত ॥

চতুর্থ রত্ন

গৌর-তত্ত্ব

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২)

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্ত-পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই ॥ ১ ॥

শ্রুত্যুক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ২ ॥

(মুণ্ডক ৩।৩)

যে কালে হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরাবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যগ্‌-রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করেন ॥ ২ ॥

ভাগবত-প্রমাণ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ,অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যা'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥
দেহকান্ত্যা হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
'অকৃষ্ণ'-বরণে কহে, পীত-বরণ ॥ ৪ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।৫৩ ও ৫৬)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারা করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারিবর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি' 'কৃষ্ণ' করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৬ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৩০)

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্ ॥ ৭ ॥

(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে

বিনাশ কর ; হে মহাপুরুষ ! কলিকালে যুগাঙ্করূত্ত নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্ন-ভাবে প্রচার করিবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না॥ ৭ ॥

ভারত-প্রমাণ--

স্বুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

(মহাভাঃ দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ)

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মাল্য শোভিত ; এই চারিটী গৃহস্থ-লীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্যা-লোচনারূপ সমগুণবিশিষ্ট,হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপনিষ্ঠ, কেবলা-দ্বৈতবাদী, অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ ॥ ৮ ॥

পুরাণ-প্রমাণ—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৯ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।৮২ ধৃত উপপুরাণবচনম্)

হে ব্রহ্মন্ ! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক, পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব ॥ ৯ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥

(আদিপুরাণ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার এই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি ॥ ১০ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত প্রমাণ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১১ ॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক)

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি॥ ১১

অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি—

শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর ভিতরে ।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥ ১২ ॥
(চৈঃ ভাঃ ৩।৩।২৮)

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা ।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা ॥
সেইত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী ।
সকল সম্ভবে তাঁ'তে যাঁ'তে অবতারী ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি ।
কেহো কোন মত কহে যেমন যা'র মতি ॥ ১৩ ॥
(চৈঃ চঃ ১।২।১০৯-১১২)

অধোক্ষজতত্ত্ব অক্ষজবাদীর অগম্য—

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ ।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ১৪ ॥
(চৈঃ চঃ ১।৩।৮৩-৮৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব—

সকল বৈষ্ণব শুন করি' একমন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৩১-৩২)

শ্রীগৌরসুন্দরই পরতত্ত্ব—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ১৬ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৩)

উপনিষদ্‌গণ যাহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গ-কান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব, কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই ॥ ১৬ ॥

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ ১৭ ॥
(চৈঃ চঃ ১।১২।১৬)

মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥১৮॥
(চৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১০১)

যিনি সৌন্দর্য্যে কোটী কন্দর্পতুল্য, যিনি কোটী চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দজনক, স্নেহে যিনি কোটী মাতৃসদৃশ, যিনি কোটী কল্পবৃক্ষসম বদান্য এবং কোটী সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাববিশিষ্ট, সেই অমৃতের ন্যায় মধুর ও কোটী কোটী অদ্ভুত প্রণয়রসের প্রদর্শক শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥১৮॥

একটী শ্লোকে মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ১৯ ॥
(চৈঃ চঃ ধৃত রূপগোস্বামিবাক্য)

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার। (এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ, ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্যই তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ গৌর, মহাবদান্যতাই তাঁহার গুণ এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই তাঁহার লীলা) ॥ ১৯ ॥

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক—

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥ ২০॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।৭৬-৭৭)

প্রেম-প্রদাতা—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥ ২১॥

(চৈঃ চঃ ১।৭।২৫-২৬)

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥ ২২॥

(চৈঃ চঃ ১।৭।২৩-২৪)

বঞ্চিত কাহারা?

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥ ২৩॥

(চৈঃ চঃ ১।৭।২৯-৩০)

চৈতন্যকৃপাপাত্র পুরুষই শুদ্ধসিদ্ধান্ত জানিতে সমর্থ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ২৪ ॥

(চৈঃ চঃ ১।২।১)

নানা মতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥২৪॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ২৫ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৪।২৩৩-২৩৫)

মহাপ্রভুর প্রচার-লীলা—

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস ॥
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥

(চৈঃ চঃ ৩।৫।৮৪-৮৭)

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটী সূর্য্যচন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান॥
সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমো সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার॥

(চৈঃ চঃ ১।১।৮৫-৯৯)

মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার-লীলা—

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগ কটিসূত্রোজ্জ্বল করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল খেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতিপদম্॥ ২৮॥

(স্তবমালা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টক ৫ম শ্লোক)

দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে, উচ্চারিত নামসংখ্যা

গণনার নিমিত্ত গ্রন্থিশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত কটিসূত্রে যাঁহার বাম-কর শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুলম্বিত-ভুজ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ? ২৮ ॥

গৌরাবতারের মুখ্য ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন—

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁ'র কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে ।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ২৯ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৪।৩৭-৪১)

চৈতন্য-সিংহ—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ।
কল্মষ দ্বিরদনাশ যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩০ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৩।৩০-৩১)

অবতারের বাহ্যকারণ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৩১ ॥

(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক)

সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৩১ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন ; গুহ্য কারণ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৩২ ॥

(চৈঃ চঃ ১।১।৬ ধৃত স্বরূপগোস্বামিকড়চা)

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয় পূরণ,
গৌণরূপে নাম-প্রেমপ্রচার—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্য-অবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ৩৩ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৪।২২০)

গৌরলীলা নিত্য—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ ৩৪ ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ)

আসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিই চৈতন্য-বিদ্বেষী—

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তা'রে অসুরে গণন ॥ ৩৫ ॥

(চৈঃ চঃ ১।৮।৮, ৯, ১২)

গৌরাঙ্গ নাগর নহেন—

এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন স্তব নাহি বলে ॥

(চৈঃ ভাঃ ১।১৫।২৮-৩০)

যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ-জনে ॥ ৩৬ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ১৫।৩১) ॥

চৈতন্যনিত্যানন্দের কৃপার বিশেষত্ব—

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ' সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার।
তাঁ'রে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩৭ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮।৩১-৩২)

বঞ্চিত জীবের দুর্ভাগ্য—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এ' বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তা'র নাহিক নিস্তার ॥ ৩৮ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৫২-২৫৩)

অবতার-সার, গোরা-অবতার,
কেন না ভজিলি তা'রে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি,
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম-কল্পতরু, (শ্রী) গৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥

সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি,
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি,
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি,
শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি,
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, (শ্রী) গৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি,
খাইলি আপন মাথা ॥ ৩৯ ॥

(মহাজন-গীতি)

নাম ও অর্চ্চারূপে মহাপ্রভুর আর দুই অবতার—

আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥
মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি মাতা, তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা, নামের জননী।
এই দুই জন্ম মোর সংকীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহুঁ অবিলম্বে ॥ ৪০ ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত কি ?—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥৪১॥

(শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই ॥ ৪১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'গৌরতত্ত্ব'-বর্ণন-নামক চতুর্থরত্ন সমাপ্ত।

পঞ্চম রত্ন

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬)

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ্ভ-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী
গর্ভ্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৪।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭-১১)

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ-বিষ্ণু যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন ॥ ২ ॥

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ৩ ॥

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়স্বরূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

পঞ্চম রঙ্গ

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬)

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ্ত-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৪॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭-১১)

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ-বিষ্ণু যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন ॥ ২ ॥

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ৩ ॥

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়স্বরূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

বলদেবই মুল-সঙ্কর্ষণ—

শ্রীবলরাম-গোসাঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥ ৭॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮-৯)

বলদেবাভিন্ন-নিত্যানন্দপ্রভুর লীলা—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥ ৮॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৪৮)

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মাল্‌সাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥ ৯॥

(গীতাবলী ৮নং কীর্ত্তন)

শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রস-প্রান্ত ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১০ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০০-২০৪

পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার ॥ ১১ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫-২০৯)

অনর্থমুক্তি ও ভক্তিলাভেচ্ছায় নিতাইর কৃপাই সম্বল—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥ ১২ ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭)

নিতাই—শ্রীচৈতন্যের প্রচারক—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশো বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥ ১৩॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২১৭-২১৮)

গৌরদাস্যে পাগল নিতাই—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥ ১৪॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৪৭)

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা-মাত্র—

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হ'বে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমার প্রমাণ॥

গৌর ব্যতীত নিতাই, নিতাই ব্যতীত গৌরে ছল-বিশ্বাস—ভক্তিবিরোধমাত্র—

কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥ ১৫॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'নিত্যানন্দ-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক পঞ্চম রত্ন সমাপ্ত।

ষষ্ঠ রত্ন

অদ্বৈত-তত্ত্ব

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।১২-১৩

যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ; ঈশ্বর—অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার—অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১-২ ॥

কারণার্ণবশায়ী—নিমিত্ত এবং অদ্বৈত প্রভু—উপাদান-কারণ

কারণার্ণবশায়ী—প্রকৃতি-অন্তর্যামী ; অদ্বৈতপ্রভু—জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা—

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥
'নিমিত্তাংশে' করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ৩ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।১৬-১৭)

অদ্বৈতই সদাশিব—

ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৪ ॥

(গৌরগণোদ্দেশ ১১শ সংখ্যা)

যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ॥ ৪ ॥

'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা—

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত-গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ৫ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৫)

'আচার্য্য'-নামের সার্থকতা—

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ৬ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৬)

অদ্বৈতাবতারে কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই কার্য্য—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ৭ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৭)

মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর আপনাকে গৌরদাস-জ্ঞান—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ-ঈশ্বর।
প্রভু, গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥ ৮ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৭)

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—বিষয়-জাতীয় সেবক—

এক 'মহাপ্রভু', আর 'প্রভু'—দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ৯ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)

অদ্বৈতশাখিগণ দ্বিবিধ—সারগ্রাহী ও ভারবাহী—

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১০ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১)

অদ্বৈতের অনুগত জন দুই প্রকার,—'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'; তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে গৌরভক্তি,
অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌর-বিরোধ—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার ॥ ১১ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০)

অসার-অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌর-বিরোধ ও
গৌরকৃপামৃতাভাবে ধ্বংস—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব-কারণ ॥

স্বজাইলা, জীয়াইলা, তাঁ'রে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল, তা'রে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তা'রে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ-শাখা শুখাইয়া মরে ॥ ১২ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৬৭-৬৯)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'অদ্বৈত-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক ষষ্ঠ রত্ন সমাপ্ত।

সপ্তম রত্ন

কৃষ্ণ-তত্ত্ব

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১ ॥

(ভাঃ ১।২।১১)

যাহা—অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-বিচার—

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'ভগবান্'—তিন তাঁ'র রূপ ॥ ২ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৫)

অদ্বয়-জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি—অসম্যক্ ও পরমাত্ম-প্রতীতি—আংশিক—

ভক্তি-যোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।
জ্ঞানযোগ-মার্গে তাঁ'রে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁ'রে করে অনুভব ॥ ৩ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৬)

ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি ; শ্রুতিপ্রমাণ—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৪ ॥

(কঠঃ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪)

সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরমব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ৫ ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥ ৬

(ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬শ মন্ত্র)

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্, সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্, আপনি ভক্তপোষক, আপনি জ্ঞানময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, আপনি বেদোপদেশ-দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন ; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতম-রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু

আপনি পূর্ণপুরুষ এবং জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭ ॥

(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৪০)

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য-দ্বারা পৃথক্কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

গীতার সিদ্ধান্ত—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ৮ ॥

(গীঃ ১৪।২৭)

নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্ব আমি-ই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদায়ই এই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।

একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৯॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোকঃ)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে "ব্রহ্ম"-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী-'পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রদ্যুম্নরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজ-অংশ অবতারগণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার-সমূহের প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণ-নামক একটী মুখ্যরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন , সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম তাঁ'র অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে ।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১০ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৯)

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ-কিরণ-মণ্ডল ।
উপনিষৎ কহে তাঁ'রে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ১১ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১২)

ভগবান্ নির্ব্বিশেষ-গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া 'নিত্য সবিশেষ'—

তাঁ'রে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি ।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১২ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪০)

"ব্যষ্টিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্" ॥ ১৩ ॥

(ভগবৎসন্দর্ভ ৮)

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

পরমাত্ম-বিচার—

যোগিগণের আরাধ্য সর্ব্বান্তর্যামী অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৪ ॥

(গীঃ ১৮।৬১)

সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন ॥ ১৪ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৫ ॥

(গীঃ ১০।৪২)

অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন, (সংক্ষেপে এই)—আমার প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। তাহার এক এক প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ॥ ১৫ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

(গীঃ ৯।১০)

আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত

হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতি-ই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৬ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ১৭ ॥
(গীঃ ৯।২৪)

আমি-ই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে উপাসনা করে, তাহাদিগকে-ই প্রতীকোপাসক বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নহে, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা-বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয় ॥ ১৭ ॥

পরমাত্মা কৃষ্ণের একাংশ—

পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৯ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬১)

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৯ ॥
(ভাঃ ২।২।৮)

কোনও কোনও যোগী পুরুষ স্ব-স্ব-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

পরতত্ত্ব-বিচার—

পরতত্ত্ব-ভগবানই সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী-শক্তির শক্তিমৎ-তত্ত্ব—অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত-পুরুষ—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥ ২০ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)

সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয় সাহায্যে কোন কার্য্য নাই ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরাশক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী-শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা ॥ ২০ ॥

বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১ ॥

(১।২২।২০ ঋক্)

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন ॥ ২১ ॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁ'র হয় অবস্থান ॥ ২২ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭)

কৃষ্ণইস্বরাট্ পুরুষ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৩ ॥

(ভাঃ ১।১।১)

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ-কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ ও মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কপটতার অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্য-স্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য-তত্ত্ব—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ২৪ ॥

(গীঃ ১৫।১৫)

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত-বিৎ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ-ভগবান্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি ॥ ২৫ ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ ॥২৬

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥ ২৭ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

ভগবচ্ছব্দের সংজ্ঞা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ ২৮ ॥
(বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত, তিনিই ভগবান্॥ ২৮ ॥

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ২৯ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮)

কৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বভোক্তা স্বরাট্ পুরুষ—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব—শুদ্ধ-সখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥
তিঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো—সর্ব্বদেব-অবতংস ॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে, শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
পিতামাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁ'র সেবকানুচর ॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁ'র দাস ॥
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৩০ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৪-৮৩)

কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ববভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥

(স্কন্দপুরাণ)

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশ্বরি! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৩২ ॥

(১০।১—ভাবার্থ-দীপিকা)

দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি ॥৩২॥

কৃষ্ণই মূলপুরুষ—

অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস ॥
কৃষ্ণ—এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ।
পরম-ঈশ্বর-কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৩৩ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৭০,৯৪,১০৬)

কৃষ্ণ ও নারায়ণ তত্ত্বতঃ 'এক' হইলেও রসগত-বিচারে কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠতা—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ২।৩২ শ্লোক)

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইরূপে-ই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ, নারায়ণ—কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাসবিগ্রহ—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ-
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩৫ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্মা গোবৎসহরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ ? নর জাত জল শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন' তিনি-ই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-

স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহ-ই মায়ার অধীন নন, তাঁহারা মায়াধীশ—মায়াতীত পরম সত্য ॥ ৩৫ ॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্ত্বনু মহঃ ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদ-কান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

(দশ-মূলশিক্ষা)

ব্রহ্ম শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তি মাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ বৈভবমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদেবতা সকলেই কৃষ্ণের অধীন-তত্ত্ব—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

(ভাঃ ১।১৮।২১)

যাহার পদনখর-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে 'ভগবৎ' শব্দবাচ্য হইতে পারেন ? ৩৭ ॥

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।

ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিস্‌সৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৮ ॥

(ভাঃ ৩।২৮।২২)

যে চরণপ্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে ॥ ৩৮ ॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৩৯ ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১)

ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, সামবেদীয় অঙ্গ, পদ-ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহারা গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

অসংখ্যব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥
দশ-বিশ-শত-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন ॥

* * *

আসি' সব ব্রহ্মা, কৃষ্ণ-পাদ পীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে॥

* * *

পাদ-পীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদ-পীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড় হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন,—
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি'।—
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি'॥ ৪০॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২১।৬৬-৭৪)

কৃষ্ণের অংশাংশ দ্বারাই সৃষ্টি- স্থিতি-ক্রিয়া সাধিত হয়—

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ ৪১॥

(ভাঃ ১০।৮৫।৩১)

যাঁহার অংশাংশের অংশ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যাদি হইয়া থাকে, আমি সেই বিশ্বাত্মা আদিপুরুষের শরণাগত হই॥ ৪১॥

দ্বিভুজ-মুরলীধর বৃন্দাবনচন্দ্র গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥ ৪২॥

(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না অর্থাৎ প্রকটলীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিলেও অপ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন ॥ ৪২ ॥

দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥ ৪৩ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ১৬৫ সংখ্যা-ধৃত যামল-বচন)

এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কোন কালে চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—

কৃষ্ণের-স্বরূপ বিচার, শুন, সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ—'পর'নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁ'র গোলোক—নিত্যধাম ॥ ৪৪ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২-১৫৩,১৫৫)

বেদে লীলা-পুরুষোত্তম গোপেন্দ্র-নন্দনের কথা—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ ॥ ৪৫ ॥

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই ; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন ; তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথগ্‌বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণই মূল বস্তু, কৃষ্ণসেবাতেই নিখিল বস্তুর তৃপ্তি—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪৬ ॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথগ্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল-সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অন্নলেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না), সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না) ॥ ৪৬ ॥

বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া অধীনতত্ত্ব ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার প্রতিও দ্বেষ করা উচিত নহে—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥ ৪৭ ॥
(পদ্ম-পুরাণ)

সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বদা আরাধ্য। ব্রহ্ম রুদ্রাদি অন্য দেবতাকেও কখন অবজ্ঞা করিবে না ॥ ৪৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
(গীঃ ১০।৮)

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ—

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ৫৬ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৪)

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব।
(ক) প্রাভব-বিলাসে—মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে আদি-চতুর্ব্যূহের চারি মূর্ত্তি—

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥৫৭ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৬)

তন্মধ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী ; বর্ণবেশাদিভেদই বিলাস-হেতু—

ব্রজে গোপ-ভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তা'তে 'বিলাস' তাঁ'র নাম ॥ ৫৮ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৭)

বৈভব-প্রকাশরূপে ও প্রাভব-বিলাস (আদি চতুর্ব্যূহ)-রূপে ভাব-ভেদে একই বলরাম—

বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ৫৯ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৮)

প্রাভব-বিলাস আদি চতুর্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভব-বিলাসগণের কারণ—

আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ৬০ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৮৯)

তাঁহারাই পুরের (মথুরা ও দ্বারকা-ধামের) অধীশ্বর—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ৬১ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯০)

(২) আদিচতুর্ব্যূহ হইতে নাম ও অস্ত্রবৈচিত্র্যে চব্বিশটী মূর্ত্তি—"বৈভব-বিলাস"—

এই চারি হইতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভব-বিলাস ॥ ৬২ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯১)

(ক) পুর হইতে আদি-চতুর্ব্যূহ সহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সহ নারায়ণরূপে বিলাস-বিগ্রহ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥
তাহা হইতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁ'র বাস ॥ ৬৩ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯২-১৯৩)

(খ) দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের তিন মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ-বিগ্রহ—১২ মাসের ও ১২টী তিলকের ১২ মূর্ত্তি দেবতা—

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ৬৪ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯৪)

অংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-চালক (২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার—

সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক—দুই ভেদ তাঁ'র।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার॥ ৬৫ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৪)

ছয় প্রকার অবতার—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥ ৬৬ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-৪৬)

'স্বয়ং ভগবান্' কাহাকে বলে?—

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
"স্বয়ং ভগবান্"—শব্দের তাহাতেই সত্তা॥ ৬৭ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮)

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণই অবতারী—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ॥ ৬৮ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০)

অবতার ও অবতারী অভিন্ন—

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধকল্কিরহমিতি ॥ ৬৯ ॥

(চতুর্ব্বেদ-শিখা)

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম ; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ ॥ ৬৯ ॥

সকলেই চিচ্ছক্তিমান্ মহেশ্বর—

নৈবেতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষহ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি ॥ ৭০ ॥

(চতুর্ব্বেদ-শিখা)

এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না, বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

অবতার-কাল ও প্রয়োজন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭১ ॥

(গীঃ ৪।৭)

হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই ॥ ৭১ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৭২ ॥

(গীঃ ৪।৮)

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-চালক (২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার—

সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক—দুই ভেদ তাঁ'র।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার॥ ৬৫ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৪)

ছয় প্রকার অবতার—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥ ৬৬ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৫-৪৬)

'স্বয়ং ভগবান্‌' কাহাকে বলে ?—

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
"স্বয়ং ভগবান্‌"—শব্দের তাহাতেই সত্তা॥ ৬৭ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮)

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণই অবতারী—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ॥ ৬৮ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০)

অবতার ও অবতারী অভিন্ন—

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধকল্কিরহমিতি ॥ ৬৯ ॥

(চতুর্ব্বেদ-শিখা)

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম ; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ ॥ ৬৯ ॥

সকলেই চিচ্ছক্তিমান্ মহেশ্বর—

নৈতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষহ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দ ইতি ॥ ৭০ ॥

(চতুর্ব্বেদ-শিখা)

এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না, বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

অবতার-কাল ও প্রয়োজন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭১ ॥

(গীঃ ৪।৭)

হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই ॥ ৭১ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৭২ ॥

(গীঃ ৪।৮)

আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন-জন্য প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৭২ ॥

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ, স্বয়ং কৃষ্ণের তাহা নহে।

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণকালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণুর মিলন—

দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণু দ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালন লীলা—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥ ৭৩ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮-১০,১৩)

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৭৪ ॥

(ভাঃ ১।৩।২৬)

সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ অক্ষয়সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ

বিশুদ্ধসত্ত্বময়, চিদানন্দসমুদ্র ভগবান্ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন ॥৭৪॥

(ক) সর্ব্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—

(১) কারণার্ণবশায়ী, (২) গর্ভোদকশায়ী, (৩) ক্ষীরোদকশায়ী—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥

(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ৫ম অঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রবচন)

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—কারণাব্ধি-শায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয়—গর্ভোদকশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ; তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ; ইনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এই পুরুষাবতারত্রয় প্রকৃতির ভর্ত্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষাভিমানে মূর্ত্তিমতী-প্রকৃতি-স্ত্রীর সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। তৎকালেই তিনি ভোগপর-জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার সুযোগলাভ করেন ॥৭৫॥

প্রপঞ্চাতীত-ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রাকট্য বা অবতরণই 'অবতার'—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ ৭৬ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬৩-২৬৪)

(১) সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজবপনকারী আদিপুরুষাবতার।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক-সিসৃক্ষয়া ॥ ৭৭ ॥

(ভাঃ ১।৩।১)

ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ পদার্থ যাঁহাতে অংশরূপে বর্ত্তমান, সেই কারণার্ণবশায়ি নামক আদ্য-পুরুষাবতার লীলা প্রকট করেন ॥ ৭৭ ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৭৮

(ভাঃ ২।৬।৪২)

প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ পরব্যোমাধিপতি ভগবানের প্রথম অবতার। কালস্বভাবাদি তাঁহার কর্ম্ম ; কার্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, সমষ্টিশরীররূপ পাতালাদি, সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, স্থাবরজঙ্গমরূপ ব্যষ্টিশরীর—এই সকল পরমেশ্বর-সম্বন্ধিবস্তু ॥৭৮॥

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭৯ ॥

(ব্রঃ সং ৫।৪৮)

ব্রহ্মাণ্ড-নাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া

তাঁহার নিশ্বাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ বা কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭৯ ॥

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৮০ ॥
(ব্রঃ সং ৫।২)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধাম গোকুল। তাহা অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত। সেই গোকুল চিন্ময়-সহস্র-পত্রবিশিষ্ট কমলের ন্যায়। তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাস-স্থান ॥ ৮০ ॥

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অপ্রাকৃত-স্বরূপ—

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ৮১ ॥
(ভাঃ ১।৩।৩)

কারণোদশায়ী শ্রীহরি হইতে তাঁহার পাতাল প্রভৃতি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোক-বিস্তারকারী বিরাট্ রূপ-প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ শ্রীহরির রজস্তমোহীন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ ॥ ৮১ ॥

(২) প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী—ইনিই ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত সমষ্টিবিষ্ণু—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতার ও মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহাদি লীলাবতারের মূল। হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী এই গর্ভোদকশায়ীই ঋক্ সূক্তের স্তবনীয় মায়াধীশ-তত্ত্ব—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁ'র 'গুণাবতার' ৺
স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥

হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥ ৮২ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৯১-২৯২)

(৩) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বা গুণাবতার-বিষ্ণু। তিনিই সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক—

বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী, তিঁহো পালন-কর্ত্তা, স্বামী ॥ ৮৩ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৯৫)

ত্রিবিধ গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ; রজোগুণে ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজ-ব্রহ্মত্ব, কখনও তদভাবে গর্ভোদশায়ীরই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মত্ব—

ভক্তিমিশ্রকৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁ'র মন ॥
গর্ভোদকশায়িদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশত্বে উপমা— আতস-কাচ ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড-বিধান-কর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮৫ ॥

(ব্রঃ সং ৫।৪৯

সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন,সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয়শক্তি আধানপূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৫ ॥

তমোগুণে রুদ্র ; মায়াসঙ্গিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রতত্ত্ব—

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি'।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি' ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ঈশ্বর-কোটি হইয়াও রুদ্র মায়াসঙ্গ-বিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব—

মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ৮৭ ॥

রুদ্রের ভেদাভেদ-প্রকাশত্বের উপমা—দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হইতে নারে ॥ ৮৮ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭-৩০৯)

ব্রহ্মসংহিতায় সমর্থন-বাক্য—

ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮৯ ॥

(ব্রঃ সং ৫।৪৫)

অম্লাদি বিকারসংযোগে দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং দুগ্ধ হইতে দধির পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলেও দধি যেমন দুগ্ধ-

পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না, সেইরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সংহারকার্য্যের জন্য তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শম্ভু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ভিন্ন একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন ; আবার শম্ভুও বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত বিষ্ণু-অংশী আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ৮৯ ॥

রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য—

শিব—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু—পরমেশ ॥৯০॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১১)

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্ব্বদা গুণ-মায়া-মিলিত—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৯১॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৩)

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন ;—(হে মহারাজ,) বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব ॥ ৯১ ॥

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৫)

(শ্রীশুকদেব পুনরায় বলিতেছেন, হে রাজন্,) প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ হরি। তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদেষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয় ॥ ৯২ ॥

সত্ত্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত, তা'তে গুণ-মায়া-পার ॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণ-সম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৯৩ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৪-৩১৫)

দীপের দৃষ্টান্ত—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯৪ ॥

(ব্রঃ সং ৫।৪৬)

আমরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। দীপরশ্মি যেরূপ পৃথগ্ বর্ত্তিগত হইয়া পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানভাবে আলোক প্রদান করে, কেননা আলোক প্রদানাদি ধর্ম্ম উভয়েরই সমান, সেইরূপ গোবিন্দ পালনাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণাবতার বিষ্ণু-রূপে প্রকটিত হইলেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদির ন্যায় তাঁহার (বিষ্ণুর) সহিত স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দের কোন ভেদ থাকে না অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বাংশে উভয়েই সমান ॥ ৯৪ ॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের স্বরূপ ; ব্রহ্মা ও শিব বশ্যতত্ত্ব ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি ; বিষ্ণু—ঈশতত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি—

ব্রহ্মা, শিব,—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৯৫ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৭)

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৯৬ ॥

(ভাঃ ২।৬।৩২)

ব্রহ্মা বলিতেছেন ;—হরির নিয়োগমতে আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, ত্রিগুণমায়াশক্তিধর (অথবা অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিধর) সেই হরি পরমাত্মরূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ৯৬ ॥

ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলা অপ্রাকৃত ও নিত্য—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯৭ ॥

(গীঃ ৪।৯)

হে অর্জ্জুন ! আমি অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি দ্বারা যে, দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করি, তাহা (পূর্ব্বোক্ত) তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৯৭

কৃষ্ণের নিত্যলীলা বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ৯৮ ॥

(১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)— তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে গাভীসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহ বিধিরূপা ভক্তেচ্ছা বর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে। (শুভাবহ বিধিরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ কামধেনু সকল) ॥ ৯৮ ॥

'অপাণিপাদঃ' অর্থে প্রাকৃত-হস্তপদাদি-রহিত অপ্রাকৃত-দেহবান্—

"অপাণিপাদঃ" শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥ ৯৯ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৫০)

অবিচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রভাবেই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ১০০ ॥

(গীঃ ৪।৬)

আমি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং অব্যয় স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বস্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হই ॥ ১০০ ॥

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধির অগম্য—

অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১০১ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯৫)

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০২ ॥

(মঃ ভাঃ ভীঃ পর্ব্ব ৫।২২)

যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত ॥ ১০২ ॥

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ॥ ১০৩ ॥

(ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)

ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নাম তর্ক। এই অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা কি, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না ॥ ১০৩ ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০৪ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে দেব, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমার বিষয় জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ॥ ১০৪ ॥

অনুমান-প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥ ১০৫ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮২)

পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে ॥ ১০৬ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৮৭)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১০৭ ॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৫ শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন; কিন্তু রাজস ও তামসভাব-বিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০৭ ॥

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগূহ্যমাণং।
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥১০৮॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৬ শ্লোক)

হে ভগবন্! দেশ, কাল ও চিন্তা এই তিনটী সীমাদ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবল দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর। কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ॥ ১০৮ ॥

শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃতবস্তু—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥১০৯॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)

নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একতত্ত্ব, সকলই সচ্চিদানন্দস্বরূপ—শ্রীবিগ্রহের দেহ দেহীতে ভেদ নাই—

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ' ॥

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম' 'দেহ' 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১১০ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১,১৩২,১৩৪)

মূঢ়ব্যক্তিগণই নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপকে অনাদর করে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥ ১১১ ॥

(গীঃ ৯।১১)

মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া আদর করে না। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না ॥ ১১১ ॥

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁ'রে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ংভগবান্।
তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তা'র এই গতি ॥
আর এক করিয়াছ' পরম-প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ ১১২ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।১১৮-১২২)

শ্রীঅর্চ্চাবতার অষ্টবিধ রূপভেদে প্রপঞ্চে প্রকটিত—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১১৩ ॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আটপ্রকার ; যথা—(১) শিলাময়ী. (২) কাষ্ঠ-ময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃণ্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী ॥ ১১৩ ॥

ইতি "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" "কৃষ্ণতত্ত্ব" বর্ণন-নামক সপ্তম রত্ন সমাপ্ত।

অষ্টম রত্ন

শক্তি-তত্ত্ব

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব—

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ ॥ ১ ॥

(ভাঃ ১।১৮।১৯)

সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—(হে ঋষিগণ), যিনি মহত্তমগণের একান্ত পরমাশ্রয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে, নীচকুলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব! যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত, যাঁহার গুণ প্রতি মহদ্ বস্তুতেই আছে, সুতরাং লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনকারীর যে নীচ-জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত মনোবেদনা অপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ১ ॥

অনন্তশক্তি মধ্যে তিনশক্তি প্রধান—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরা শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা ॥ ২ ॥

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ৩ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫২-২৫৭)

ত্রিবিধশক্তির পরিচয়—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥ ৪ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৫১-১৫২)

সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ ৫ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৯,১১১)

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৬ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ১।৩)

ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানে নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা ও আত্মভূতা চিচ্ছক্তিকে নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব। তিনি কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি নিখিল-কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬ ॥

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৭ ॥

(গীঃ ৪।৬)

আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা স্ব স্বরূপে জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই ॥ ৭ ॥

জীবশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ ॥ ৮ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ১।১৬)

তিনি (ভগবান্) বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি। তিনি জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি প্রধান অর্থাৎ জড়, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব-শক্তির অধীশ্বর ও গুণেশ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরও শক্তিমত্তত্ত্ব এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ ॥ ৮ ॥

জীবশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৯ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১০ ॥

(গীঃ ৭।৪-৫)

হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৯-১০ ॥

মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ১১ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানরূপা প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা অজ (জন্মাদি-রহিত) পুরুষ সেবা করিয়া থাকেন। অন্য বিজ্ঞানাত্মা অজ-পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন ॥ ১১ ॥

মায়াশক্তি-বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ১২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, আমি আমার ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সকল ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। সৃষ্ট্যাদি জড় ব্যাপারে আমি স্বরূপতঃ উদাসীন। অতএব আমার ইচ্ছাবশে প্রকৃতি হইতেই এই সকল সৃষ্টিকার্য্যাদি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥

(গীঃ ৯।৮-১০)

হে অর্জ্জুন, সর্ব্বেশ্বর আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৩ ॥

মায়া দ্বিবিধা—গুণ-মায়া ও জীবমায়া—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১৪ ॥

(ভাঃ ২।৯।৩৩)

স্বরূপ তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বে মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যস্থানীয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাসস্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া॥ ১৪ ॥

জড়মায়া যোগমায়ার ছায়া—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

(ব্র সং ৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।

বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

(ভাঃ ২।৫।১৩)

যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এইরূপ প্রলাপ-বাক্য বলে॥ ১৬॥

হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী—এই তিনটী শক্তির বৃত্তি—

হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎত্বয্যেকা-সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী-মিশ্রা-ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৭ ॥

(বিঃ পুঃ প্রথমাংশ ১২।৬৯)

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা ॥ ১৭ ॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যা'রে জ্ঞান করি' মানি ॥ ১৮ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫৪-১৫৫)

কৃষ্ণই ত্রিশক্তির অধীশ্বর—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীট সংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ২০ ॥

(বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তি—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি—জীবশক্তি, অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ কৃষ্ণের শক্তি—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক—লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ—আর ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২১ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৭৯-৮০)

রাধিকা কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রপরমাণ ॥
মৃগমদ, তা'র গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা এক-ই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ২২ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৬-৯৮)

রাধাই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী—

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥

বৈভবগণ যেন তাঁ'র অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁ'র বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ।
আকার-স্বরূপ ভেদ ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁ'র রসের কারণ ॥ ২৩ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৬-৭৯)

ইতি 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে' শক্তিতত্ত্ব বর্ণন-নামক অষ্টম রত্ন সমাপ্ত।

নবম-রত্ন

ভগবদ্রস-তত্ত্ব

কৃষ্ণই অখিল-রসামৃত-সিন্ধু—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১ ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীল শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, অখিল রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইলেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরসমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্ত-রসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥১॥

অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বই রস—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥ ২ ॥

(তৈঃ ২।৭)

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে-ই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন; তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন ॥২॥

পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ৩ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৮৫)

সপ্ত গৌণরস—

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্ত্যে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ৪ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৮৭)

শ্রুতিতে শান্তরস বর্ণন—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥ ৫ ॥

(ছাঃ ৩।১৪।১)

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অন্তিমকালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ব্রহ্ম অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব-বিচারে 'ব্রহ্ম' ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। সুতরাং শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করা

কর্ত্তব্য। (এইরূপ উপাসনা মমতা-গন্ধহীন বলিয়া উহাকে 'শান্তরস' বলা হইয়াছে।)॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শান্তরস বর্ণন—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।৬।৪৭)

দিগম্বর, ঊর্দ্ধরেতা, ভিক্ষু, শান্ত, শুদ্ধ, সন্ন্যাসী ঋষিগণ (ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোনও প্রকারে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥৬॥

ভগবন্নিষ্ঠাই শান্তের গুণ—

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৭ ॥

(ভাঃ ১১।১৯।৩৬)

মন্নিষ্ঠতা (ভগবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি হইতেই 'শম' গুণ, ইন্দ্রিয়সংযম 'দম' দুঃখসহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম 'ধৃতি' ॥ ৭ ॥

শান্তরসের গুণ ও স্বরূপ

শান্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষভাব—

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
'কৃষ্ণ-নিষ্ঠা', তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে ॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ-হীন।
'পরংব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ৮ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২১৪,২১৭)

দাস্যরসে—শান্তরস + সেবা—

কেবল 'স্বরূপজ্ঞান' হয় শান্তরসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥

ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে,—অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ॥ ৯॥

(চৈঃ চ মঃ ১৯।২১৮-২২০)

শ্রীমদ্ভাগবতে দাস্যরস-বর্ণন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥১০॥

(ভাঃ ১০।১২।১১)

দাস্যের উদাহরণ;—রক্তকচিত্রকপ্রমুখ কৃষ্ণের দাস্যরসের ভক্তগণ অতিশয় সুকৃতিশালী। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ নিজভক্তদিগকে আত্ম পর্যান্ত দান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি পরদেবতা। মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন॥১০॥

ভগবদ্দাস্যমহিমা—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ১১॥

(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে ভগবন্, আমরা তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য, বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব॥১১॥

ভগবদ্দাস্যের মহত্ত্ব—

অল্প করি' না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥
আগে হয় মুক্তি তবে সব্ব বন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥ ১২ ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৩-১০৪)

শ্রুতিতে সখ্যরস বর্ণন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১৩ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন ॥১৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্রম্ভ সখ্যরসের উদাহরণ—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ১৪ ॥

(ভাঃ ১০।১৮।২৪)

মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন ছদ্মবেশী বৃষকে এবং বলদেব প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সখ্যরসে—শান্ত-ক্রোড়ীভূত দাস্যরস+বিশ্রম্ভ-মমতা—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা সখ্যে, 'বিশ্বাস'ময় ॥

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়-জাতীয় আলম্বন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ২১ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩২)

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। এই রূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় ॥ ২১ ॥

আশ্রয়গণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই শ্রেষ্ঠা—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২২ ॥
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে ॥ ২২ ॥

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২৩ ॥
(গীতগোবিন্দ ৩য় সর্গ ১ম শ্লোক)

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধ রাধাকে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥

রসের 'কার্য্য'-অনুভাবের ১৩ প্রকার ভেদ ;
৮ প্রকার সাত্ত্বিকও রসের 'কার্য্য'—

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি 'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥ ২৪ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৪৭)

রসের 'সহায়'-ব্যভিচারি-ভাব—৩৩টী

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।

সব মিলি 'রস' হয় চমৎকার-কারী ॥ ২৫ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৪৮)

•

ইতি 'গৌড়ীয় কণ্ঠহারে' 'ভগবদ্রসতত্ত্ব' বর্ণন-নামক নবম রত্ন সমাপ্ত।

দশম রত্ন

জীবতত্ত্ব

জীব সকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥ ১॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ২॥

(গীঃ ১৫।৭)

আমি সর্ব্বেশ্বর। জীব সকল আমার অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য অর্থাৎ ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নয়, এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভ্রম নিগড় (শৃঙ্খল) বহন করিতেছে॥ ২॥

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিন্ময়—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ৩॥

(গীঃ ২।২০)

জীবাত্মা ষড়্‌বিকার-রহিত। সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই। পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না। তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না ॥ ৩ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ৪ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

(গীঃ ২।২৩-২৪)

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ॥ ৪-৫ ॥

জীব—পরমাত্মরূপ-সূর্য্যের কিরণ-কণ

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥৬॥

(বৃহদাঃ ২।১।২০)

যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফল, সর্ব্বদেবতা ব্রহ্মাদি-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতেই উদ্‌গত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তত্ত্ববস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—তৎকিরণ-কণ

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ৭ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬)

জীব—অণুচৈতন্য,—শ্রুতিপ্রমাণ

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৮ ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

সেই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। (আনন্ত্য শব্দে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না অন্ত—মৃত্যু ; তদ্‌রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ) ॥৮॥

অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ ॥ ৯ ॥

(২।৩।১৮ সূত্রে মধ্ব-ভাষ্যোদ্ধৃত গৌপবন-শ্রুতি-বাক্য)

এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপপুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে ॥ ৯ ॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাম্
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ১০ ॥

(মুণ্ডক ৩।১।৯)

এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধ চিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান—এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, যে চেতনা-শক্তি দ্বারা জীবগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই আত্মা বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশিত হন ॥১০॥

অণুচৈতন্য জীবের দেহব্যাপিত্ব

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১১ ॥

(গীঃ ১৩।৩৩)

হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সেইরূপ চেতন-ধর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥১১

বেদান্ত-প্রমাণ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ১২ ॥

(ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৬)

দীপাদি আলোক যেরূপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, আত্মাও সেইরূপ দেহের একদেশে থাকিয়াও স্বীয় চেতনা-শক্তি-দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'ভেদে জীব দুইপ্রকার

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্যসংসার ॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥ ১৩ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০-১৩)

জীবের স্বরূপ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥ ১৪ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮-১০৯)

জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস

স ব্রহ্মকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ১৫ ॥

(প্রমেয় রত্নাবলী ৫।২ ধৃত মহাভারত-বাক্য)

বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ ॥ ১৬ ॥

(বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী স্থান আছে ইহলোক ও পর-লোক। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ 'স্বপ্নস্থান' তৃতীয়। তিনি (জীবাত্মা) সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক এবং সুষুপ্তিরূপ ইহলোক এই উভয়স্থানই অবলোকন করেন ॥ ১৬ ॥

জীব—ঈশ্বরের ভেদাভেদ-প্রকাশ

মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৭ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-১৬৩)

ভগবান্—মায়াধীশ, জীব—মায়াবশযোগ্য

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে ব্যাস-দেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌-ভাগে গর্হিত ভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ১।৭।৪-৫)

সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব, সত্ত্ব, রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান বশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

জীবের বহুত্ব ও ভেদের নিত্যত্ব

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

(কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহের ও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ-ভগবান্‌কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ।
ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ২১ ॥

(প্রমেয় রত্নাবলী ৪।৫)

(পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অর্থ যোজনা করিয়া বলিতেছেন,) যখন নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বর হইতে, তাদৃশ চেতনময় বহু জীব পরস্পর ভিন্ন, তখন পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ নিত্য ॥ ২১ ॥

শুদ্ধদ্বৈত-মতে 'জীব' ও 'ঈশ্বর' ভিন্ন

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ ॥
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥ ২২ ॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী ১০)

রে জীব! যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, তেমনি আমরাও চিৎ-সমুদ্র-স্বরূপ-ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই 'সমুদ্র' বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? ॥ ২২ ॥

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্মমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২৩ ॥

(গীতা ১৪।২)

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,)—এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ নির্গুণতা লাভ করিলে সৃষ্টিসময়ে জড়-জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্ম-বিনাশরূপ ব্যথাও পায় না ॥ ২৩ ॥

অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য্য

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

(প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ২৫ ॥

(ছা ৫।১।১৫)

(শ্রুতিতে যে সকল অভেদসূচক বাক্য আছে অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি"—এই সকল নির্ব্বিশেষপর বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন ;—) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা নিবন্ধন 'প্রাণ' শব্দেই অভিধান ও প্রাণরূপত্ব, সেইরূপ চিজ্জড়াত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতা হেতু 'ব্রহ্ম' শব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মপরত্ব, বাগাদি ইন্দ্রিয় যেমন মুখ্য প্রাণ নহে, জীব ও জগৎ তেমনই 'সাক্ষাৎ ব্রহ্ম' নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, বাক্য সকল, নেত্রদ্বয় ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন তত্তৎ নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই 'প্রাণ' এই নামেই আখ্যাত হয় ; যেহেতু প্রাণই ঐ সকলই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ॥ ২৪-২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্যও বস্তুতঃ ভেদবাদী

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো
যৎকর্ম্মকর্ত্তুর্ব্যপদেশ উক্তঃ।
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব
গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বা কৈঃ ॥ ২৬ ॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী ৫৮)

"কর্ম্মকর্ত্তুর্ব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৪)—এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে" (কঠ ১।৩।১)—এই বচন লক্ষ্য করিয়া "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ"—(ব্রঃ সূঃ ১।২।১১) এই সূত্রের অর্থ বিচারে পূর্ব্বপক্ষ

তুলিলেন,—"আত্মানৌ" শব্দে কি 'বুদ্ধি', 'জীব' অথবা 'জীব' ও 'পরমাত্মা'কে বুঝাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে ॥
যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি ॥
তবু তোমা হইতে সে হইয়াছি 'আমি'।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন সমুদ্রের সে 'তরঙ্গ' লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে ॥
অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা।
ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা ॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥ ২৭ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৭, ৪৯-৫৪)

কৃষ্ণ-বৈমুখ্যই জীবের অবিদ্যা বা ক্লেশমূল

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ২৮ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥২৯॥

(মুণ্ডক ৩।১।১-২, শ্বেতাশ্ব ৪।৬-৭)

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন মায়াধীন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আত্ম বৃক্ষে অবস্থিত হইয়া নিজযোগ্যতাকে মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন ॥ ২৮-২৯ ॥

স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মাভিমান জন্য সংসারক্লেশ

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৩০ ॥ (কঠ ১।২।৫)

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট অবিবেকিগণ দুর্গমপথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয় ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ৩১॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই মুক্তি বা আত্যন্তিক-ক্লেশ-নিবৃত্তি—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥ ৩২॥

(শ্বেতাশ্ব ১।১১)

পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে স্থূল-দেহ-পাশ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিক-মমতা-পাশ ছিন্ন হয়। পাশ জন্য ক্লেশ খর্ব্ব হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীব ভগবৎ-অভিধ্যান অর্থাৎ অনুশীলন ক্রমে শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হন অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি পূর্ণকাম হইয়া থাকেন॥ ৩২॥

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ৩৩॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত
'চিৎ' ও 'অচিৎ' সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ৩৪॥

(বৃহদাঃ ৩।৭।১৫)

যিনি সকল ভূতে অবস্থিত কিন্তু ভূত সকল যাঁহাকে জানে না, ভূত-সকল যাঁহার শরীর, যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ ॥ ৩৪ ॥

'জীব' বিষয়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং
শরীর-যোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥ ৩৫ ॥

(নিম্বার্ক-কৃত দশশ্লোকী)

(নিম্বার্ক মতে)—জীব জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপ, সংখ্যায় অনন্ত, অণু ও হরির অধীন। অণুত্বপ্রযুক্ত তাঁহার মায়িক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে ॥ ৩৫ ॥

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৩৬ ॥

(ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য বা ভাঃ ১।৭।৫-৬
টীকা শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য)

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর ॥ ৩৬ ॥

"বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব ॥" ৩৭ ॥

(ভাবার্থ-দীপিকা ১।১।২)

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য্য—এই জড় জগৎ; সুতরাং সকলই বস্তু হইতে অভিন্নবলিয়া এক অদ্বয়বাস্তব বস্তুই সিদ্ধান্তিত হইল ॥৩৭ ॥

মুক্তগণেরও অপ্রাকৃত-সিদ্ধ-দেহে ভগবৎসেবা—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ৩৮ ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা)

মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কর্ম্মজনিত নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

শুদ্ধাদ্বৈতমতে মুক্তাবস্থায়ও জীবের পার্থক্য—

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ ॥" ৩৯ ॥

(ভাবার্থ-দীপিকা ১।৬।২৯)

ভগবৎ-পার্ষদ-শরীর-সমূহে জন্ম মৃত্যুর মূল কারণ প্রারব্ধকর্ম্ম নাই; উহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ ॥ ৩৯ ॥

জীব ও ঈশ্বরে সমজ্ঞানই 'পাষণ্ডতা'—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৪০ ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রুতিগণ কহিলেন ;—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীবসংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত'—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'জীব' ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি

সেব্য—এই নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্য সদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণ স্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময় স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ববিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মত-বাদে দূষিত ॥ ৪০ ॥

যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ ৪১ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৫)

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে "জীবতত্ত্ব" বর্ণন-নামক দশম রত্ন সমাপ্ত।

একাদশ রত্ন

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১ ॥ (কঠ ২।২।১২)

যিনি এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভ করেন, অন্যের তাহা হয় না ॥১॥

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২ ॥

স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয়, এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, এবং স্বরূপতত্ত্ব ব্যতীত যাহার অস্তিত্ব নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যস্বরূপ। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—আভাস ও তমঃ। আভাসস্থানীয় জীবমায়া ও তমঃস্থানীয় গুণমায়া ॥২॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ২।৯।৩৩-৩৪)

পঞ্চমহাভূত যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান, আমিও সেইরূপ ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়-রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট হইয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ॥৩॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা ।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

(ভাঃ ১০।৮৫।৪)

(একদা রামকৃষ্ণ বসুদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ ! হে রাম !) কার্য্যস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ভগবান্ অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ পুরুষ ও প্রধান ; তোমরা তদুভয়েরও ঈশ্বর বা নিয়ামক এবং সর্ব্বকারকের অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের একমাত্র আশ্রয়স্থল ॥৪॥

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধে স্মৃতি প্রমাণ—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৫ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যক্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়। আমি চৈতন্য-স্বরূপ। আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। আমি পূর্ণচৈতন্যরূপে লক্ষস্বরূপ একটী পৃথক্‌তত্ত্ব ॥৫॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৬ ॥

(গীঃ ৯।৪-৫)

আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত। তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূত সকল অবস্থিত, যেহেতু আমার যে মায়াশক্তি প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীব-বুদ্ধিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার অলৌকিকী শক্তি, আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া—এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥৬॥

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিষয়ে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত—

একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্ত-র্মণ্ডলস্থ-তেজইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্ ॥ ৭ ॥

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১৬ সংখ্যা)

পরতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন। সেই শক্তি-ক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি-প্রকারে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, তাহার বহির্গত রশ্মি, তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল। তাৎপর্য্য এই যে, চতুর্দ্ধা প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরমতত্ত্বের একত্বও সেইরূপ নিত্য। এই দুইটী বিরুদ্ধব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—অচিন্ত্য অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট জীববুদ্ধির অগম্য। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয় ॥৭॥

অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদ-দোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদরপৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্কর মতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি ॥ ৮ ॥

(পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী)

'অপর এক সম্প্রদায় বেদান্তিগণ বলেন, সীমারাহিত্যনিবন্ধন তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। ভেদ এবং অভেদ উভয় স্থলেই সাধুতার সীমাতিক্রান্ত নিখিল দোষ লক্ষিত হওয়ায় ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করা যায়না সুতরাং ঐ দুইটী স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা সম্ভব নহে। যাঁহারা অভেদ চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভেদসাধন করা যেরূপ অসম্ভব, ভেদসাধকগণের পক্ষেও সেইরূপ। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়সাধনেই চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া ইঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। বাদর পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ। ভাস্করভট্ট উপচারিকভাবে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র।' গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলী ভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ এবং মধ্বাচার্য্য শুদ্ধদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ভেদবাদ অঙ্গীকার

করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদা-ভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥৮॥

শক্তি পরিণামবাদ ব্রহ্ম-সূত্রে স্বীকৃত—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তাহা উঠাইল বিবাদ ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত' প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥
অবিচিন্ত্য-শক্তি-যুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ৯ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭.১২১-১২৭)

পরিণাম ও বিবর্ত্তের অর্থ—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥ ১০ ॥

(সদানন্দ যোগিকৃত বেদান্তসার ৫৯)

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ ধারণ করিলে তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলা হয়। দৃষ্টান্ত যথা—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্যবস্তু নাই অথচ তাহাতে যে অন্য বস্তুর ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম ॥১০॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্ব-বর্ণন-নামক

একাদশ-রত্ন সমাপ্ত।

দ্বাদশ রত্ন

অভিধেয়-তত্ত্ব

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দ্বিবিধ পন্থা—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥ ১ ॥

(কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীরব্যক্তি ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ অপরটী—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন ॥১॥

চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন ॥২॥

শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই ত্রিবিধ উপায়—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ১১।২০।৬)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! চরমকল্যাণলাভেচ্ছু ব্যক্তি-গণের অধিকারভেদে নিঃশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগ বলিয়াছি। এই ত্রিবিধ উপায় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই ॥৩॥

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী কে ?

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—(হে উদ্ধব) যাহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী; আর যাহাদের ফলভোগ বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী ॥৪॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥৫॥

(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

পূর্ব্ব সুকৃতিফলে আমার কথায় যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ শুষ্ক বৈরাগ্যাদিতে আগ্রহ হয় নাই কিংবা কর্ম্মমার্গেও আসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন ॥৫॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৬॥

অধিকার-নিষ্ঠাই গুণ—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

(ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটীই গুণ ও দোষের নির্ণয় ॥৭॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৮ ॥

(গীঃ ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধি-কারীর পক্ষে তাঁহাই ভাল। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেননা স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে

করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গল জনক হয় না। কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে ॥৮॥

বেদ-তাৎপর্য্য-গ্রহণে দেবতাদিগেরও মোহ—

কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৯ ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ১০ ॥
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ১১ ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ১২ ॥
(ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৬)

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বালস্বভাব তুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ॥৯—১২ ॥

গুরু কখনও কর্ম্মোপদেষ্টা নহেন—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥ ১৩ ॥
(ভাঃ ৬।৯।৫০)

রোগী ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম-কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখন প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন না ॥১৩॥

কর্ম্মযোগের ফল অভয় নহে—

ইষ্ট্বেহ দেবতাযজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন—হে উদ্ধব! বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধীয় যজ্ঞ-পরায়ণব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় কর্ম্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্য ভোগ্য সমূহ ভোগ করিতে থাকেন ॥১৪॥

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ১৫ ॥

(ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬)

যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥১৫॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ১৬ ॥

(গীঃ ৯।২১)

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করে। তথায় প্রভূত সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ

কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্মজ্ঞানাদির নিন্দা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১৭ ॥

(ভাঃ ১৫।১২)

নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই ; সুতরাং উহা একাকার স্বরূপ। ঐরূপ কর্ম্মবিচিত্রতাহীন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান স্থূল-লিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধর্ম্মের নিবর্ত্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্যকর্ম্মও যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে ? ১৭ ॥

বহির্ম্মুখ কর্ম্মের নিন্দা—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ১৮ ॥

(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতরবিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা ॥১৮॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১৯ ॥

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র ॥১৯॥

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই ॥২০॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ২১ ॥

(ভাঃ ১।২।৮-১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যতদিনই জীবন থাকে ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ॥২১॥

বেদে কর্ম্মনিন্দা—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ২২ ॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব

(তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশপুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ-লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥২২॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ২৩ ॥

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অজ্ঞব্যক্তি অন্ধব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে ॥২৩॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২৪ ॥

(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)

অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয় ॥২৪॥

বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তর-পূজা অবিধি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৫ ॥
(গীঃ ৯।২৩)

শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব-জীবকে উপদেশ করিতেছেন—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ নিত্যফললাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছফলপ্রদ ॥২৫॥

বেদে কেবল-জ্ঞানধিক্কার—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ২৬ ॥
(ঈশোপনিষৎ ৯)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন ॥২৬॥

স্মৃতিতে কেবল-জ্ঞানধিক্কার

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ২৭ ॥
(গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ততত্ত্বে যে নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

আরোহপন্থা—শাস্ত্রে নিন্দিত—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২৮ ॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা;—জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও, তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২৯ ॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! চরমকল্যাণ-স্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি

হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে ; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয় ; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

আরোহ ও অবরোহপন্থীর গতি—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥

হে পদ্মলোচন ! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ৩১ ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)

হে মাধব ! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ (সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত)। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানিদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৩২ ॥

(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎ-পরিশিষ্ট-বচন)

অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন ॥ ৩২ ॥

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥ ৩৩ ॥

(ঐ)

জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন-যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না ॥ ৩৩ ॥

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৩৪ ॥

(রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণবাক্য)

মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি, শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও, ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৩৪ ॥

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, তপস্যাদি কর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগাদি-দ্বারা ভগবান্‌কে দেখিয়াও দেখা যায় না—

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

(ভাঃ ৪।২৯।৪৪)

বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই ॥ ৩৫ ॥

বেদে অবরোহ-মার্গের উপদেশ—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩৬॥

(মুণ্ডক ৩।২।৩ ; কঠ ১।২৩)

(গুরুপরম্পরা-ক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সৎসম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, সেই প্রণালীর নাম অবরোহ-মার্গ বা শ্রৌতপন্থা। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন ;)—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৩৭ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচার-পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই-সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৩৮ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)

জ্ঞান-কর্ম্মাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৩৯ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া অন্যভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতপ্রকাশক অখিলপাপনাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবত-বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় আসক্তি, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

অষ্টাঙ্গ-যোগ-পন্থা—সভয়

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৪০ ॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দসেবা দ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না ॥ ৪০ ॥

প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন নিগৃহীত হয় না—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥ ৪১ ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥ ৪২ ॥
(ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না ॥ ৪২ ॥

প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ কালক্ষেপণ-হেতুমাত্র—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ৪৩ ॥
(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না ॥ ৪৩ ॥

প্রকৃত যোগী বা ত্যাগী কে?

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
(গীঃ ৬।১)

কেহ নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী হইলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ নয়, এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইলেই যে যোগী হয়, তাহাও নহে। যিনি কর্ম্মফলত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী ॥ ৪৪ ॥

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী' সন্ন্যাস-লক্ষণ ॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে ॥ ৪৫ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪১-৪২)

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

(গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। যে ব্যক্তি আমাতে আসক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে (বাসুদেবকে) ভজনা করেন, তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ যোগী,—ইহাই আমার মত ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৪৮ ॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন ;—হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-

জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

বিবিধ উপায় মধ্যে একমাত্র শুদ্ধভক্তিরই নিরাপদত্ব ও সুখসাধ্যত্ব—

বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায় ।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
এই স্থানে আছে ধন বলি' দক্ষিণে খুদিবে ।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয় ।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে ।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে, তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি ।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় ।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায় ।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥

দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ৪৯ ॥
(চৈ চঃ মধ্য ২০।১৩১-১৪২)

ভক্তের গতি ও কর্ম্মিজ্ঞানীর গতি একপ্রকার নহে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৫০ ॥
(গীঃ ১০।১০)

নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা যাহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি শুদ্ধ-জ্ঞান-জনিত সেই বিমল প্রেমযোগ দান করি। যাহা দ্বারা তাঁহারা আমার পরমানন্দ-ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৫০ ॥

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥ ৫১ ॥
(ভাঃ ১১।২৪।১৪)

যোগ, তপ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল। ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ৫১ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥৫২॥
(গীঃ ৯।২৫)

অন্যান্য দেবোপাসকগণ স্ব-স্ব উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক লাভ করেন। পিতৃলোকের উপাসকগণ অনিত্য পিতৃলোক, এবং ভূত-পূজকগণ ভূতত্বই প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥

মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ দুহাঁর গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥ ৫৩ ॥

(চৈ চঃ মধ্য ৮।২৫৭)

ভক্তের চরিত্র কি প্রকার ?

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৫৪ ॥

(গীঃ—১০।৯)

অনন্য ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ। তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমর্পণ-পূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া সতত পরানন্দে অবস্থান করেন ॥ ৫৪ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে "অভিধেয়-তত্ত্ব"-বর্ণনা নামক দ্বাদশ রত্ন সমা

ত্রয়োদশ রত্ন

সাধন-ভক্তি-তত্ত্ব

জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১ ॥

(গীতা ১৮।৫৪ শ্লোক)

ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্টদ্রব্যের জন্য শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আমাতে (ভগবানে) পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ১ ॥

কর্ম্ম-মিশ্রা-ভক্তি—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২ ॥

(গীতা ৯।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে অর্জ্জুন, তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। অর্থাৎ আমারই প্রীতি-উদ্দেশে তদনুকূলে সে সকল অনুষ্ঠান কর ॥ ২ ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥ ৩ ॥

(বিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন্। তাঁহার এইরূপ আরাধনাই তাঁহার সন্তোষ লাভের একমাত্র পন্থা। অন্য পথ নাই ॥ ৩ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৪ ॥

(গীঃ ৩।৯)

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সে সমুদায়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্যই সমুদায় কর্ম্ম আচরণ কর ॥ ৪ ॥

ভক্তির সংজ্ঞা—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ৫ ॥

(শাণ্ডিল্য-ভক্তি-সূত্র, ১।২)

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি ॥ ৫ ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৬ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৭ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রম্)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে ॥ ৭ ॥

ভক্তিমাহাত্ম্য—শ্রুতি

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ ৮ ॥

(৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৮ ॥

ওঁ অমৃতরূপা চ ॥ ৯ ॥

ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী ॥ ৯ ॥

ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥১০॥

সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, এবং আত্মতৃপ্ত হন ॥ ১০ ॥

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ১১ ॥ (নারদ-সূত্র, ১।৪-৫)

ভক্তিলাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা. শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না ॥ ১১ ॥

বৈধী ও রাগানুগাভেদে 'সাধন-ভক্তি' দুইপ্রকার

(১) বৈধী ভক্তি—

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী-ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥ ১২ ॥

শাস্ত্রোক্ত প্রবলমর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

(২) রাগাত্মিকা ভক্তি—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৩ ॥

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন ॥ ১৩ ॥

বৈধী ভক্তির উদাহরণ—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি ॥ ১৪ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্)

হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রাগানুগা ভক্তির উদাহরণ—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৬৭-১৭২, ১৭৪-১৭৫)

নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ১৬ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া, তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ ১৮ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৯)

পরীক্ষিৎ রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বস্ব দান ও আত্ম-নিবেদন দ্বারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের শ্রেষ্ঠতা—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ২।২।৩৬)

শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভগবৎপ্রেমলাভের উপায় কীর্ত্তন করিতেছেন—হে রাজন্, (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই সেই ভক্তিযোগ যাঁহা হইতে উদিত হয়) সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

শ্রবণ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ২০ ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা তোমার, তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন, অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য ॥ ২০ ॥

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥২১॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনা-বর্জ্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভব-রোগের ঔষধস্বরূপ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার অধঃপাত সাধনকারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধবৃত্ত জন) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে? ॥ ২১ ॥

ক্রম-প্রাপ্ত-শ্রবণ—

তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধেচান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্ ॥ ২২ ॥

(ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

(শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহ শ্রবণ-পথ-গত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়-মল-মুক্ত হইলে, ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে, গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের

সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে, পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তল্লীলা-বৈশিষ্ট্যও স্ফুরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফুরণে তাঁহার লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া সুন্দরভাবে স্ফুরিতা হন ॥ ২২ ॥

শ্রবণ-মাহাত্ম্য—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ২৩ ॥

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন ॥ ২৩ ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ২৪ ॥

(ভাঃ ১।২।১৭

যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্য-গুরুরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদিবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন ॥ ২৪ ॥

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ২৫ ॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্যশ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না ॥ ২৫ ॥

"কীর্ত্তন"-শব্দের অর্থ—

নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্ ॥ ২৬ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩)

নামগুণ ও লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কথনকেই কীর্ত্তন বলে ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণবিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রাকৃত শ্রোত্রবাগাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে—

নিজেন্দ্রিয়মনঃ কায়চেষ্টারূপাং ন বিদ্ধি তাম্।
নিত্যসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতিগা ॥ ২৭ ॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি, শ্রোত্র, বাক্, মন ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তিকে নিত্যা, সত্যা, ঘনানন্দরূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ২৮ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

কীর্ত্তন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৯ ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

নাম-মহিমা—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৩০ ॥

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪৬ অধ্যায়)

যিনি নিরপরাধে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তাঁহার কখনও বিপথগতি হয় না, তিনি বিমুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর ॥ ৩০ ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৩১ ॥

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায়)

ধ্যান ও জপের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞদ্বারা ত্রেতাযুগে, এবং অর্চ্চনা দ্বারা দ্বাপরযুগে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তাহা হরিনামগুণকীর্ত্তন দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

গুণ-কীর্ত্তন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ৩২ ॥

(ভাঃ ১।৫।২২)

নারদ কহিলেন—"হে ব্যাস! উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে গুণানুবর্ণন তাহাকেই পণ্ডিতগণ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান—এই সমস্ত কর্ম্মেরই নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৩৩ ॥

(ভাঃ ৩।১৩।৪)

(হে মুনে,) যাঁহাদের হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পাদারবিন্দ বিরাজিত তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু-আয়াসসাধ্য বেদ অধ্যয়নের ফল,—ইহা পণ্ডিতগণ স্তুতিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

ভগবানের গুণ-মহিমা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

(ভাঃ ১।৭।১০)

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর ॥ ৩৫ ॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪)

(হে মন) তুমি যদি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গলাভে অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসংকীর্ত্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর ॥ ৩৫ ॥

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩৬ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২১ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয়-বচন)

হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞানযোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত এবকার ॥ ৩৭ ॥

(চৈঃ চ আদি ১৭।২২-২৫)

স্মরণ—

এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥ (ভাঃ ২।১।৬)

স্বস্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মের পালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা অন্তে নারায়ণস্মৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ॥ ৩৮ ॥

ভগবৎ-স্মৃতি ও বিষয়-স্মৃতি এবং তাহার ফল—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ৩৯ ॥

(ভাঃ ১১।১৪।২৭)

সদা-বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয়; সেইরূপ মদীয় ধ্যানাসক্তব্যক্তির চিত্তও আমাতে লীন অর্থাৎ তন্ময় হইয়া যায় ॥৩৯॥

ভগবৎস্মৃতির ফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ হয় ॥ ৪০ ॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ মধ্যে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসং-যোগেনৈব ইত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্ ॥ ৪১ ॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যদ্যপি কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—"সুধীগণ সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।" তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

পাদ-সেবন—

যৎ পাদ-সেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৪২ ॥

(ভাঃ ৪।২১।৩১)

শ্রীভগবানের চরণসেবাভিরুচি তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরধুনীর ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের অশেষ-জন্ম-সঞ্চিত কামাদিবাসনাময় চিত্তের মালিন্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে ॥ ৪২ ॥

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরি-ক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা ॥ ৪৩ ॥

(ভাঃ ২।৮।৬)

কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণগাথা-শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না ॥ ৪২-৪৩ ॥

পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। অস্য শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শনপরিক্রমানুব্রজন-ভগবন্মন্দিরগঙ্গাপুরুষোত্তমদ্বারকামথুরাদি তদীয়তীর্থস্থানগমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ॥ ৪৪ ॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

পাদসেবনে পাদ শব্দে ভক্তিই নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে সেবার সমাদরই বিহিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুব্রজ্যা (অনুগমন) এবং ভগবন্মন্দির তথা গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় তৎপদাঙ্কলাঞ্ছিত তীর্থাদিতে গমনও পাদসেবনের অন্তর্গত ॥৪৪॥

পাদসেবনের ফল—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৪৫ ॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব ॥ ৪৫ ॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৪৬॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯)

অর্চ্চন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪৭ ॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে, উহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (অর্থাৎ ভোজন করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিলদেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে ॥৪৭

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ ॥ ৪৮ ॥

(মধ্বমুনি-রচিত কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব)

কোনরূপ আয়োজনবিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে, কেবল সলিল দ্বারাও সজ্জনানুমোদিত বিধানে পূজিত হইলে, শঙ্খচক্রধারী দেব-দেবেশ শ্রীহরি সহজেই ফল প্রদান করেন ॥ ৪৮ ॥

যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ, কেবলস্মরণাদি-নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা সম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। তথা গার্হস্থ্য-

ধর্ম্মস্য দেবতাযাগরূপস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। নন্ু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ, তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ। শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি ভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽ-প্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা উচ্যতে। যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি ॥ ৪৯ ॥

(ভাঃ ৭.৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের অর্চ্চনমার্গই প্রশস্ত। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিত্ত-শাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চ্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা সম্পাদন ব্যবহারিক নিষ্ঠা অথবা আলস্যের পরিচায়ক। অতএব শ্রদ্ধা-রাহিত্যহেতু তাদৃশ কার্য্য হীন বলিয়া পরিগণিত। এইস্থলে দেবযজ্ঞরূপ যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখাপল্লবাদিতে জলসেচনের ন্যায়; আর ভগবৎপূজামূলে জলসেচনস্বরূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের পূজা না করিলে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তিসকল ভগবৎপূজা না করিলে, তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়; শাস্ত্রে ইহা শুনা যায়। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, যে,—

মন্ত্রসকল নিশ্চয়ই ভগবন্নামাত্মক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক। অতএব, কেবল ভগবন্নামই যখন নিরপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষশক্তিসমন্বিত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অধিক শক্তিসম্পন্ন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জন্য কথিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু অসদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চ্চনের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৫০ ॥

(ভাঃ ১০।৮১।৪, ও গীতা ৯।২৬)

বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি ॥ ৫০ ॥

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতেগৃ্হমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ ॥ ৫১ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।৩৭)

পঞ্চসূনা যজ্ঞ তৎপর দ্বিজাতি (ত্রৈবর্ণিক)দিগের একমাত্র মঙ্গলময় পন্থা এই যে—তাঁহারা ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিবেন ॥ ৫১ ॥

বন্দন—

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানসভাষিতৈঃ।
প্রণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫২ ॥
(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।১)

কায়, মন ও বাক্যদ্বারা বাসুদেবের পাদপদ্মে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের তদুদ্দেশে যে প্রণাম তাহাকেই বুধগণ "বন্দন" নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

কিং বিদ্যয়া পরমযোগপথৈশ্চ কিন্তৈ-
রভ্যাসতোঽপি শতশো জনিভির্দুরূহৈঃ।
বন্দে মুকুন্দমিহ যন্নতিমাত্রকেণ
কর্ম্মাণ্যপোহ্য পরমং পদমেতি লোকঃ ॥ ৫৩ ॥
(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৯।২)

যাহার শত শতবার অভ্যাসের ফলেও দুরূহ জন্ম-নিবৃত্তি হয় না, তেমন শাস্ত্রজ্ঞান বা প্রসিদ্ধ যোগমার্গ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি সেই মুকুন্দকে বন্দনা করি, জগতে যাঁহার পাদপদ্মে প্রণতি হইতেই জীব কর্ম্মসম্বন্ধরহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে ॥ ৫৩ ॥

বন্দন-মাহাত্ম্য—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৫৪ ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

জীব প্রকৃত কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐ সকল

নিজকৃত কর্ম্মফল "ভগবানেরই কৃপা"—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী ॥ ৫৪ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৫৫ ॥

(মুকুন্দমালা স্তোত্র ৪)

হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনবনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিন্তু, কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি ॥ ৫৫ ॥

ভগবদ্দাস্য—

দেহধীন্দ্রিয়বাকৃচেতোধর্ম্মকামার্থকর্ম্মণাম্।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

প্রীতিসহকারে দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বাক্, চিত্ত, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, ও কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে তাহা দাস্যনামে অভিহিত হয় ॥ ৫৬ ॥

দাস্যে খলু নিমজ্জন্তি সর্ব্বা এব হি ভক্তয়ঃ।
বাসুদেবে জগন্তীব নভসীব দিশো দশ ॥ ৫৭ ॥

দশদিক্ যেমন আকাশে লীন হয়, বাসুদেবে যেমন জগৎ লীন হয়, সেইরূপ সমস্ত ভক্তিই দাস্যে পর্য্যবসিত হয় ॥ ৫৭ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যান-পাদসেবনমর্চ্চনম্।
বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮ ॥
(শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, ১০।১-৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, আত্মসমর্পণ এবং সখ্য সকলই দাস্যে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ ॥

ভগবদ্দাস্যের অঙ্গ—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৫৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিসর্জ্জনম্ ॥ ৬০ ॥
(ভাঃ, ১১।১৯।২১-২২)

আমার (শ্রীভগবানের) সেবায় আদর, আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সম্বন্ধ দৃষ্টি, আমার নিমিত্ত অখিল চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণবর্ণন, আমাতে চিত্ত সমর্পণ, সর্ব্বপ্রকার ভোগত্যাগ—এই সমস্তই আমার দাস্যের অঙ্গ ॥৫৯-৬০॥

ভগবদ্দাস্য-প্রার্থনা—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্ন্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ৬১ ॥

হে ভগবন্, আমি কামাদিরিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও

উপশান্তিরও উদয় হইল না ; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর ॥ ৬১ ॥

'সখ্য' ভক্তির সংজ্ঞা—

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ ।
সৌহার্দ্দেন পরা প্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ১১।১)

সর্ব্বসুখের আকর শ্রীবাসুদেবে যাঁহার একান্ত দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; তিনি সৌহার্দ্দের সহিত সেই বাসুদেবে যে পরমপ্রীতি করিয়া থাকেন, তাহাই 'সখ্য' নামে অভিহিত হয় ॥ ৬২ ॥

বিশ্বাস ও মিত্র—বৃত্তিভেদে সখ্য দুই প্রকার—

বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥ ৬৩ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮৪)

শাস্ত্রে সখ্যের বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি ভেদে দুইপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে ।
প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬৪ ॥

(ভাঃ ৫।৫।৬)

(ঋষভদেব কহিলেন) জীবাত্মার পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান অবিদ্যা-দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, মন কর্ম্মের অধীন হইয়া জীবকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত না তাহার আমাতে—শ্রীবাসুদেবে প্রীতি (সখ্য) জন্মে-তাবৎ তাহার দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৬৪ ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৬৫ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো, নন্দমহারাজ ও ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য—কি মহাভাগ্য ! তাঁহাদের অপরিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

"আত্ম-নিবেদন"—সংজ্ঞা

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যাপহঙ্কৃতেঃ ।
মনসস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৬৬ ॥

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ১২।১)

শ্রীকৃষ্ণের সেবায়, তাঁহারই ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় যিনি দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি তদিতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার ; সেই কৃষ্ণ-গত-চিত্ত জনের মনে যে ভগবৎস্বরূপতা (অর্থাৎ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যে আত্ম-সুখচেষ্টারাহিত্য) তাহাই শাস্ত্রে 'আত্মনিবেদন' বলিয়া অভিহিত হয় ॥৬৬॥

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥ ৬৭ ॥

(স্তোত্ররত্ন ৫২)

দেহাদি বিষয়ে আমার যে কোন আখ্যাই হউক্ না কেন, অথবা গুণবিচারে আমার যে কোন পরিচয়ই হউক্ না কেন, হে ভগবন্, আমি অদ্যই আমার এই অহংবুদ্ধি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম, অর্থাৎ আজ হইতে আমি তোমারি হইলাম ॥ ৬৭ ॥

শরণাগতি—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ ৬৮॥

(ভাঃ ১১।৫।৪১)

হে রাজন্, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃ-করণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত-সকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন॥ ৬৮॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৯॥

(গী ১৮।৬৬)

(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন—) হে অর্জ্জুন, তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐসকল ধর্ম্মত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব॥ ৬৯॥

ভক্তির অনুকূল ধর্ম্ম—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেম্বদ্ধা যথোচিতম্॥ ৭০॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্ব-দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥ ৭১॥

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্ ।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ৭২ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি ।
মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ৭৩ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
জন্মকর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ সুতান গৃহান প্রাণান্ যৎপরস্মৈনিবেদনম্ ॥ ৭৫ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২৩-২৮)

প্রথমেই সকল বিষয় হইতে মনকে অনাসক্ত করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। পরে হীন ব্যক্তির প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা এবং আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান—এইরূপ সর্ব্ব-ভূতের সহিত যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। শৌচ, তপঃ, সহিষ্ণুতা, বৃথাবাক্যালাপ-বর্জ্জন, ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, মান, অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মরূপ ঈশ্বরদর্শন, ঐকান্তিকতা, গৃহাদিতে ভোগবুদ্ধিরাহিত্য, নির্জ্জনবাস, সামান্য বসন-পরিধান, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়বিশ্বাস, অন্য শাস্ত্রের অনিন্দা, কায়-বাক্য ও মনের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, অলৌকিক লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম, গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপঃ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু সদাচার, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ—এই সকল আপন প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন, সমস্ত বিষয়ই তাঁহার প্রীতিসাধন-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, ভক্তির অনুকূল হয়। নতুবা ভক্তির অন্তরায় হইয়া উঠে ॥৭০-৭৫॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭৬ ॥

(উপদেশামৃত ৩য় শ্লোক)

উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্‌বৃত্তি—এই ষড়্‌গুণ হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন ॥ ৭৬ ॥

অনাসক্তভাবে বিষয় অঙ্গীকার ভক্তির অনুকূল—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ৭৮ ॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৭৯ ॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; যাহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে এবং সেই সকল কর্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে ; যিনি কাম-ভোগ সকলকে দুঃখ-পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই ; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তি দ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, তখন ঐসকল দুঃখ-পরিণাম বিষয়-ভোগ করিতে করিতে এবং তাহাঁদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে আমারই ভজনা করেন। এইরূপে মদুক্ত ভক্তিযোগে যে মুনি (মন্ ধাতু জানা—যিনি মদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন) অনুক্ষণ আমার ভজন-রত

থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি ॥ ৭৭-৭৯ ॥

যুক্তবৈরাগ্য—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে ॥৮০॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৮১ ॥

(গীঃ ২।৫৯)

দেহধারিব্যক্তি রোগাদিভয়ে আহারাদি বর্জ্জন করিলেও বিষয়-নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু, তাহাতে বিষয়-তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরম তত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৮১ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভক্তি-অনুকূল আচরণ—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥ ৮২ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৯৩ শ্লোকধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন)

হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবায় অনুকূলা হয়, সেইরূপ করিবেন ॥ ৮২ ॥

একাদশ্যুপবাস ভক্তির অনুকূল—

তুলস্যশ্বত্থধাত্র্যাদি-পূজনং ধামনিষ্ঠতা।
অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ॥
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥ ৮৩॥

(প্রমেয়-রত্নাবলী ৮।৯)

শ্রীতুলসী, অশ্বত্থ, ধাত্রীপূজন, শ্রীমথুরাদিধামে বসতি অর্থাৎ থাকিলে এই শরীরের দ্বারা, সামর্থ্যাভাবে সিদ্ধদেহে তত্তৎধামে বাস বুঝিতে হইবে। জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি হরিব্রতের সম্মান। ঐ সকল তিথি সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবে॥ ৮৩॥

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥ ৮৪॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১০৯ শ্লোকধৃত নারদীয়-বচন)

যে স্থলে (একাদশী-উপবাস দিন-নির্দ্ধারণে) বহু বিভিন্নমত-হেতু সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় দ্বাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারণ করাই কর্ত্তব্য॥ ৮৪॥

ভক্তির কণ্টক কি ?—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

(উপদেশামৃত ২ শ্লোক)

অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম, অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্যজনসঙ্গ, এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য,—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হন॥ ৮৫॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে ভক্তি-প্রতিকূল বস্তু বিনষ্ট হইয়া সাধন-সামর্থ্য লাভ হয়—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ ৮৬ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৫৯-৬২)

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ॥ ৮৭ ॥

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮৮ ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৮৯ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণু-সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্ত-

বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না ॥ ৮৮-৮৯ ॥

কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৯০ ॥

মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয় ॥ ৯০ ॥

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯১ ॥
(স্কন্দপুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০)

কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার বিচার করা উচিত নহে ॥ ৯১ ॥

বহির্ম্মুখ-গৃহাসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল—

মতিন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥৯২॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৯৩ ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

(মহাভাগবত প্রহ্লাদ, পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন, হে পিতঃ !) গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই

চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না; সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন ॥ ৯২-৯৩ ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুদেবে মর্ত্ত্যজীববুদ্ধি ও বিষ্ণুকে অন্যদেবতার সহিত সাম্যবুদ্ধি ভক্তি-প্রতিকূল—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥ ৯৪ ॥

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী ॥ ৯৪ ॥

অসৎসঙ্গ ভক্তি-প্রতিকূল—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৯৫ ॥

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু, সাধুগণ উপদেশদ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন ॥

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৯৬ ॥
দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৭ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৯৩।৯৫)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৯৮ ॥
(চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

(শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায় !) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়দর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু ॥ ৯৮ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ ৯৯ ॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪)

নিষিদ্ধাচার ভক্তির প্রতিকূল—

(১) সঙ্গত্যাগ

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্ ॥ ১০০ ॥
(ভঃ রঃ সি পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোকধৃত কাত্যায়নসংহিতা-বাক্য)

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয় ॥ ১০০ ॥

(২) শিষ্যাদির দ্বারা অনুবন্ধ—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন বাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ১০১ ॥ (ভাঃ ৭।১৩ ৮)

প্রলোভন দ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবে না; বহু গ্রন্থের অভ্যাস করিবে না; শাস্ত্রাদিব্যাখ্যা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০১ ॥

(৩) ব্যবহারে অকার্পণ্য—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ১০২ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৫২ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আস্বাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন ॥ ১০২ ॥

(৪) শোকাদির বশবর্ত্তিতা—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ ॥ ১০৩ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ বচন)

যাঁহার হৃদয় শোক ও ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ; সে হৃদয়ে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তি কিরূপে হইবে? ১০৩ ॥

(৫) অন্যদেবতার প্রতি অবজ্ঞাশূন্যতা—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ১০৪ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর, অতএব তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য ; কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণ কখনও অবজ্ঞার পাত্র নহেন ॥ ১০৪ ॥

(৬) প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্ ।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি ॥ ১০৫ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত মহাভারত-বচন)

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া করুণ পিতার ন্যায় পুত্র-নির্বিশেষে অবলোকন করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥

ফল্গুবৈরাগ্য—ভক্তির পরিপন্থী

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ১০৬ ॥

(ভঃ রঃ পূঃ বিঃ ২।১২৬)

মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্গুবৈরাগ্য নামে অভিহিত হয় ॥ ১০৬ ॥

ভক্তিপ্রতিকূল স্থান-পঞ্চক—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১০৭ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১০৮ ॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ১০৯ ॥

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥ ১১০ ॥
(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধ ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি-সেবন), স্ত্রী (অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। (উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজোমূলা হিংসা এই চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতা-রূপ স্থানটী প্রদত্ত হইল। অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটী স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোক-নেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত ॥ ১০৭-১১০ ॥

শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল অসৎসঙ্গ—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি ॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি ॥ ১১১ ॥

যোষিৎসঙ্গ—ভক্তি-প্রতিকূল—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১১২॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৭)

মাতা, ভগ্নী অথবা দুহিতার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধমোক্ষবিদ্ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

যোষিৎ-স্মরণও নিন্দার্হ—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥ ১১৩ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ ৫।৩৯)

যেদিন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্ঠীবন (থূৎকার) হইয়াছে ॥ ১১৩ ॥

দারুপ্রকৃতি দর্শন পর্য্যন্ত নিন্দনীয়—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৪ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৮)

স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ১১৫ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেষু চ ॥ ১১৬ ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

অসৎ সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম, ও ভগ (উন্নতি)—এই সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ।

ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, শোচ্য, যোষিৎক্রীড়া-মৃগ অসাধুদিগের সঙ্গ করিবে না॥ ১১৫-১১৬॥

গৃহমেধীয় ধর্ম্মের নিন্দা—

যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ ১১৭॥

(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় সংঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহুদুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (আপনার-কৃপায়) কোন কোন ধীরব্যক্তি কণ্ডুতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন॥ ১১৭॥

রাজস-তামসাদি আহার ভক্তি-প্রতিবন্ধক—

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ১১৮॥

(গীঃ ১৭।৯)

অতি কটু, অতি অম্ল, লবণ ও উষ্ণ লঙ্কা মরিচাদি অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত দাহকর ভ্রষ্টচনক, সর্ষপ প্রভৃতি দ্রব্য, দুঃখ-শোক ও রোগোৎপাদক দ্রব্য-সকল রাজস লোকের প্রিয়॥ ১১৮॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১১৯॥

(গীঃ ১৭।১০)

এক প্রহরের অধিক কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্যলাভ করে সেই দ্রব্য, নীরস খাদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পর্য্যুষিত অন্ন, গুরুজন ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট ও মদ্যমাংসাদি অপবিত্র দ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয় ॥১১৯

মাংসাদি অমেধ্য-ভোজন ভক্তি-প্রতিকূল—

যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।

পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১২০॥

(ভাঃ ১১।৫।১৪)

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্ক-চিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

মৎস্যাদি অমেধ্য-দ্রব্য ভোজন ভক্তির বাধক—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২১ ॥

(মনুসংহিতা ৫।১৫)

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়; কিন্তু মৎস্যভোজী, সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য-গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ॥ ১২১ ॥

বিষয়োন্মুখী ইন্দ্রিয়—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা

শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।

ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-

র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ১২২ ॥

(ভাঃ ৭।৯।৪০)

হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ—করিতেছে এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে ॥ ১২২ ॥

জিহ্বা বেগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ভক্তিপ্রতিবন্ধক

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্‌।
ন জয়েদ্রসং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥ ১২৩ ॥

(ভাঃ ১১।৮।২১)

যে-কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয় ॥ ১২৩ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ১২৪ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৭)

ভক্তিসাধনে কয়েকটী প্রধান অন্তরায়—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১২৫ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫৬-১৬০)

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি প্রাকৃত- সহজিয়ার ধর্ম্ম—অতএব ভক্তিপ্রতিকূল—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ ১২৬ ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১০০-১০২)

মনোধর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥ ১২৭ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭৬)

বহির্ম্মুখ জগতের ব্যবহার—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে ॥

গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এই মত বিষ্ণু-মায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেমতে এ সব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় 'কৃষ্ণনাম'।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥ ১২৮ ॥

(চৈঃ ভাঃ ৬৭-৬৮, ৭২-৭৫)

ঢঙ্গ-ভাগবত বা ভাগবত-ব্যবসায়ী—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥ ১২৯ ॥

(অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতে ও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে, উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড-ভাগবত হইয়া পড়েন ॥ ১২৯ ॥

মৌন, তপস্যা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি মোক্ষপ্রাপক উপায়ই অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবিকা, উহা ভক্তিপ্রতিকূল—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ ১৩০ ॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটী মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দম্ভের ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাম্ভিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা নাও হইয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥

ভুক্তিমুক্তি-বাসনা হইতে ভক্তি অন্তর্হিতা হন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা, আদি এই সব ॥
তার মধ্যে 'মোক্ষবাঞ্ছা', কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে 'কৃষ্ণভক্তি' হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ একজীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম ॥ ১৩১ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০ ৯২,৯৪)

বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অসারতা—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে ॥ ১৩২ ॥
(ভাঃ ২।৩।১৮)

বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করে না? ১৩২॥

শ্ববিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৩৩ ॥

(ভাঃ ২।৩।১৯)

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুরবিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৩৩ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ ॥ ১৩৪ ॥

(ভাঃ ২।৩।২০)

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতগোস্বামীকে বলিলেন,—হে সূত! যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথাছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা ও দুষ্টা ॥ ১৩৪ ॥

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ১৩৫ ॥

(ভাঃ ২।৩।২১)

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীট দ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি মুকুন্দের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল ভারমাত্র। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতকের হস্তসদৃশ ॥ ১৩৫ ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ১৩৬ ॥

(ভাঃ ২।৩।২২)

যে সকল পুরুষের নয়ন বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছের অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক। যে সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর ॥ ১৩৬ ॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রী বিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ১৩৭ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৩)

যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শবতুল্য। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসী ঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মৃতক-তুল্য ॥ ১৩৭ ॥

চৈতন্য-কৃপাই ভক্তিপথের কণ্টক অপসারণে সমর্থ—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হাহা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ১৩৮ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯)

বর্ত্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগ। এই যুগে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গ অত্যন্ত প্রবল। অতএব পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য, কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে, হায়! আমি ঐ সকল দ্বারা বিকল হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব? ৩৮॥

ষড়্‌বিধা শরণাগতি—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ ১৩৯॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯৭ শ্লোকধৃত বৈষ্ণব-তন্ত্রবাক্য)

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনে সঙ্কল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি॥ ১৩৯॥

শরণাগতি ব্যতীত কখনই চরমকল্যাণ লাভ সম্ভব নহে—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ ১৪০॥

(ভাঃ ৩।৯।৬)

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত

হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমিও আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ ॥ ১৪০ ॥

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ১৪১ ॥

(গীঃ ২।৭)

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—(হে কৃষ্ণ,) আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত (কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম তন্নির্ণয়ে অসমর্থ) ও কার্পণ্যদোষে (কার্পণ্য—অতত্ত্বজ্ঞতা) অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—'আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নির্ণয় করিয়া আমাকে উপদেশ দিন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন্ ॥ ১৪১ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪২ ॥

(গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমা। যাঁহারা কেবল আমার ভগবৎ-স্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥১৪২॥

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।

তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ১৪৩ ॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্রউত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্যদেহে "আমি ও আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না ॥ ১৪৩ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামহম্ ॥ ১৪৪ ॥

(গীঃ ৯।২২)

যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার চিন্তা পোষণ ও ভজন করে, সেইসকল একনিষ্ঠ ভক্তের ভরণপোষণ সংরক্ষণের ভার আমি বহন করিয়া থাকি ॥১৪৪

শরণাগত ভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিক বিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা ॥ ১৪৫ ॥

(বৃহঃ ভাঃ ২।৩।৪৫)

কৃষ্ণভক্তি-রস-সুধা পান করিয়া দেহিজীবগণ স্থূল লিঙ্গদেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত হন। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়॥ ১৪৫ ॥

শরণ্যবস্তুর ন্যায় শরণাগতের দেহ অপ্রাকৃত—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ ১৪৬ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০০)

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহ তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৪৭ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
দ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ ১৪৮ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০)

হে সজ্জনবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্ব্বধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে অনুরক্ত হউন ॥ ১৪৮ ॥

দৈন্য—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্শ্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ১৪৯ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৪৫ শ্লোকধৃত মহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক)

(হে সখি,) কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার

জন্ম। বংশীবদন কৃষ্ণদর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা ॥ ১৪৯ ॥

আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥১৫০॥

(ভাঃ ১১।২।৩০)

নিমিরাজ নবযোগেন্দ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তদিগের দর্শন অতিশয় দুর্লভ, সুতরাং আমি আপনাদের নিকট নিরতিশয় মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারেও ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ আনন্দ-নিধিস্বরূপ ॥ ১৫০ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৫১ ॥

(ভাঃ ১১৷১৮৷১৩)

ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গলসাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও কিঞ্চিন্মাত্রও তুলনা হয় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা আর অধিক কি বলিব? ১৫১ ॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৫২ ॥

(ভাঃ ১১৷২৷৩৭)

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণের অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুহৃদ্‌বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন ॥ ১৫২ ॥

শ্রুতিতে ভক্তপূজা ও সাধুসঙ্গের একান্ত কর্ত্তব্যতা

তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্‌ভূতিকামঃ ॥ ১৫৩ ॥

(মুণ্ডক ৩।১।১০)

মুক্তিকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের পূজা করিবে ॥ ১৫৩ ॥

সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ১৫৪ ॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

হে রহূগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

অল্পসুকৃতিমানের পক্ষে মহৎগণের সেবালাভ সম্ভব নহে

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৫৫ ॥

(ভাঃ ৩।৬।২০)

কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা, বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের)

প্রাপ্তির পথস্বরূপ মহদ্ব্যক্তিগণের সেবা অল্পসুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। এই ভক্তজনসমাজেই ভূতভাবন ভগবান্ নিত্য কীর্ত্তিত হন॥ ১৫৫

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৫৬॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না॥১৫৬॥

ভক্তেই নিখিলগুণের সমাবেশ অভক্তের কোনও গুণ নাই

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১৫৭॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন: হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়? ১৫৭॥

সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির উদয়

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৫৮ ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতিউৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে ॥১৫৮

বিজ্ঞপ্তি—সম্প্রার্থনাত্মিকা,

দৈন্যময়ী, লীলাময়ী, মনঃ শিক্ষাময়ী ভেদে বহুবিধ।

সম্প্রার্থনাত্মিকা

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ১৫৯ ॥

(শিক্ষাষ্টক ৪)

ত্রয়োদশরত্ন সমাপ্ত।

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এই মাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক্ ॥ ১৫৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়কণ্ঠহারে 'সাধনভক্তি-তত্ত্ব'-বর্ণন নামক
ত্রয়োদশরত্ন সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ স্তম্ভ

বর্ণধর্ম্ম-তত্ত্ব

বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ—দৈব ও আসুর

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১ ॥

(পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব ॥

দৈব-বর্ণাশ্রম—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥ ২ ॥

(বিঃ পুঃ ৩।৮।৯ ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫৩ অঃ)

পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই ॥ ২ ॥

আসুর-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৩ ॥

(গীঃ ১৬।৮)

আসুর-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই জগৎকে মিথ্যা, আশ্রয়হীন-অনীশ্বর ও প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে;

সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ সংযোগহেতু কাম ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন নিমিত্ত নাই ॥ ৩ ॥

আসুর-বর্ণাশ্রমীর চরিত্র—

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি :
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ৪ ॥
(গীঃ ১৬।১৪)

এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর,আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্, আমিই সুখী ॥

আসুর-বর্ণাশ্রমীর পরিণাম—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৫ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥৬॥
(গীঃ ১৬।১৯-২০)

সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে ॥ ৫-৬ ॥

আসুরবর্ণাশ্রমিগণের ত্রিবিধ জন্ম, কুল ও বিদ্যা নিরর্থক

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ৭ ॥
(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাহাদের বিদ্যা, ব্রত ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্, (এই কথা বলিয়া বহির্ম্মুখ যজ্ঞে দীক্ষিত মাথুর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে ধিক্কার করিয়াছিলেন) ॥ ৭ ॥

জীবের স্বভাব—চারিপ্রকার (১) ব্রহ্মস্বভাব, (২) ক্ষত্রস্বভাব, (৩) বৈশ্যস্বভাব (৪) শূদ্রস্বভাব

স্বভাবানুসারে বর্ণনির্ণয়ই বিজ্ঞান-সম্মত ও আর্য্যঋষি-সম্মত

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষং ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্ ।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

(ভাঃ ৭।১১।২১-২৪)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য,—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য,—এই কয়েকটী ক্ষত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু, অচ্যুত-ভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য,—এই কয়েকটী বৈশ্য-লক্ষণ। সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্র যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা,—এই কয়েকটী শূদ্র-লক্ষণ ॥ ৮-১১ ॥

গীতার প্রমাণ—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১২ ॥

(গীঃ ১৮।৪১)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিনটী গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ, সেই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম স্বভাবজ কর্ম্ম—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ১৩ ॥

(গীঃ ১৮।৪২)

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, —এই কয়েকটী ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ১৩ ॥

ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম্ম—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ১৪ ॥

(গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটী ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ১৪ ॥

বৈশ্য ও শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম্ম—

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ১৫ ॥

(গীঃ ১৮।৪৪)

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য,—এই কয়েকটী বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। (এই চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল শৌক্র জন্ম দ্বারা হয় না) ॥ ১৫ ॥

গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগই ভগবানের অভিপ্রেত—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥

(গীঃ ৪।১৩)

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্টি করিয়াছি। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে আমি কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সকল কার্য্য হইতে উদাসীন থাকি ॥ ১৬ ॥

ভাগবত-প্রমাণ—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৮ ॥

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২পঃ ২৬)

বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে;

ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥১৭-১৮॥

প্রাচীনযুগের বর্ণধর্ম্ম ; সত্যযুগে একটীমাত্র-বর্ণ—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥ ১৯॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥ ২০ ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ ২১ ॥
(ভাঃ ১১।১৭।১০।১২-১৩)

(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব,) সত্যযুগের প্রারম্ভে মানবদিগের 'হংস'-নামে একটী বর্ণ ছিল। সেই যুগে যে সকল প্রজাবর্গ জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হইত, এইজন্য ইহাকে লোকে 'কৃতযুগ' বলিয়া জানে। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে আমার হৃদয় ও প্রাণ হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যা উৎপন্ন হয়। তাহার পর আমি হোত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্র—এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। পরে বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব-স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল ॥ ১৯-২১ ॥

পূর্ব্বে সকলেই 'ব্রাহ্মণ' ছিলেন, পরে গুণকর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণবিভাগ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ ২২ ॥
(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৮।১০)

ভৃগু কহিলেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ২২ ॥

কলিকালে বর্ণধর্ম্মের অবস্থা—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ।
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৩ ॥

বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ।
অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৪ ॥

বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূতচৌর্য্যকরাস্তথা।
বিধবাসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ২৫ ॥

বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ।
রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ॥ ২৬ ॥

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ ॥ ২৭ ॥

(পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৭শ অঃ)

কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণই স্ব-স্ব আচার-বিহীন পাপপরায়ণ হইবে। বিপ্রগণ—বেদবিহীন, যজনাদি অপর পাঁচটি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামুক ও ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে। কলিকালে দ্বিজগণ বেদনিন্দক, দ্যূতক্রীড়া-পরায়ণ, চৌর্য্যবৃত্তিবিশিষ্ট এবং বিধবা-সঙ্গলোলুপ হইবে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন কোন মহাকপটধর্ম্মী ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান এবং জটিল কেশশ্মশ্রু ধারণ করিবে। কলিতে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শূদ্রধর্ম্মে অবস্থান করিবে ॥ ২৩-২৭ ॥

কলিকালের ব্রাহ্মণব্রুব—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ ॥ ২৮ ॥

(চৈঃ ভাঃ ১১শ অধ্যায়ধৃত বরাহপুরাণ-বচন)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে-সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল, তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হয় এবং সেই কুলে উৎপন্ন হইয়া যাহাদিগের দশবিধ সংস্কার, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়াছে, সেই সকল শ্রোত্রীয়-কুলকে বাধা প্রদান করে ॥২৮॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ—

এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'-নাম-মাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥
কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥
এ-সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥ ২৯ ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৩০০, ৩০২, ৩০৩)

শৌক্রবিচারে বর্ণ-নিরূপণ দূষিত কেন ?—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥ ৩১ ॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

(যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন,—) হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ-কার্য্য—দুষ্পরীক্ষ্য,

ইহাই আমার বিশ্বাস ; যেহেতু সকলবর্ণের মানবগণ সকলবর্ণের স্ত্রীতেই—সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকলবর্ণেরই একই প্রকার ॥ ২৯-৩১ ॥

সত্যপ্রিয়-বৈদিক ঋষিগণের অভিমত—

"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি" ॥ ৩২ ॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত শ্রুতি)

আমরা জানি না, আমরা 'ব্রাহ্মণ' কি 'অব্রাহ্মণ' ;—সত্যপ্রিয়-ঋষিগণের চিত্তে এইপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

বৃত্তগত বর্ণ-নিরূপণই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদি দ্বারা সমর্থিত—

(১) শ্রুতি-প্রমাণ—

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহ-সংভবাৎ সর্ব্ব-শরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধর্ম্মা ধর্ম্মাদি-সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদি-শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি-দোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেক জাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্ত-কন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্ম্ম-সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তঃ জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়া-হীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি-সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পং অশেষকল্পাধারং অশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ং অনুভবৈকবেদ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি-দোষরহিতঃ শম-দমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারা-দিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধির্নাস্ত্যেব ॥ ৩৩ ॥ (বজ্রসূচিকোপনিষৎ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ। বর্ণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদবচনানুরূপ, স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক, ইহার মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' কে? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ জীবকে 'ব্রাহ্মণ' বলিলে, তাহা সত্য নহে। অতীত-অনাগত অনেক শরীরগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু, একরূপেরও কর্ম্মবশে অনেক দেহ-সম্ভাবনা-হেতু এবং সর্ব্বদেহগণের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি 'দেহ' ব্রাহ্মণ? ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব-হেতু জরা-মরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা-দর্শন-হেতু, 'ব্রাহ্মণ'—'শ্বেতবর্ণ', 'ক্ষত্রিয়'—'রক্তবর্ণ', 'বৈশ্য'—'পীতবর্ণ', 'শূদ্র'—'কৃষ্ণবর্ণ', এইরূপ নিয়ম না থাকায়, 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। শরীর-দহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাশ্রয় করে না। সে জন্য 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'?—তাহাও নহে। মৃতপিত্রাদির অন্যজাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়; এতদ্-ব্যতীত লব্ধজ্ঞান ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন; তজ্জন্য 'জাতি'ই 'ব্রাহ্মণ' নহে। তাহা হইলে কি 'জ্ঞান' ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ-পরমার্থদর্শী। সে জন্য 'জ্ঞান'ও 'ব্রাহ্মণ' নহে। তাহা হইলে কি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধ-সঞ্চিত আগামী কর্ম্মসাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য 'কর্ম্মই' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই 'ব্রাহ্মণ'? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেক হিরণ্যদাতা, সেজন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যে কেহ আত্মাকে

অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি-ষড়্‌ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প অশেষকল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্য-অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈকবেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলক-ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি-দোষশূন্য, শমদমাদিবিশিষ্ট, ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশয়, মোহাদিরহিত এবং দম্ভঅহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন। এই প্রকার কথিত-লক্ষণ বিশিষ্ট যিনি, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' ;—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৩ ॥

(২) ভারত-প্রমাণ—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥ ৩৪ ॥

(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।৮)

শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রলক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

(৩) ভাগবত-প্রমাণ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না) ॥ ৩৫ ॥

(৪) বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা-সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণের অভিমত—শ্রীনীলকণ্ঠের মত

এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম-শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব ॥ ৩৬ ॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ নীলকণ্ঠ-টীকা)

এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি শমাদি-গুণ দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 'ব্রাহ্মণ'। আর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি কামাদিগুণ যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র',—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

(৫) বৃত্তব্রাহ্মণতা-সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তে নেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

(ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'যস্য যল্লক্ষণম্' (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত

অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধা না করিয়া, লক্ষণ দ্বারা তাঁহার 'বর্ণ' নিরূপণ করিবে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

(৬) মহাপ্রভুর 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ—

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা ।
পরম-পবিত্র-স্থান 'অপবিত্র' কৈলা ॥ ৩৮ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৪-২৭৫)

(৭) স্মৃতিপ্রমাণ—

এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেঽনঘ ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥
স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি ।
ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥৩৯॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫, ৮)

উমা বলিলেন,—হে দেব, ভূতপতে অনঘ, তিনবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকারে নিজস্বভাব দ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। মহেশ্বর তদুত্তরে কহিলেন, —ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদ্যপি ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তি জীবিকায় দিনযাপন করেন, তাহা হইলে তাদৃশাচরণকারি-ব্যক্তি ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে বৃত্তবিচার—

মহাভারতে—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু ॥ ৪০ ॥

দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৪১ ॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫।১৩-১৫)

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে কহিলেন, আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্য-পরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ 'ব্রাহ্মণ' হইবার কারণই একমাত্র 'সচ্চরিত্রতা' ॥ ৪০-৪১ ॥

হিংসানৃত-প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥৪২॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম-করোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ মোঃ ধঃ ১৮৮।১৩; ১৮৯।৭)

হিংসা, মিথ্যাভাষণ, লোভ ও সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, অসৎ কার্য্যদ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সকল দ্রব্যভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকলকর্ম্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদ-ধর্ম্ম ও অনাচারী, তাহাকেই 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪২-৪৩ ॥

বৃত্তবিচারে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুজ্ঞা—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্পবৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৪ ॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৬)

হে সর্প! যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি 'শূদ্র' ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—(১) সত্যকাম-জাবাল ও গৌতম

তাং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি। স হোবাচ। নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহং অস্মি। অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহং এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি। তং হোবাচ—এতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্য আহর। উপ ত্বা নেষ্যে। ন সত্যাদগা ইতি ॥ ৪৫ ॥

(ছাঃ ৪।৪।৪)

গৌতম তাঁহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য! তুমি কোন্ গোত্রীয়? তিনি কহিলেন,—"আমি জানি না, আমি কোন্ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে বলিয়াছেন,—'আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু লোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা। তোমার নাম সত্যকাম।' সেই আমিই সত্যকাম জাবাল।" গৌতম তাহাকে কহিলেন, "বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে, ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। অতএব তুমি 'ব্রাহ্মণ', তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য!

সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব ; তুমি সত্য হইতে চ্যুত হইও না ॥ ৪৫ ॥

বৈদিকযুগের বৃত্ত বা দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণতার উদাহরণ শ্রুতি ও বৈদিকাচার্য্যগণ-দ্বারা সমর্থিত

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

(ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত-গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বেদান্তসূত্রের প্রমাণ—(২) চিত্ররথের উদাহরণ—

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" ॥ (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪) ; নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্। (পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শনে মাধ্ব-ভাষ্য) রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্ ॥ ৪৭ ॥

(পদ্মপুরাণ)

শোকদ্বারা যিনি দ্রবীভূত তিনিই শূদ্র। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্ক মুনি কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্কমুনি হইতে প্রাণবিদ্যালাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

"ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৫)

ভাষ্যে—

"অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সম্বন্ধিত্বেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণস্য ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ। রথস্ত্বশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যভি-

ধীয়তে। ইতি ব্রাহ্মে। . যত্র বেদো রথস্তত্র ন বেদো যত্র নো রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥" ৪৮॥

'এই যে অশ্বতরীযুক্ত' রথ,—এই চিত্ররথসম্বন্ধী চিহ্নদ্বারাই পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে। রথে অশ্বতরী-সংযোগে 'চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-মতে,—যেখানে বেদ, তথায় রথ, যেখানে বেদ নাই, রথও সেখানে নাই। চৈত্ররথ চিহ্নদর্শনে উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্ব-উপলব্ধি। (এই সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেছে)॥ ৪৮॥

(৩) স্মৃতিতে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ ॥৪৯॥

(হরিবংশে ১১ অধ্যায়)

নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র এই বৈশ্যদ্বয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন॥ ৪৯॥

অসংখ্য উদাহরণ-মধ্যে কয়েকটী—

এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো নরাধিপঃ।
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ॥ ৫০॥
তস্য গৃৎসমদঃ পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্‌গৃৎসমদোঽভবৎ॥ ৫১॥
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি সুচেতাঅভবদ্দ্বিজঃ।
বর্চ্চাঃ সুচেতসঃ (সুতেজসঃ) পুত্রো বিহব্যস্তস্য চাত্মজঃ॥৫২॥
বিহব্যস্য তু পুত্রস্তু বিতত্যস্য চাত্মজঃ।
বিতত্যস্য সুতঃ সত্যঃ সন্তঃ সত্যস্তস্য চাত্মজঃ॥ ৫৩॥
শ্রবাস্তস্য সুতশ্চর্ষিঃ শ্রবসশ্চাভবত্তমঃ।
তমসশ্চ প্রকাশোঽভূত্তনয়ো দ্বিজসত্তমঃ॥ ৫৪॥

প্রকাশস্য চ বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ।
তস্যাত্মজশ্চ প্রমিতির্বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫৫ ॥
ঘৃতাচ্যাং তস্য পুত্রস্তু রুরুর্নামোদপদ্যত।
প্রমদ্বরায়াস্তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত।
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ ॥ ৫৬ ॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ৩০।৬৬, ৫৮, ৬০-৬৫)

রাজা বীতহব্য এই প্রকারে ব্রাহ্মণতা লাভ করিলেন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজেন্দ্র, বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে বিপ্র হইলেন। তাঁহার আত্মজ গৃৎসমদ—রূপে, অপর ইন্দ্রের তুল্য। তিনি ব্রহ্মচারী ও বিপ্রর্ষি হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা বিপ্র হইয়াছিলেন। সুচেতার তনয় বর্চ্চাঃ, তাঁহার আত্মজ বিহব্য, তৎসুত বিতত্য, তৎসুত সত্য, তৎসুত সন্ত, তৎসুত শ্রবা, তৎসুত তম, তৎসুত দ্বিজসত্তম প্রকাশ, তৎসূনু বাগিন্দ্র, তৎসূনু বেদ-বেদাঙ্গপারগ প্রমিতি। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতির তনয় রুরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামক বিপ্রর্ষি তনয় হয় এবং তাঁহার সুতই শৌনক ॥ ৫০-৫৬ ॥

(৪) ভাগবত বা নির্ম্মল বৈষ্ণবপুরাণে বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ—

যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তে যাঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ৫৭ ॥

(ভাঃ ৫।৪।১২)

(পূর্ব্বোক্ত ঊনবিংশতি পুত্রের) কনিষ্ঠ, ঋষভের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত একাশীতি-সংখ্যক পুত্র পিতা ঋষভ-দেবের আজ্ঞানুসারী, অতিশয় বিনীত, বেদ-নিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ ও সদাচার-রত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

পুরোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৫৮ ॥
(ভাঃ ৯।২০।১)

হে ভারত, পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। এই বংশে তুমি জন্মিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৫৯ ॥
(ভাঃ ৯।১৭।৩)

(চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র সুহোত্র)। সুহোত্রের কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ-নামক তিনটী পুত্র। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক বহ্বৃচপ্রবর মুনি হন ॥ ৫৯ ॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য—

ব্রহ্মোবাচ—

সচ্ছ্রোত্রিয়কুলে জাতো অক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ।
অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যা ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা ॥ ৬০ ॥
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬১ ॥

* * *

যস্য তস্য কুলে জাতো গুণবানেব তৈর্গুণৈঃ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২ ॥
(পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪৩অঃ ৩২১ ও ৩২২ পৃষ্ঠ; গৌড়ীয়-সংস্করণ)

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—সচ্ছ্রোত্রিয়কুলে জাত সদাচাররহিত ব্যক্তি কখনই পূজিত নহেন। অসৎক্ষেত্র ও কুলে আবির্ভূত ব্যাস ও বৈভাণ্ডক-

মুনি পূজার্হ; ক্ষত্রিয়কুলে জাত বিশ্বামিত্রও মত্তুল্য। বেশ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বসিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগুণোপেত অন্য ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়াই সিদ্ধ। যে সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার গুণসমূহের দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ, তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬০-৬২ ॥

বিবাদতর্কে শৌক্রবিচারের শুদ্ধতার অভাব ; পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায়ই শুদ্ধি—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ ৬৩ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ নামমাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি ॥ ৬৩ ॥

'দীক্ষা' কাহাকে বলে ?—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ ৬৪ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে "দীক্ষা" নামে অভিহিত করেন ॥ ৬৪ ॥

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় নৃমাত্রেরই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

টীকা—নৃণাং সর্বেবষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা' ॥ ৬৫ ॥

(শ্রীসনাতন-গোস্বামী-কৃত দিগ্‌দর্শিনী)

টীকার অর্থ—'নৃণাং' শব্দে দীক্ষিত সকলেরই ; 'দ্বিজত্বং'-শব্দে বিপ্রতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিরূপ দ্বিজত্ব নহে) ॥ ৬৫ ॥

আচার্য্য বিনীত শিষ্যদিগকে সংস্কার প্রদান করিয়া মন্ত্রার্থ বলিবেন—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি ॥ ৬৬ ॥

ভারত-প্রমাণ—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এইসকল কর্ম্মফল দ্বারা আগম-সম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥

**ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥ ৬৮ ॥**

সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

(মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০, ৫১)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

আচার্য্য গোস্বামীর সিদ্ধান্ত—

ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবন-যোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবন-যোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবাব-চ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্য-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

(দুর্গমসঙ্গমনী—পূর্ব্ব-বিঃ ১।১৩)

ব্রাহ্মণ-কুমারগণের শৌক্রজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও যেরূপ সবন-যজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে অর্থাৎ শৌক্রব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজ যেমন সবন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ-মাত্রে) সবনযজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাদির মূল প্রারব্ধ-পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না; যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ—শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন-

যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন-মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা-লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে ॥ ৭০ ॥

এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ ॥ ৭১ ॥

(ব্রঃ সং ৫।২৭ শ্রীজীবকৃত-ভাষ্য)

অতঃপর ধ্রুবের ন্যায় দীক্ষার পরেই ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামন্ত্রের অধিদেবতা হইতে উহা (ঐ সংস্কার) উৎপন্ন হইল ॥ ৭১ ॥

জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে ।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥ ৭২ ॥

(মনু ২।২৬০)

শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে (অতএব জন্ম ত্রিবিধ—'শৌক্র', 'সাবিত্র' ও 'দৈক্ষ') ॥ ৭২ ॥

ত্রিবিধজন্মসম্বন্ধে স্বামিপাদ—

ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম ॥ ৭৩ ॥

(ভাবার্থদীপিকা ১০।২৩।৩৯)

"ত্রিবৃৎ" শব্দে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্ম বুঝাইয়া থাকে ॥

অষ্ট-চত্বারিংশৎ-সংস্কার যুক্ত ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ'

"যস্যৈতেঽষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ" ॥ ৭৪ ॥

(মঃ ভাঃ শাঃ ১৮৯।২ শ্লোকে নীলকণ্ঠ টীকাধৃত স্মৃতিবাক্য)

এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ॥ ৭৪ ॥

একায়নশাখী ও বহ্বয়নশাখী—

যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদিদাহান্তসংস্কারান্তর-সেবনাদ্ভাগবতানামব্রাহ্মণ্যমিতি, তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরায়ুষ্মতো দোষঃ; যদেতে বংশপরম্পরয়া বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ কাত্যায়নাদিগৃহ্যোক্তমার্গেণ গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্ব্বতে; যে

* কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টী সংস্কার যথা—

১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ম্ম, ১০। উপনয়ন, ১১। সমাবর্ত্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অন্ত্যেষ্টি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ, ১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নরযজ্ঞ ১৮। অতিথিযজ্ঞ, ১৯। বেদব্রত চতুষ্টয়, ২০। অষ্টকাশ্রাদ্ধ ২১। পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রায়ণী, ২৪। প্রৌষ্ঠপদী, ২৫। চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্ন্যাধান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০। আগ্রয়ণেষ্টি ৩১। চাতুর্ম্মাস্য, ৩২। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সোত্রামণি ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩৬। উক্থ ৩৭। ষোড়শী, ৩৮। বাজপেয় ৩৯। অতিরাত্র ৪০। আপ্তোর্যাম, ৪১। রাজসূয়াদি, ৪২। সর্ব্বভূতদয়া, ৪৩। লোকদ্বয়চাতুর্থ, ৪৪। ক্ষান্তি ৪৫। অনসূয়া ৪৬। শৌচ ৪৭। অনায়াস-মঙ্গলাচার, ৪৮। অকার্পণ্য অস্পৃহা ॥ ৭৪ ॥

ভাগবতীয়গণের মতে—

শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে তন্মধ্যে তাপ পুণ্ড্র ও নাম এই তিনটী কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা যাগ এই দুইটী লইয়া তাপাদি পঞ্চসংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ম্ম, পঞ্চবিংশতি সংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চক-তত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্বসাধক নয়টী সংস্কার-প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশে যে দীক্ষা-বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে গর্ভাধানাদি দশটী সংস্কার-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত অধিকারে নয়টী সংস্কার-প্রদানের যোগ্যতালাভরূপ সংস্কার সর্ব্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা। শ্রীযামুনাচার্য্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রত্বকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

পুনঃ সাবিত্র্যানুবচন প্রভৃতিত্রয়ী-ধর্ম্মত্যাগেন একায়নশ্রুতিবিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বতে তেঽপি স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কর্ম্মাননুষ্ঠানাদ্ব্রাহ্মণ্যাৎপ্রচ্যবন্তে,অন্যেষামপি পরশাখা-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তাব্রাহ্মণ্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭৫ ॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যম্)

"গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহপর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন" এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী। কিন্তু আয়ুষ্মান্ বক্তার কোন দোষ নাই ; যেহেতু তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহোক্ত মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাহারা সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি (যজ্ঞোপবীত ধারণনির্ণায়ক শ্রুতি) বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "একায়ন শ্রুতি"-বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ম্মের অননুষ্ঠানহেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্যশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে॥ ৭৫ ॥

ভাগবতগণ 'শূদ্র' নহেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৭৬ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)

ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত নহেন, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি

ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়াই গণনীয় ॥ ৭৬ ॥

একায়নশাখী পরমহংস ব্যতীত বর্ণাশ্রমে হরিভজনকারীর যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্ত্তব্য—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্‌বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্‌যঃ স চেতনঃ ॥ ৭৭ ॥

(ব্রহ্মোপনিষৎ ২৮ শ্লোক)

বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি ভক্তিযোগে সম্যক্ অবস্থিত হইলে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করিলে বাহ্য সূত্র ত্যাগ করিতে পারেন। (ত্যাগ না করিয়া সূত্র ধারণপূর্ব্বক 'ত্যক্তসূত্র'-বিচারবান্ থাকিতেও পারেন)। যিনি অপ্রাকৃত ভাবময় অন্তঃসূত্র ধারণ করেন, তিনি যথার্থই চৈতন্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

ব্রাহ্মণব্রুবের ব্রহ্মসূত্রের গর্ব্ব অশোভনীয়—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ ৭৮ ॥

(অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয় ॥ ৭৮ ॥

'অনুকরণ' বা 'ঢং' ব্রাহ্মণতা নহে ; যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ'—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ৭৯ ॥

(মনু ২।১৫৭)

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন,—বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে ॥ ৭৯ ॥

বেদপাঠ-বর্জ্জনকারী দ্বিজের জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্বপ্রাপ্তি ; বেদপাঠহীনের পুত্রপৌত্রাদির উপনয়ন নিষিদ্ধ—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ৮০ ॥

(মনু ২।১৬৮)

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য বিষয়ে (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর-বিষয়ে) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৮০ ॥

'ব্রাহ্মণব্রুব' কাহাকে বলে ?—

বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে ॥ ৮১ ॥
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৮২ ॥
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৮৩ ॥
অধ্যাপয়তি নো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্।
গর্ভাধানাদি-সংস্কারৈর্যুতঃ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৮৪ ॥

(পদ্মপুরাণ)

যে বিপ্র দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য অথবা শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিককর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি ব্রাহ্মণব্রুব বলিয়া

কথিত হন। যে দ্বিজ নিয়ম, ব্রত ও সর্ব্বসংস্কারসম্পন্ন হইয়া বেদোক্ত কোন কর্ম্মই করেন না, তিনি ব্রাহ্মণব্রুব। গর্ভাধানাদি সংস্কারযুক্ত ও উপনীত ব্যক্তি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর না হন এবং বেদাধ্যয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-ব্রুব জানিতে হইবে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করেন না বা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান না, তিনি যদি গর্ভাধানাদি দশসংস্কার বিশিষ্ট হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণব্রুব ॥ ৮১-৮৪ ॥

কুল্লূকভট্টটীকা—যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়া-রহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি, স ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৮৫ ॥

(মনু ৭।৮৫)

যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ক্রিয়া-রহিত হইয়াও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সে ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণব্রুব' নামে সংজ্ঞিত হয় ॥৮৫॥

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ ৮৬ ॥

(মনু ৪।১৯০)

যে দ্বিজের তপস্যা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি আছে; পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

ব্রাহ্মণব্রুবগণের পরিণাম—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮৭ ॥

(মনু ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে ॥ ৮৭ ॥

ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিতের নিন্দা—

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা ।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ ॥ ৮৮ ॥

(মনু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না ॥ ৮৮ ॥

দেবলাদি 'ব্রাহ্মণ'-পদবাচ্য নহেন—

অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে ।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্‌ ॥
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্‌ ।
শ্রৌতক্রিয়াঽননুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জ্জনম্‌ ॥
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্‌ ॥ ৮৯ ॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্রবাক্য)

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য-ভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত অন্য সংস্কার-গ্রহণ, শ্রৌত ক্রিয়ার অননুষ্ঠান, দ্বিজ-গণের সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হয় ॥ ৮৯ ॥

শাস্ত্রে দেবল-ব্রাহ্মণের নিন্দা—

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥ ৯০॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য)

যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত॥৯০॥

এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥ ৯১॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্র-বাক্য)

যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই॥ ৯১॥

'আপদ্ধর্ম্মের' নামে দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা শাস্ত্র-গর্হিত—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥ ৯২॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরম-সংহিতা-বাক্য)

বহু কষ্টদশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না॥ ৯২॥

পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা—

এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥৯৩॥

(বৃহদাঃ ৩।৯।১০)

পৃথুমহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল;—কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই ॥ ১০১ ॥

নীচকুলে জাত ভক্ত ও চতুর্ব্বেদাধীতী ব্রাহ্মণের পার্থক্য—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ১০২ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। ভক্ত আমারই ন্যায় পূজ্য ॥ ১০২ ॥

নামগ্রহণকারী পূর্ব্বজন্মে বহুবার তপস্যা, যজ্ঞ, স্নান ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনিই পরম পাবন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১০৩ ॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব্ব প্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান,

সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১০৩ ॥

শুদ্ধভক্তির আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভুর আচরণ—ম্লেচ্ছকুলে প্রকটিত বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ব্রাহ্মণগুরু'রূপে নির্দ্দেশ—

আচার্য্য কহেন,—তুমি না বাসিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥ ১০৪ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৯-২২০)

বৈষ্ণব কোটি কোটি সর্ব্ববেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের গুরুদেব—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥ ১০৫ ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটিব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্রবৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৫ ॥

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে "বর্ণধর্ম্ম-তত্ত্ব"-বর্ণন নামক চতুর্দ্দশরত্ন সমাপ্ত।

পঞ্চদশ রত্ন

আশ্রমধর্ম্ম-তত্ত্ব

জীবের অবস্থানানুসারে চারিটি আশ্রম—

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্ বা বনাদ্‌বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ১ ॥

(জাবালোপনিষৎ ৪।১)

(রাজর্ষি-জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বলিলেন, ভগবন্ সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্বিধি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন্) অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া তৎপরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। যদি ইহার অন্যথা হয় অর্থাৎ যদি কোন লোকের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই পরিব্রাজক হইবেন। অর্থাৎ যিনি যে আশ্রমেই থাকুন্ না কেন প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তত্তদাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিচ্যুত হইয়াও ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন; তবে তিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করুন আর নাই

করুন, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদোক্ত স্নান করুন আর নাই করুন, অথবা সাগ্নিক হইয়া অগ্নিনির্ব্বাপিত করুন কিম্বা নিরগ্নিই হউন, যে দিনেই সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনেই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন ॥ ১ ॥

চতুরাশ্রমের উৎপত্তি—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ২ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।১৩)

(শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন), আমার জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত ॥ ২ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটীর চারিটী প্রকার-ভেদ—

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা।
বার্ত্তা সঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ৩।১২।৪২)

সাবিত্র (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্র-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য), প্রাজাপত্য (এই প্রবৃত্তিপর ব্রতের আচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), বৃহদ্ব্রত (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য), প্রথম তিনটী 'উপকুর্ব্বাণ' ও শেষটী 'নৈষ্ঠিক' নামে পরিচিত। বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি-বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি), শিলোঞ্ছ (পতিত কণিকা-ভক্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ-বৃত্তি) এই সকল গৃহস্থের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও সৃষ্টি করিলেন ॥৩॥

বৈখানসা বালিখিল্যৌডুম্বরাঃ ফেনপা বনে।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংস-নিষ্ক্রিয়ৌ ॥ ৪ ॥

(ভাঃ ৩।১২।৪৩)

বৈখানস (অকৃষ্ট-পচ্যবৃত্তি), বালিখিল্য (যাঁহারা নূতন অন্ন পাইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নত্যাগ করেন), ঔড়ুম্বর (প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যেদিক্ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি-ভক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহকারী), ফেনপ (স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবনধারণ-কারী)—এই চারিপ্রকার বৃত্তিভেদে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং কুটীচক (স্বীয় আশ্রম-কর্ম্মপ্রধান), বহূদক (কর্ম্মের অপ্রাধান্য বিবেচক অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান), হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ) এবং নিষ্ক্রিয় (প্রাপ্ত-তত্ত্ব অর্থাৎ 'পরমহংস')—এই চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বীও (উৎপন্ন হইলেন) ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যা জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ ॥ ৫ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২২)

মানবক আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরুকর্ত্তৃক আহুত হইলে গুরুকুলে বাস ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন ॥ ৫ ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৫)

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন),—হে উদ্ধব, শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ (আমার প্রকাশ-বিগ্রহ) জানিবে কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না।

'গুরুদেব'—সর্ব্বদেবময়, ঔপাধিক-জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা নিজপ্রাকৃত-জাড্যে মৎসর হইয়া তাঁহাকে অসূয়া করিবে না ॥ ৬ ॥

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ ॥ ৭ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৬)

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষা ব্যতীত অপরও যাহা কিছু লব্ধ হয়, ব্রহ্মচারী তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন, এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন ॥ ৭ ॥

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং যদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রাম-কালে আচার্য্যকে শুশ্রূষা-করণানন্তর অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত তৎসমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা দীনভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন ॥ ৮ ॥

এবং বৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্‌ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥ ৯ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৮)

ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক ভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ৯ ॥

এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ ॥ ১০ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৩৩)

এইরূপ বৃহদ্ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন, তিনি তীব্র তপস্যা দ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েন ॥ ১০ ॥

গৃহীর কর্ত্তব্য—হরিসেবাই সকল আশ্রমীর একমাত্র কৃত্য—

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥ ১১ ॥

(ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য এই সমস্ত ধর্ম্মও ঋতুরক্ষাকারী গৃহীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

প্রবৃত্তগণের জন্য ক্রম-নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা-
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১২ ॥

(ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তত্তদ্বিষয়ে 'বিবাহ যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির" যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে; ঐসকল নিয়মও জীবের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

গৃহব্রত হওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে—

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৩ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫২)

বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়াও কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে, এবং দৃষ্টবস্তু যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে ॥ ১৩ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ১৪ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৩)

পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর ॥ ১৪ ॥

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ১৫ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৪)

এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না ॥ ১৫ ॥

গৃহস্থাশ্রমীর সর্ব্বাশ্রমে ভক্তি কর্ত্তব্য—

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৫)

(ভগবান্ কহিলেন) ভক্তিমান্ ব্যক্তি গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহ দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া সপুত্রক গৃহে বাস, বনে বাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন ॥ ১৬ ॥

গৃহব্রতের চরিত্র—

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥ ১৭ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৬)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলস-মতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

গৃহব্রতের গতি—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ ১৮ ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

"হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে," এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে ॥ ১৮ ॥

স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই গৃহাসক্তি নিন্দার্হ ; কৃষ্ণাসক্তিই জীবমাত্রের ধর্ম্ম—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশ-পিনদ্ধমন্ত-
র্ম্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূরিত জীবিত শবকে "এই আমার কান্ত" ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

প্রাকৃত-দাম্পত্য-সুখাভিলাষী সকাম গৃহীর নিন্দা—

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া ।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥ ২০ ॥

(ভাঃ ১০।৬০।৫২)

(সকাম ভক্তদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—) যে সকল কামাত্মা প্রাকৃত-দাম্পত্য-সুখ-ভোগার্থ তপস্যা ও কঠোর ব্রতাচরণ দ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মুগ্ধ হয় ॥ ২০ ॥

যথার্থ গৃহস্থাশ্রম—(অন্বয়মুখে)

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ২১ ॥

(ভাঃ ৪।২২।১০)

(শ্রীপৃথুমহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে কহিলেন,) যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য ॥ ২১ ॥

অসৎ-গৃহ—(ব্যতিরেক মুখে)

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ ।
যদ্গৃহাস্তীর্থ-পাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২২ ॥

(ভাঃ ৪।২২।১১)

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষাকীর্ণ ॥ ২২ ॥

বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য—

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষমাচরেৎ ।
সংসিদ্ধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥ ২৩ ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৫)

বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয় ; কারণ নিবৃত্তমোহ-ব্যক্তি-বিহিত ভিক্ষা-লব্ধ অন্নদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে ॥ ২৩ ॥

ভগবন্নিকেতন শুদ্ধভক্তি-মঠ বা ভক্ত-সন্নিধানে বাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ-বাস—

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥ ২৪ ॥

(ভাঃ ১১।২৫।২৫)

(নিগুর্ণ ভক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি ব্যবহারিক বস্তুকে নিগুর্ণ করা চাই। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নিগুর্ণ হয়)। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়াদি স্থান তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন নিগুর্ণ ॥ ২৪ ॥

সন্ন্যাস—ত্রিবিধ ; বিদ্ধ ও শুদ্ধ-জ্ঞানী ভেদে জ্ঞানসন্ন্যাসী—দ্বিবিধ। বিদ্ধ জ্ঞানিগণই—শিবস্বামিসম্প্রদায়ের আনুগত্যে একদণ্ডী ; শুদ্ধজ্ঞানিগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণে ত্রিদণ্ডী—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

সন্ন্যাসী ত্রিবিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী ॥ ২৫ ॥

"ধীর" বা বিবিৎসা-সন্ন্যাস—

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৬)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমান শূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত ॥ ২৬ ॥

"নরোত্তম" বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

(ভাঃ ১।১৩।২৭)

যে আত্মজ্ঞব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম' ॥ ২৭ ॥

কলিকালে 'কর্ম্মসন্ন্যাস' নিষিদ্ধ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

(মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক)

'অশ্বমেধ', 'গোমেধ', 'সন্ন্যাস', মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি,—কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

"ত্রিদণ্ডী" শব্দের অর্থ—

বাগদণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥ ২৯ ॥

(মনু ১২।১০)

যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী' ॥ ২৯ ॥

দমনং দণ্ডঃ যস্য বাঙ্-মনঃ-কায়ানাং দণ্ডাঃ নিষিদ্ধাভিধানাঃ সৎসঙ্কল্প-প্রতিষিদ্ধ-ব্যাপার-ত্যাগেন বুদ্ধাববস্থিতাঃ স ত্রিদণ্ডীত্যুচ্যতে ন তু দণ্ডত্রয়ধারণমাত্রেণ ॥ ৩০ ॥

(মনু—কুল্লুকভট্ট-টীকা ১২শ অঃ ১০ শ্লোক)

'দণ্ড' শব্দের অর্থ 'দমন'। যাহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড অর্থাৎ বহির্ব্বিষয়ে অনবস্থান এবং সৎসঙ্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী বলিয়া কথিত হন; দণ্ডত্রয় ধারণ করিলেই 'ত্রিদণ্ডী' হওয়া যায় না ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর "ত্রিদণ্ড" শব্দের অর্থ—কায়-মনো-বাক্য-বেগধারণই "ত্রিদণ্ড-গ্রহণ"

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ৩১ ॥

(উপদেশামৃত ১ ও মহাভারত 'হংসগীতা')

যে ধীর ব্যক্তি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, রসনাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থবেগ—এই ষড়্‌বিধ বিষয় বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন ॥ ৩১ ॥

বেদে 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে'র উল্লেখ—

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণি-শ্বেতকেতু-দুর্ব্বাস-ঋভু-নিদাঘ-জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-রৈবতক-প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎসর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্‌সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ৩২ ॥

(জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ড)

পূর্ব্বোক্ত-পরমহংসগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিব্রাজকগণই বিখ্যাত, যথা—সম্বর্ত্তক, অরুণিনন্দন-ঔদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই 'পরমহংস', ইঁহাদের শিখাসূত্রাদি কোন চিহ্ন ছিলনা, ইঁহাদের কার্য্যকলাপ অপরের অগোচর ছিল। ইঁহারা আত্মস্থ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেন। পরমহংস ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা আচমনাদি জলশোধনের জন্য গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা,

ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সমস্তই "ভূস্বাহা"—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তীর্থজলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে পরমাত্মার অন্বেষণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

বেদান্তভাষ্য-শ্রীভাগবতে 'ত্রিদণ্ড'-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের উল্লেখ—

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্ ।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন ।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্ম্মুনেঃ ॥ ৩৩ ॥

(ভাঃ ১১।২৩।৩৪)

কতকগুলি লোক "ত্রিদণ্ড," ভোজন পাত্র ও কমণ্ডলু লইয়া গেল, কেহ কেহ জপমালা, কন্থা ও চীরবস্ত্র লইয়া গেল। আবার ঐ সকল বস্তু তাঁহাকে দেখাইয়া প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তিনি যখন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন, আবার মুনির নিকট হইতে গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

মনুসংহিতায় ত্রিদণ্ডীর সিদ্ধি—

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

(মনু ১২।১১)

সর্ব্বভূত সম্বন্ধে কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া যিনি এই ত্রিদণ্ড বিহিত করেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩৪ ॥

হারীত-সংহিতায় 'ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস'-মাহাত্ম্য—

ত্রিদণ্ডভৃদ্‌যো হি পৃথক্ সমাচরেচ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্ম্মুখাক্ষঃ ।
সম্মুচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্ ॥৩৫॥

(হারীতসংহিতা ৬।২৩)

যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকর্ত্তৃক 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাসের উল্লেখ ও সম্মান—

"এবং বহূদকাদিধর্ম্মান্ উক্ত্বা পরমহংসধর্ম্মানাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি সার্দ্ধৈর্দশভিঃ। বহির্বিরক্তো মুমুক্ষুঃ সন্ যো জ্ঞাননিষ্ঠো বা মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স সলিঙ্গান্ **ত্রিদণ্ডাদি**-সহিতান আশ্রমাংস্তর্দ্ধর্ম্মাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ।" পুনরায়, "পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডি-বেষম্" ॥৩৬॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ ভাবার্থদীপিকা)

এইরূপে বহূদকাদি (চতুরাশ্রমিগণের) ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া "জ্ঞাননিষ্ঠঃ (ভাঃ ১১।১৮।২৮) ইত্যাদি সার্দ্ধদশশ্লোকে (আশ্রমাতীত) "পরমহংস-ধর্ম্ম" বলিতেছেন। বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত যে ব্যক্তি "মুক্তি"-লাভেচ্ছু হইয়া "জ্ঞাননিষ্ঠ" হন, অথবা মুক্তি-লাভেও অপেক্ষা-রহিত হইয়া আমাকেই (ঐকান্তিক ভক্তিযোগে) ভজনা করেন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি-সহ আশ্রমধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ আশ্রম-ধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমহংসোচিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক 'ত্রিদণ্ডী'র প্রশংসা এবং নিজকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান—

প্রভু কহে,—'সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত-কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯)

ত্রিদণ্ডীর 'শিখা', 'সূত্র', 'কাষায়বস্ত্র'-ধারণ শাস্ত্র-সম্মত—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

(স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতা)

ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্মপুরাণের প্রমাণ—

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্ ॥ ৩৯ ॥

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীর তালিকা—

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥
গভস্তিনেমি বারাহঃ ক্ষমিতৃপরমার্থিনৌ।
তুর্য্যাশ্রমী নিরীহশ্চ ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুদৈবতাঃ ॥
ভিক্ষুর্যায়াবরো বিষ্টো ন্যাসী রাভসিকো মুনিঃ।
বিষ্টলগো মহাবীরো মহত্তরো যথাগতঃ ॥

নৈষ্কর্ম্মপরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপস্বী যাচকো নগ্নো রাদ্ধান্তী ভজনোন্মুখঃ॥
সন্ন্যাসী-মস্করী-ক্লান্তো নিরগ্নির্নারসিংহকঃ।
ঔড়ুলোমি-মহাযোগী-শ্রুবাকো ভবপারগঃ॥
শ্রমণোঽবধূতঃ শান্তো যথার্হো দণ্ডি-কেশবৌ।
ন্যস্তপরিগ্রহো ভক্তিসারোক্ষরী জনার্দ্দনঃ॥
ঊর্দ্ধমন্থি-ত্যক্তগৃহাবূর্দ্ধরেতা যথেষ্টধৃক্।
বিরক্তোদাসীনৌ ত্যাগী সিদ্ধান্তী শ্রীধরঃ শিখী॥
বোধায়নো ত্রিবিক্রমো গোবিন্দো মধুসূদনঃ।
বৈখানসো যথাস্বো বৈ বামনো পরহংসকঃ॥
নারায়ণ হৃষীকেশৌ পরিব্রাজকমঙ্গলৌ।
মাধবো পদ্মনাভশ্চৌড়ুপিকো ভ্রামী বৈষ্ণবঃ॥
বিষ্ণুদামোদরৌ স্বামীগোস্বামী পরমোগবঃ।
ভাগবতোঽকিঞ্চনঃ সন্তো নিষ্কিঞ্চনো যতিঃ॥
ক্ষপণকোঽবিষক্তশ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রো মুণ্ডি-সজ্জনৌ।
নির্বিষয়ী হরের্জনো শ্রৌতী সাধু বৃহদ্‌ব্রতী॥
স্থবিরস্তৎপরো পর্য্যটকাচার্য্যো স্বতন্ত্রধীঃ
কথ্যন্তে যতিনামানি প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি॥ ৪০॥

(মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতা)

(১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী এবং (১০) পুরী এই দশনামী সন্ন্যাসী এবং (১১) গভস্তিনেমি, (১২) বারাহ, (১৩)

ক্ষমিতা, (১৪) পরমার্থী, (১৫) তুর্য্যাশ্রমী, (১৬) নিরীহ, (১৭) ত্রিদণ্ডী, (১৮) বিষ্ণুদৈবত, (১৯) ভিক্ষু, (২০) যাযাবর, (২১) বিষ্ট, (২২) ন্যাসী, (২৩) রাভসিক, (২৪) মুনি, (২৫) বিষ্টলগ, (২৬) মহাবীর, (২৭) মহত্তর, (২৮) যথাগত, (২৯) নৈষ্কর্ম্ম, (৩০) পরমাদ্বৈতী, (৩১) শুদ্ধাদ্বৈতী, (৩২) জিতেন্দ্রিয়, (৩৩) তপস্বী; (৩৪) যাচক, (৩৫) নগ্ন, (৩৬) রাদ্ধান্তী, (৩৭) ভজনোন্মুখ, (৩৮) সন্ন্যাসী, (৩৯) মস্করী, (৪০) ক্লান্ত, (৪১) নিরগ্নি, (৪২) নারসিংহ, (৪৩) ঔড়ুলোমী, (৪৪) মহাযোগী, (৪৫) শ্রুবাক্, (৪৬) ভবপারগ, (৪৭) শ্রমণ, (৪৮) অবধূত, (৪৯) শান্ত, (৫০) বর্থার্হ, (৫১) দণ্ডী, (৫২) কেশব, (৫৩) ন্যস্তপরিগ্রহ, (৫৪) ভক্তিসার, (৫৫) অক্ষরী, (৫৬) জনার্দ্দন, (৫৭) উর্দ্ধমন্থী, (৫৮) ত্যক্তগৃহ, (৫৯) উর্দ্ধরেতঃ, (৬০) যথেষ্টধৃক্, (৬১) বিরক্ত, (৬২) উদাসীন, (৬৩) ত্যাগী, (৬৪) সিদ্ধান্তী, (৬৫) শ্রীধর, (৬৬) শিখী, (৬৭) বোধায়ন, (৬৮) ত্রিবিক্রম, (৬৯) গোবিন্দ, (৭০) মধুসূদন, (৭১) বৈখানস, (৭২) যথাস্ব, (৭৩) বামন, (৭৪) পরমহংস, (৭৫) নারায়ণ, (৭৬) হৃষীকেশ, (৭৭) পরিব্রাজক, (৭৮) মঙ্গল, (৭৯) মাধব, (৮০) পদ্মনাভ, (৮১) ঔড়ুপিক, (৮২) ভ্রামী, (৮৩) বৈষ্ণব, (৮৪) বিষ্ণু, (৮৫) দামোদর, (৮৬) স্বামী, (৮৭) গোস্বামী, (৮৮) পরমগব, (৮৯) ভাগবত, (৯০) অকিঞ্চন, (৯১) সন্ত, (৯২) নিষ্কিঞ্চন, (৯৩) যতি, (৯৪) ক্ষপণক, (৯৫) অবিষক্ত, (৯৬) উর্দ্ধপুণ্ড্র, (৯৭) মুণ্ডী, (৯৮) সুজন, (৯৯) নির্ব্বিষয়ী, (১০০) হরিজন, (১০১) শ্রৌতী, (১০২) সাধু, (১০৩) বৃহদ্ব্রতী, (১০৪) স্থবির, (১০৫) ভৃৎপর, (১০৬) পর্য্যটক, (১০৭) আচার্য্য, (১০৮) স্বতন্ত্রধীঃ—সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক সন্ন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্ন্যাসিনামসমূহ কথিত হয় ॥ ৪০ ॥

'ত্রিদণ্ডী' সর্ব্ব-আশ্রমস্থিত পুরুষেরই প্রণম্য—
অকরণে প্রত্যবায়

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্‌।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪১ ॥

(একাদশী-তত্ত্বে ত্রিস্পৃশৈকাদশী প্রকরণ ধৃত-স্মৃতি-বাক্য)

দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥৪১॥

আশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও প্রণম্য—

বৈষ্ণবের ভক্তি—এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ ॥
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
"সন্ন্যাসী" "সন্ন্যাসী" নমস্কার সে বিহিত ॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥ ৪২ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।১৫০-১৫৩)

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের আচরণ—

সার্ব্বভৌম বলেন,—"আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥" ৪৩ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৭৬)

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ; নির্ভেদ-জ্ঞানসন্ন্যাসীর নিন্দা—

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তি-যোগে অনুক্ষণ ॥

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥ ৪৪ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৫৫-৫৬)

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥ ৪৫ ॥

(ভাঃ ১।২।৬)

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৪৫ ॥

বান্তাশীর নিন্দা—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥ ৪৬ ॥

পুরুষ ত্রিবর্গের একমাত্র বপন-ক্ষেত্রস্বরূপ স্বীয় গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া (অর্থাৎ গৃহাশ্রমত্যাগানন্তর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া) পুনরায় যদি সেই গৃহস্থ ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্ত হন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে বান্তাশী অর্থাৎ ছর্দ্দিতভোজী (বমন করিয়া পুনরায় তাহা ভক্ষণকারী) এবং অতিশয় নির্ল্লজ্জ বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মা মর্ত্ত্যো বিট্‌ক্রিমিভস্মবৎ।
ত এনমাত্মসাৎকৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রব্রজ্যা করিয়া পুনরায় গৃহাসক্ত হওয়া যে অসম্ভব, তাহা নহে। যে-সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে নিজদেহকে অনাত্মা, মর্ত্ত্য, বিষ্ঠা, ক্রিমি অথবা

ভস্মতুল্য চিন্তা করে, তাহারাই আবার পরে ঐ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা অত্যন্ত অসৎ ॥ ৪৭ ॥

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥ ৪৮ ॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৪৯ ॥

(ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯)

গৃহস্থব্যক্তির স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা —এইসকল আশ্রমবিড়ম্বনা মাত্র। ঐসকল ব্যক্তি—নিকৃষ্টাশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না, পরন্তু উহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপ-দেশাদি-দান-রূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বান্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ৫০ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১১৭)

আশ্রমাতীতের আচরণ—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৫১ ॥

(ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার

প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেইসকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু ॥ ৫২ ॥

বেদে "পরমহংসের" কথা—

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীঞ্ছিখা-যজ্ঞোপবীতে (যাগংসত্রং) স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্য ইতি। ন দণ্ডং (ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ॥ ৫৩ ॥

(পরমহংসোপনিষৎ ১-২)

পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিখা, সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সকল পরিহার পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্ব্বাহক নিজের শরীর রক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন ॥ ৫৩ ॥

দণ্ডভঙ্গলীলার তাৎপর্য্য ; কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য 'ত্রিদণ্ড' ধারণ, ভগবান্ বা পরমহংস লীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের দণ্ডধারণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন—

অহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ ত' যুক্ত নহে ॥
এত বলি' বলরাম পরম-প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ ৫৪ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২১০-২১১)

"তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিলা ভাসাঞা।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪৩)

দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা—এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যার ভক্তি ধীর ॥ ৫৫ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫৮)

কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায় বস্ত্র পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা—

রক্তবস্ত্র "বৈষ্ণবের" পরিতে না যুয়ায় ॥ ৫৬ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৬১)

ভাগবতে 'পরমহংসে'র আচরণ বর্ণন—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৫৭॥

(ভাঃ ১১।২।৪০)

প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে, ভগবৎ-সেবা-ব্রত-ধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্তপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও বিগলিত হৃদয় হইয়া, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন ॥ ৫৭ ॥

"পরমহংসের বা 'মুক্ত আমি'র অভিমান"—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥ ৫৮ ॥

(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্যস্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি ॥ ৫৮ ॥

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে "আশ্রম-ধর্ম্ম-তত্ত্ব"-বর্ণন-নামক
পঞ্চদশরত্ন সমাপ্ত।

ষোড়শ রত্ন

শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব

মহাপ্রসাদ দ্বারাই বৈষ্ণব বা আত্মবস্তু তৃপ্ত হন, আত্মীয় জনকে বিষ্ণুবস্তু দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শনই শুদ্ধশ্রাদ্ধ; তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানই বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥ ১ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণবাক্য)

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিনে ও প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্নপ্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন ॥ ১ ॥

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য; পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু অখণ্ড বা অনন্ত বস্তু। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত বস্তু নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হইলে আনন্ত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে ॥২॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৫ সংখ্যাধৃত-বিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য)

প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবানে কিছু ভক্ষ্য না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দিতে নাই ; কারণ অনিবেদিত দ্রব্য অর্পণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় ॥ ৩ ॥

বৈষ্ণবের কুশ-ধারণ নিষিদ্ধ—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্নকুর্য্যাৎ কুশধারণং ॥ ৪ ॥

(স্কান্দে-রেবাখণ্ডে)

যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবাদির অর্চ্চন প্রভৃতি এবং কুশ ধারণ করিবেন না ॥৪॥

ভগবদ্ভক্তের গয়াশ্রাদ্ধ বা পিণ্ডাদি-প্রদানের কোন আবশ্যকতা নাই—

কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া-শ্রাদ্ধাদিভির্ম্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্র্যার্থঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৫ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ সংখ্যা ধৃত স্কান্দবাক্য)

হে ঋষে! যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদি কোনও আবশ্যক নাই ॥ ৫ ॥

অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনা, সেবোন্মুখ জীবগণকে সদ্গুরু পদাশ্রয়ের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ও কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধের 'শ্রাদ্ধ' অর্থাৎ নিরর্থকতা-সম্পাদনের জন্যই গৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা ও গয়াশ্রাদ্ধাদি-লীলা-প্রদর্শন—

প্রভু বলেন,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
এতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন ॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥ ৬ ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৫০-৫৫)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত ও পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইবারই যোগ্যতা-সম্পন্ন ; অবঞ্চনপরা কথা শুনিবার কর্ণ তাহাদের বিধাতা কর্ত্তৃক রুদ্ধ ; অতএব তাহাদিগকে গুরুতর 'বৈষ্ণবাপরাধ' হইতে মোচনকল্পে বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে বঞ্চনাই করিবেন—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রাবণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্যদান কিংবা তাহাদের লোভনীয় অর্থাদি প্রাকৃতবস্তু দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকেই শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধেরই নামান্তর 'রাক্ষস'-শ্রাদ্ধ—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭ সংখ্যা ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

বৈষ্ণবকে 'বিদ্যাহীন মূর্খ' মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই 'শ্রাদ্ধ' রাক্ষসকর্তৃক গৃহীত হয় ॥ ৮ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ—

আচার্য্য কহেন,—'তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন'।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইল ভোজন ॥ ৯ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৯-২০)

যে সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত এই প্রকার পরম আনন্দসহকারে প্রভু হরিকে স্মরণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের আর অন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে রুচি হয় না ॥ ৯ ॥

ঐকান্তিকগণের চরিত্র—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ ১০ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাসে উপসংহার ধৃত বিষ্ণুরহস্য-বাক্য)

যে সকল ঐকান্তিক ভক্ত এইপ্রকারে পরমপ্রীতি-সহকারে প্রভু-শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোনও কৃত্যে তাঁহাদেরই প্রায়ই রুচি হয় না ॥ ১০ ॥

নামাশ্রয়ী একান্তী গৃহিবৈষ্ণবেরও শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদির আবশ্যকতা নাই

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

(শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত-সৎক্রিয়া-সার-দীপিকাধৃত সংহিতা-বাক্য)

স গৃহী অনন্য-শরণত্বেন কেবল-শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন করিষ্যতীত্যন্বয়ঃ॥ ১১॥

(সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা ১৯ সংখ্যা)

বিষ্ণুতে অনন্যশরণ গৃহস্থবৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্র-কর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদিও) করিবেন না॥ ১১॥

শুদ্ধপূতঃ সদা কাষ্ণ্যঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কাম-সঙ্কল্প-রহিতশ্চান্তর্ব্বাহ্যহরির্যতঃ॥

বৈষ্ণবোনান্য-বিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ। ন পশ্যেত্তান্ন-গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা। তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টং অনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ। ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥

(সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা ২০শ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ, পবিত্র এবং কুশধারণবর্জ্জিত। যেহেতু, তিনি কাম-সঙ্কল্প-রহিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যে হরিময়। বৈষ্ণব অপর দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না, তাঁহাদিগকে নিন্দাও করিবেন না, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব-মুনি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। হে দেবর্ষে! সেই সকল অন্য দেবভক্তগণের সঙ্গও চেষ্টা করিয়া করিবেন না॥ ১২॥

ইতি গৌড়ীয় কণ্ঠহারে "শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব"-বর্ণন নামক ষোড়শ রত্ন সমাপ্ত।

——০:*:০——

সপ্তদশ-রত্ন

শ্রীনাম-তত্ত্ব

যাবতীয় ধর্ম্মের মূল একমাত্র ভগবান্—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ১১ ॥

(ভাঃ ৭।১১।৭)

হে রাজন্, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ ; তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি ॥ ১ ॥

"হরি" বিনা গতি নাই—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ২ ॥

(ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭।২৭)

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন, (পর্ব্বত হইতে পতনের নাম 'ভৃগুপাত'), বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহুতর্কই করুন, (অন্তঃকালে) হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না ॥

ভগবন্নাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পর-ধর্ম্ম—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২২)

নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীব সকলের 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

"নাম" শ্রুতির সার ও মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু—

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ৪ ॥

(শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক)

নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদশুকাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ (অর্থাৎ নামাভাসে মুক্তি হয়, মুক্ত-ব্যক্তিই শুদ্ধনামগ্রহণে অধিকারী; দশবিধ অপরাধ-যুক্ত বা অপরাধশূন্য অথচ সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া 'নামাক্ষর' উচ্চারণ 'নাম' নহে। উহা 'নামাপরাধ' বা 'নামাভাস'। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ-জিহ্বাতেই শুদ্ধ-চিৎ-স্বরূপ 'শ্রীনাম' স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন।) অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া) তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

নামের স্বরূপ—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৫ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ল ১০৮)

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই ॥ ৫ ॥

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তম্ ॥ ৬ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৮ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা)

সচ্চিদানন্দ-রসময়-(আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ) তত্ত্ব এক-অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম' এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বেদে নামের মাহাত্ম্য—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁতৎসৎ।

(ঋগ্বেদ ১মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)

অয়মর্থঃ—

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃ-সিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরেব সাঙ্কেত্যা-দাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে ॥ ৭ ॥

(ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যা)

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদিস্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে নাম-মাহাত্ম্য—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৮ ॥

(হরিবংশে)

বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কলিযুগে নামই সর্ব্বসিদ্ধিদ—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ১০ ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ১১ ॥

(পদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অঃ)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ১২ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২ ও ৭।৭৪)

নাম-মাহাত্ম্য-বর্ণনে প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দ—

অংহঃ সংহরতেঽখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য ।
তরণিরিব তিমির-জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৩ ॥

(পদ্যাবলী ১৬ সংখ্যাধৃত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

'জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইলেই সকল লোকের পাপ নাশ করেন ॥ ১৩ ॥'

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ॥১৪॥

(পদ্যাবলী ১৫ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত-শ্লোক)

জ্ঞান ও সিদ্ধি—এই উভয়ই তুলাদণ্ডে তুলিত আছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম—এই দুই তুলাযন্ত্রে তুলিত হয় নাই॥ ১৪ ॥

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১৫ ॥

(পদ্যাবলীতে ১৮ অঙ্কধৃত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

ত্রিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আকর্ষক-স্বরূপ, পাপপুণ্যের উন্মূলন-কারী, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাকৃশক্তিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই 'মহামন্ত্র' রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এসকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করেন না॥ ১৫ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ ১৬ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

হরিকথা-মাহাত্ম্য—

শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

(পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যাধৃত-ব্যাসদেব-বাক্য)

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণ-কথারূপ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না ॥১৭॥

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অপেক্ষাও নামোচ্চারণের মহিমা অধিক—

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥১৮॥

(রূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৪ শ্লোক)

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না; কিন্তু হে নাম, তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, বেদ এইবাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥ ১৯ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৬ সংখ্যাধৃত বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য)

বিষ্ণুর স্মরণ পাপচ্ছেদক হইলেও তাহা বিপুল আয়াসদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেই (অনায়াসেই) যে বিষ্ণুর কীর্ত্তন হয়, তাহা স্মরণ হইতেই শ্রেষ্ঠ। (কেননা, ঐরূপ নামকীর্ত্তন বা নামাভাসদ্বারাই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে)॥ ১৯ ॥

ধ্যান-পূজাদি হইতে নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ২০ ॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এই-রূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এইনাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ ॥ ২০ ॥

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ২১ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত-শাস্ত্রবাক্য)

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্‌রূপে বাসু-দেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন ॥ ২১ ॥

নামে দেশকালাদির নিয়ম নাই—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে ॥ ২২ ॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণু-সঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ ২৩ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০৬ সংখ্যাধৃত-বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য)

হে রাজন্, বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন বিষয়ে কোন দেশ বা কালনিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অন্যান্য জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণু-সঙ্কীর্ত্তনে কোন কালনিয়ম বিহিত হয় নাই ॥ ২২-২৩ ॥

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥ ২৪ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০২ সংখ্যাধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবাক্য)

হে লুব্ধক, শ্রীহরির নামকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোনপ্রকার অশুচি-অবস্থাতেও নিষেধ নাই ॥২৪॥

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ২৫ ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৪)

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী তাহা নহে; তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তি লাভ করিল ॥২৫

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিষয়ে ভাগবত-প্রমাণ—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥২৬॥
(ভাঃ ১।৬।২৭)

শ্রীনারদ কহিলেন,—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম ॥ ২৬ ॥

উচ্চনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥ ২৭ ॥

(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্য)

হরিনাম-জপপরায়ণ-ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা। কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

উচ্চকীর্ত্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥ ২৮ ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৭৯-২৮১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিষয়ে গোস্বামি-বচন—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২৯ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-চৈতন্যাষ্টক ৫ম)

উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?২৯॥

বেদান্তাচার্য্যের অভিমত—

হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশ-দক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ ॥ ৩০ ॥

(শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'স্তবমালাবিভূষণ'ভাষ্য)

'হরেকৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ।

ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।—(তাৎপর্য্য এই যে, 'হরেকৃষ্ণ' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরযুক্ত নামাক্ষর ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ছড়া বা কল্পিত নামকীর্ত্তন ভ্রমক্রমেও কেহ না বুঝেন। টীকাকার তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন) ॥ ৩০ ॥

'হরেকৃষ্ণ' নামই কলির মহামন্ত্র ; 'ছড়া'-জাতীয় নামাপরাধ-কীর্ত্তন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩১ ॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ॥ ৩২ ॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ॥ ৩৩ ॥

তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ ॥ ৩৫ ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা ॥ ৩৭ ॥

(অনন্ত-সংহিতা)

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গ জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩১-৩৭ ॥

উপনিষদে 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৮ ॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

"হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না ॥ ৩৮-৩৯ ॥

পুরাণে 'হরেকৃষ্ণ'-মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

(অগ্নিপুরাণ)

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলাপূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥

নরমাত্রেই নামোচ্চারণে অধিকারী—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ৪১ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক্, কিংবা হেলায় হউক্, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সকলের পক্ষেই 'নামকীর্ত্তন' সাধন ও সাধ্য—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ৪২॥

(ভাঃ ২।১।১১)

হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন॥ ৪২॥

নাম-কীর্ত্তনের প্রতিকূল বিষয়—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥ ৪৩॥

(ভাঃ ১।৮।২৬)

হে কৃষ্ণ, সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদিলাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান, নিষ্কামভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না॥

মুখ্য ও গৌণভেদে 'নাম' বহুবিধ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪৪॥

(শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না! ৪৪ ॥

গৌণনাম ও তাহার লক্ষণ—

জড়াপ্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা ব্রহ্ম স্থিতিকর।
জগৎসংহর্ত্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর ॥ ৪৫ ॥

(হরিনামচিন্তামণি, নামগ্রহণবিচার)

মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ,—

এইরূপ নাম, কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডগত।
পুণ্য মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত ॥
নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তার মুখ্য নামে মাত্র লভে সাধুগণ ॥ ৪৬ ॥

(হরিনামচিন্তামণি, নামগ্রহণবিচার)

মুখ্যনাম—

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।

প্রণত-করুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥ ৪৭ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৫ম শ্লোক)

হে অঘ-দমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দনন্দন, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেশ্বর, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ প্রভৃতি তোমার অনেক স্বরূপ। হে নামধেয়, সেই সকলস্বরূপে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক্ ॥ ৪৭ ॥

নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের ফল—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥৪৮॥

(বিদগ্ধ মাঃ ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে ॥ ৪৮ ॥

মুখ্য-নাম-গ্রহণের প্রধান সাতটী ফল—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৯ ॥

(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন ; তিনি অপ্রাকৃতবিদ্যাবধূর (অনুভূতির) জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি নামের আনুষঙ্গিক ফল—মুখ্যফল একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমা—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ৫০ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন (ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না ; কেননা) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফল দ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন,

তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশ কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে ॥ ৫০ ॥

"নাম-সঙ্কীর্ত্তন" দ্বারা ভজনের যাবতীয় অঙ্গের পূর্ণতা—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥ ৫১ ॥

(ভাঃ ৮।২৩।১৬)

(শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—) মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ভ্রংশ দ্বারা), তন্ত্র হইতে (ক্রমবৈপরীত্য দ্বারা) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম-সঙ্কীর্ত্তন মাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে ॥ ৫১ ॥

সাধুসঙ্গেই শুদ্ধ-নাম উদিত হন—

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥
ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ॥ ৫৩ ॥

(ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

শ্রীঅজামিল কহিলেন,—"আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ-বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্, অজামিলের ক্ষণকাল-মাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন ॥ ৫২-৫৩ ॥

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয়॥ ৫৪॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭৬)

অসাধু-সঙ্গে ভাই 'কৃষ্ণনাম' নাহি হয়।
'নামাক্ষর' বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ ৫৫॥

(প্রেমাববর্ত্ত)

নাম প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ৫৬॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন॥ ৫৬॥

নাম-সাধন-প্রণালী—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৫৭॥

(শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক)

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী॥ ৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।

কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥ ৫৮ ॥

(উপদেশামৃত ৭ম শ্লোক)

অহো ! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত (অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত,) তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিরও উপশম হয় ॥ ৫৮ ॥

নাম-সাধনে দৃঢ়তা—

খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ-প্রাণ ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ ৫৯ ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৯৪)

"নামকীর্ত্তন"-হইতেই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম ।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্বদেহ জরজর ॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ-রূপগুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ, রসময়।

নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥ ৬০ ॥

চতুর্ব্বিধ নামাভাস—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ৬১ ॥

(ভাঃ ৬।২।১৪)

সঙ্কেত (অর্থাৎ অন্যবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে নাম-উচ্চারণ), পরিহাস (অর্থাৎ উপহাসচ্ছলে নাম-উচ্চারণ), স্তোভ (অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নাম-উচ্চারণ) ও হেলা (অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ)—এই চারিপ্রকারে ছায়া-নামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ ভগবন্নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন ॥ ৬১ ॥

নামাভাসের ফল—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৬২ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫১)

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-মূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে ॥ ৬২ ॥

নামাভাসের ফল—

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।

জনস্তস্তোদাতুং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৬৩ ॥

(রূপগোস্বামিকৃত কৃষ্ণনাম-স্তোত্র)

হে ভগবন্নামসূর্য্য, আপনার আভাসেও (অর্থাৎ সাঙ্কেত্যাদি দ্বারা উচ্চারণেও) সংসারান্ধকার বিনষ্ট করে এবং তত্ত্বান্ধব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে। ইহজগতে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ ? ৬৩ ॥

হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ৬৪ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৮২-৮৩)

নাম ও নামাভাসের ফল-ভেদ—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬৫ ॥

(পদ্মঃ পুঃ স্বঃ খঃ ৪৮অঃ)

যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্ বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্, ব্যবধানরহিতই হউক্ অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক্, নাম-

গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড (চিজ্জড়-সমন্বয়-বুদ্ধি) ইত্যাদি পাষাণ-স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না ॥ ৬৫ ॥

নামাভাস ও নামাপরাধের ফলভেদ—

যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে ॥ ৬৬ ॥

(ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা)

অজামিল যেরূপ দুরাচার হইয়াও নামাভাসবলে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছিলেন, স্মার্ত্তগণ সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু নাম গ্রহণ করিয়াও সেরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। যেহেতু, তাঁহারা নামে অর্থবাদ ও অর্থ-কল্পনাদি অপরাধ-দোষে নামাপরাধফলে ঘোর সংসারকেই প্রাপ্ত হন ॥৬৬॥

নিরপরাধে নাম-গ্রহণ-কর্ত্তব্যতা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৬৭ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৪)

হরিনাম-গ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন অর্থাৎ কঠিন নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না ॥ ৬৭ ॥

অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈঃ—

"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ ইতি

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ লঃ ৫২ শ্লোক)

* * ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়া-লক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণান্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যশ্মসার হৃদয়তয়া নির্দ্দেষা। কিঞ্চ! তেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তি-নিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ" ॥ ৬৮ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী-টীকা)

(যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ 'অশ্রুপুলকাদি' তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গম-সঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে-সকল 'ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ ধারণাবিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু-

পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন। হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণসমূহ শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ-সেবা-যুক্ততা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা (ভাঃ ৫।১৪।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট 'তৃণাধম'-জ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ—ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা, (৬) সমুৎকণ্ঠা—কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য যে অত্যন্ত লুব্ধতা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি, (৯) তদ্‌বসতি স্থলে প্রীতি।

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনামউদিত হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব অসাধারণ ক্ষান্তিই, নামগ্রহণে অসাধারণ আসক্তিই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া-প্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ-হেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে॥ ৬৮॥

দশবিধ-নামাপরাধ—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥ ৬৯ ॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যঃ ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ ৭০ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥৭১॥
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥৭২॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ ॥ ৭৩ ॥
জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ ॥ ৭৫ ॥

(পদ্মপুঃ স্বর্গ খণ্ড ৪৮ অঃ)

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে, কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধু-নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদদর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাম-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ

বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি-মূলে অসূয়া; (৪) বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, এবং (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশদান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ; (১০) যে-ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী। অনবধানতা বশতঃই হউক্ কিম্বা যে কোন প্রকারে হউক্, নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজন-সাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা—তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৯-৭৫ ॥

সাধুনিন্দা বা প্রধান নামাপরাধ—

নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥৭৬॥

(ভাঃ ৪।৪।১৩)

যাহারা এই জড়দেহকে 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ

পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহৎ-বিদ্বেষই শোভনীয় ; কারণ, তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৭৬॥

যে গো-গর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি— "নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক" ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অঙ্কধৃত স্বামিকৃত-শ্লোক)-প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তি-র্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি" ॥ ৭৭ ॥

(ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা)

যে-সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়; কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেইসকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি-অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে

তাহাদেরও, গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ-ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে ; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও "কৃষ্ণনামস্বরূপ"-মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না,—এই শাস্ত্রপ্রমাণ-দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে, "আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে ?"—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয় ॥ ৭৭ ॥

বৈষ্ণব-নিন্দকের মুখে 'নাম' কীর্ত্তিত হয় না বা ভগবান্ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না—

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখজন্ম জীবন-মরণ ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ-জন ॥ ৭৮ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৬০-৬২)

শূলপাণির ন্যায় শক্তিশালী পুরুষও বৈষ্ণবনিন্দাফলে বিনষ্ট হয়—

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥ ৭৯॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৫৫-৫৬)

বৈষ্ণব-নিন্দকের অপরিসীম শাস্তি; মহাপ্রভুর বাক্য—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥ ৮০॥

(চৈঃ ভাঃ ৪।৩৭৫-৩৭৭)

বৈষ্ণব-নিন্দক পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরবে পতিত হয়; ষড়্‌বিধ পতনের কারণ—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥ ৮১॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ৮২॥

(স্কন্দপুরাণ)

যে-সকল মূঢ়ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণব-দর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয়জনই অধঃপতিত হয় ॥৮১-৮২॥

বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা ছেত্তব্যা—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥ ৮৩ ॥

(ভাঃ ৪।৪।১৭)

কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেইস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম ॥ ৮৩ ॥

বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণেও মহান্ দোষ—

"বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ—
'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ইতি

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ॥" ৮৪॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা)

কেবল যে বৈষ্ণবনিন্দাকারিজন দোষী তাহা নহে, যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহারও অপরাধ হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।" সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া অসমর্থ-পক্ষের বিধান মাত্র। সমর্থ হইলে নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য॥ ৮৪॥

বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনোপায়—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥ ৮৫॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৩২)

কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ? ৮৬॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।৩৮০)

দ্বিতীয় নামাপরাধ—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৮৭॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥ ৮৮॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৩ ও ৫)

বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিনপ্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'। আর শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা; তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয়। (সুতরাং শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না।) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

তৃতীয় নামাপরাধ—

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥ ৮৯ ॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৯০ ॥

(ভাঃ ৭।১৫।২৫-২৬)

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্ব দ্বারা রজস্তমকে এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে-সকল সিদ্ধ হয়। সেই সাক্ষাৎ ভগবদভিন্নবিগ্রহ জ্ঞানালোক-প্রদাতা গুরুদেবে যাঁহার অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি হয়, তাঁহার পক্ষে হস্তীস্নানবৎ সকলই বৃথা ॥ ৮৯-৯০ ॥

চতুর্থ নামাপরাধ—

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি ॥ ৯১ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২৬)

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৯২ ॥

(ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

বৈদিক কোন শাস্ত্রনিন্দা করিবে না; ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা

করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহারও নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি ॥ ৯১-৯২ ॥

পঞ্চম নামাপরাধ—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ৯৩ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

(নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বান্‌গণ কর্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃদিগের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বি-মোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থ-বাদাদি দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহুকষ্টসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ নামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ মাত্র জানিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাপ্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ৯৪ ॥

(ভাঃ ৬।১।১৮)

হে রাজেন্দ্র, মদ্যকুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ নারায়ণপরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না (অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ শ্রীনাম-চরণে অপরাধই কৃত হয়)॥ ৯৪ ॥

ষষ্ঠ নামাপরাধ—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯৫ ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥ ৯৬ ॥
(ভাঃ ৪।৩১।৯-১০)

(অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়।)
শ্রীনারদ কহিলেন,—মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম ; যে কৃত্যদ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র 'কৃত্য', যে আয়ুদ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই 'পরমায়ু' ; সেই মনই শুদ্ধ মন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য—যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন। মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'শৌক্র'-জন্ম, উপনয়ন দ্বারা 'সাবিত্র'-জন্ম, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ'-জন্ম। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল ? আর হরিসেবা-ব্যতীত বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল ?

অন্য শুভকর্ম্মের ফল্গুত্ব—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ৯৭ ॥ (ভাঃ ৬।৯।২২)

(দেবতাগণ কহিলেন,—) দ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তুর অসম্ভাব হেতু যিনি একমাত্র বিস্ময়রহিত, যিনি নিজ ক্রিয়াভূত লাভ দ্বারাই নিজে পরিপূর্ণ-কাম, অতএব যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, চিত্তদোষরহিত—এইরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণুব্যতীত যে ব্যক্তি শরণ গ্রহণ করিবার জন্য অপরের নিকট গমন করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ্ঞ, যেহেতু সে কুক্কুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে! অর্থাৎ যে-প্রকার সুদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া কখনও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষ্ণুব্যতীত অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে ব্যসনশতপরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে

সপ্তম নামাপরাধ—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯৮ ॥

(ভাঃ ৭।৯।৯)

(অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।)

(প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তব করিয়া কহিলেন,—) আমার মনে হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ (কান্তি), প্রতাপ, শারীর বল, পৌরুষ (উদ্যম), প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ—এই দ্বাদশ গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না, যেহেতু গজযূথপতির (শ্রদ্ধাজাত) ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য) ॥ ৯৮ ॥

অষ্টম নামাপরাধ—

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৯৯ ॥

(ভাঃ ৬।১।১০)

লোকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই সকল পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হস্তীস্নানের ন্যায় নিরর্থক বলিয়াই মনে হয় ॥ ৯৯ ॥

নবম নামাপরাধ—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্-নৃণাম্ ॥১০০॥

(ভাঃ ২।২।৩৬)

(প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা হয়,) অতএব হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, (যাহা হইতে অন্য নির্ব্বিঘ্ন পথ আর নাই, সেই ভক্তিযোগ যাহা হইতে উদিত হয়,) মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে) সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসময়ে সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১০০ ॥

দশম নামাপরাধ—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১০১ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

(অহংমম ভাব দশম নামাপরাধ।) যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ১০২ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪)

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ ১০৩ ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭১)

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১০৪ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।১৬)

এক-কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন ॥ ১০৫ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।২৬-২৮)

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ১০৬ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৯-৩০)

মায়াবাদী বা কৃষ্ণাপরাধীর মুখে নাম উদিত হন না—

অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণ-নাম', 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুই ত' সমান॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের-ধর্ম্ম নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ ১০৭॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩২, ১৩৪)

নামকীর্ত্তন-নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন—
"নামাপরাধ"

গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ॥ ১০৮॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ পাপাদ্ভিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১০৯॥

(শ্রীল সনাতন গোস্বামি-টীকা)

দেবদ্বিজের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়॥ ১০৮॥

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের টীকা—দ্বিজাতিগণ নিজবৃত্ত্যর্থ কখনও গীত-নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে॥ ১০৯॥

ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা ॥ ১১০ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৮ সংখ্যাধৃত-শ্রীলরূপগোস্বামিচরণকৃত-কারিকা)

ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, উহা কখনও উত্তমাভক্তির 'অঙ্গ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ উহাতে শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানিই হইয়া থাকে। (তাৎপর্য্য এই যে, "জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" অর্থাৎ "জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত" এই বাক্যে 'আদি' পদে শিথিলতা প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল-অঙ্গ বুঝিতে হইবে। ধন ও শিষ্যাদি দ্বারায় যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না, উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায় ; সুতরাং ধন-শিষ্যাদির দ্বারা লব্ধভক্তিকে কখনই উত্তমাভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥ ১১০ ॥

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ১১১ ॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারি-জীবের জন্ম-সাফল্য ॥ ১১১ ॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ১১২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১২)

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণিগণের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন ॥ ১১২ ॥

যুগপৎ আচার ও প্রচারই জগদ্গুরুর কার্য্য বা জীবের প্রতি কৃপা—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥ ১১৩॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০২-১০৩)

গৌরসুন্দরের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম-প্রচার দ্বারাই সঙ্কীর্ত্তন-পিতার নিত্যসঙ্গ লাভ হয়—

যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥ ১১৪॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮-১২৯)

ভারত-ভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেরই মানবকে নিত্য দয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥ ১১৫॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে 'শ্রীনামতত্ত্ব'-বর্ণন নামক সপ্তদশ রত্ন সমাপ্ত।

অষ্টাদশ স্তম্ভ

প্রয়োজন-তত্ত্ব

ভাব-সংজ্ঞা—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্ ।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।১)

বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষ দ্বারা চিত্তদ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম "ভাব" ॥ ১ ॥

ভাবসম্বন্ধীয় মহাপ্রভুকৃত শ্লোক—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

(শিক্ষাষ্টক ৬ষ্ঠ শ্লোক)

হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে ? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে ? ২ ॥

প্রস্ফুটিতনামে স্ববিস্মাপক শ্রীমূর্ত্তির মুগ্ধভাবোদয়-ক্রিয়া—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

(ভাঃ ৩।২।১২)

ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী ; তাহা এত মনোরম যে,

তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ৩ ॥

মাধুর্য্যপুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যভাব—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৪ ॥

(ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; তিনি স্বীয় পরমানন্দ-স্বরূপে পরিপূর্ণ-কাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল কর-প্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণ-পূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্টধ্বনি দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন ॥ ৪ ॥

রতিলক্ষণা ভক্তিতে অন্যভক্তসঙ্গে নামানুশীলন—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৫ ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ৬ ॥

(ভাঃ ১১।৩।৩০-৩১)

ভগবদ্‌যশ অতি পবিত্রকারী—তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে পরস্পরের রতি, তুষ্টি ও আত্মনির্বৃতির উদয় হইবে। পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধন-ভক্তি হইতে পরাভক্তির উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন ॥ ৫-৬ ॥

ব্যবহারে ভাবলক্ষণ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ৭ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৮ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।১১)

যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি, (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া), অব্যর্থ-কালতা (হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকাল ও অন্য কার্য্যে কালক্ষেপণ না করা), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অনাসক্তি), মানশূন্যতা (আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব), আশাবন্ধ (ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ় আশা-যুক্ত), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুতর লোভ), নামগানে সদা-রুচি, ভগবদ্‌গুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি ॥ ৭-৮ ॥

রাগমার্গে সাধক ও সিদ্ধরূপে সেবা দ্বিবিধা—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ৯ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৫১)

রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন ॥ ৯ ॥

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ ১০ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ)

প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত হয়—

স্যাদ্দৃঢ়েঽয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥ ১১ ॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা ॥ ১২ ॥

(উজ্জ্বল, স্থায়ীভাব প্রঃ ৪৪)

এই রতি যদি বিরুদ্ধভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয় অর্থাৎ প্রতিকূল ভাবদ্বারা চালিতা না হয়, তাহা হইলে সেই রতিকে প্রেম বলা যায়। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল যেরূপ হইয়া থাকে, রতিও সেইরূপ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ হইয়া থাকে। (একই বস্তুর ক্রমোন্নতি) ॥ ১১-১২ ॥

সাধন-ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তাঁর প্রেম নাম কয় ॥
প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৩ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৭৬-১৭৭)

প্রেম-নেত্রেই শ্রীভগবানকে দেখা যায়—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈবহৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

মধুর-রসাশ্রিতা ভক্তি—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপ তয়াকলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৩৭ শ্লোক)

আনন্দ-চিন্ময়-রস কর্তৃক প্রতিভাবিত তদীয় স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপ চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত যে হ্লাদিনীশক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপ সখীবর্গ তাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে রসাস্বাদন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥

(ভাঃ ২।৯।৩৫)

যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলায় অন্বয়রূপে এবং অসুর-মারণাদি লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচার করিয়া যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য—তাহারই অনুসন্ধান করিবেন ॥ ১৬ ॥

"রসে"র-সংজ্ঞা—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥ ১৭ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫লঃ ৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১৭ ॥

মধুর-রসের অধিকার—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥ ১৮ ॥

(গীতগোবিন্দ ১।৩)

যদি কৃষ্ণ-স্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধাকৃষ্ণের রাসকুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ রাসলীলায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জয়দেব-কবির মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর। (এই শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাধামাধবের রহঃকেলি এইস্থলে অভিধেয়, তজ্জনিত আনন্দানুভূতিই প্রয়োজন এবং অনর্থযুক্ত রসিক ভক্তগণই এই গ্রন্থের অধিকারী)।

অনধিকারীর প্রতি নিষেধ-বাক্য—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ১৯ ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারা কদাচ এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন ॥১৯॥

মধুররসে বিপ্রলম্ভ—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ২০ ॥

(শিক্ষাষ্টক ৭ম শ্লোক)

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষসকল যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে। সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২১ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১ শ্লোক)

হে হরি, হে অনাথবন্ধো, হে করুণার একমাত্র সমুদ্র, তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে যাপন করিব ?২১॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ২২ ॥

(শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক)

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মহতাই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ২২ ॥

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ ভাব—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

(পদ্যাবলীধৃত-মাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য)

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ, ওহে মথুরানাথ, কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব? ২৩ ॥

মধুর-রসাশ্রিত ভজনকারীর নিষ্ঠা—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২৪ ॥

(মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

হে মন! বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক্ অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক্, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২৪ ॥

ইতি গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-বর্ণন নামক
অষ্টাদশরত্ন সমাপ্ত।

দোলক

প্রমাণ-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ—

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্‌ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১ ॥

(ভাঃ ১১।১৯।১৭)

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য (মহাজন-প্রসিদ্ধি)—এই চারিটি প্রমাণ। এই সকল প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ (অস্থির) জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন ॥ ১ ॥

মনুসংহিতায় ত্রিবিধ প্রমাণের উল্লেখ—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥ ২ ॥

(মনু ১২।১০৫)

যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি বিবিধ আগমসকল—এই তিনই উত্তমরূপে জানা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বমুনি-মতে 'প্রমাণ' ত্রিবিধ—

প্রত্যক্ষেঽন্তর্ভবেন্নু যস্মাদৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ ।
প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যাৎ তত্র মুখ্যাশ্রুতি র্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

(প্রমেয়রত্নাবলী ৯।২)

"ঐতিহ্য" প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেশিকপ্রবর শ্রীপাদ মধ্ব-মুনি ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে "শ্রুতি" বা "অপৌরুষেয়" বাক্যকেই মূলপ্রমাণ-মধ্যে গণনা করিয়াছেন ॥৩॥

শব্দপ্রমাণই মূলপ্রমাণ—

যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্ ॥

(তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী)

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষ-বিরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ ॥ ৪ ॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ নহে, সেই সে প্রমাণ ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই শঙ্খ-গোময় ।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৫-১৩৭)

মধ্যমণি

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত

গুর্ব্বষ্টক

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

সংসার-দাবানলসন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা উন্মত্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা, আত্মরসোদ্দীপক নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জ্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

নিকুঞ্জবিহারী 'ব্রজযুবদ্বন্দ্বে'র রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তি-সমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত স্তবামৃত-লহরীর শ্রীগুরুদেবাষ্টক)

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বকালে) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তু-সিদ্ধিকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ, (মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিলভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির (সদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বশরণ, নামাপরাধাদি ভক্তার্ত্তি-হরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪)

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও দুস্ত্যজা স্বারাজ্যলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্যা অভিন্ন শক্তি)—যাঁহার (কৃপাকটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্য-রূপ মর্য্যাদা বা বৈধীভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহা-করুণা-প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণস্পর্শপ্রদান দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-

বিতরণরূপ (উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন ; আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব, হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥

মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা,—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য, তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্ধকারনিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তিবিষয়ণী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে ? ॥ ৩ ॥

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশনায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়॥

হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ,—ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব, হে নামধেয়, তোমাতে আমার রতি প্রচুরপরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥ ৫ ॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাত্তবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥

হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন॥ ৬॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘন-সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥

হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া-(নামাপরাধ)সমূহ নাশ কর; তুমি—পরমসুন্দর চিদ্ঘনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৭॥

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

(শ্রীরূপপাদকৃত স্তবমালায় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্)

হে কৃষ্ণনাম, তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্য-প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ কর॥ ৮॥